প্রকাশনার ৯৪ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ১৯তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ২ বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ১৮ রজব, ১৪৩৮ হিজরি | ১৫ শাহাদত, ১৩৯৬ হি. শা. | ১৫ এপ্রিল, ২০১৭ ঈসাব্দ

আহমদনগরে বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের ৮ম আঞ্চলিক সালানা জলসা-২০১৭ সফলতার সাথে সমাপ্ত

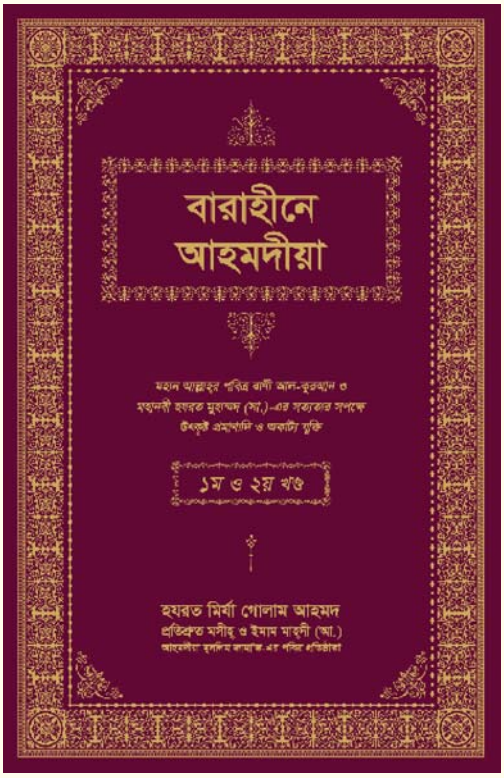

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

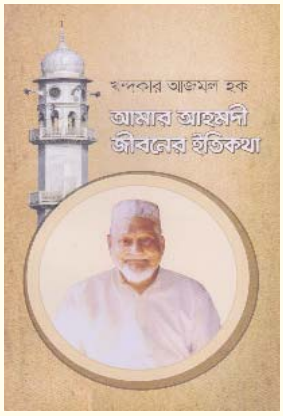

খন্দকার আজমল হক সাহেব জামা'তের একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। বহুকাল যাবত বিভিন্ন সেবা দ্বারা জামা'তের খেদমত করে চলেছেন। লিখেছেন **'কুরআন ও জীবন'** নামক একটি অনন্য পুস্তক। বলা যায়, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি আহমদীর ঘরে এই বইটি রয়েছে যার মাধ্যমে তারা প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছেন।

বাংলাদেশ জামা'তের এই নিষ্ঠাবান সেবকের জীবনীমূলক বই **'আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা'** প্রকাশিত হয়েছে। জামা'তের নতুন সেবকদের জন্য এটি একটি প্রেরণামূলক পুস্তক।

পুস্তকটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। যার মূল্য ৫০/- টাকা মাত্র। জামা'তের সকলকে বইটি অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

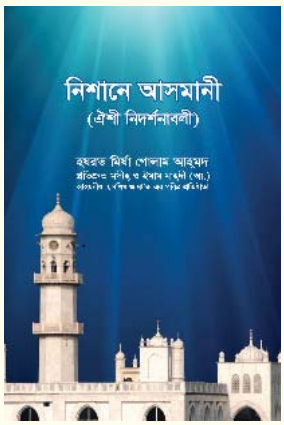

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official
Commercial/Industrial
Pet Bottling
46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

স্বাগতম ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

স্বাগতম ১৪২৪ বঙ্গাব্দ। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সবার প্রতি রইল মুবারকবাদ ও শুভেচ্ছা। আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ বিধানে ঋতু-পরিবর্তন ঘটে থাকে। ধর্ম-বর্ণ গোত্র ভাষা নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির ওপর এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । বৈশাখ মানেই নববর্ষের আগমন। বাংলা নববর্ষের প্রথম মাস। আমাদের জীবনের আরেকটি বছর কালের গর্ভে হারিয়ে গেল । নতুন বছর এলো আমাদের জীবনে। আমরা সবসময় নতুন বছরকে স্বাগত জানাই নতুন স্বপ্নের প্রত্যাশায়। কিন্তু নতুন বছরের স্বপ্নপূরণে প্রয়োজন বিগত বছরের মূল্যায়ন।

এবারের বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটি শুরু হচ্ছে আশিসময় জুমুআর দিনের মাধ্যমে। মহান খোদা তা'লার বিশেষ কৃপা যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মানার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আর এর সুবাদে বাহ্যিকতা পূজারীদের ন্যায় অনৈসলামিক কোন কার্যক্রম করা থেকে সম্পূর্ণভাবে আমরা নিরাপদ। নববর্ষ উদযাপনের নামে যে বেহায়াপনা সমাজে আজ প্রচলিত, তা থেকে আমরা মুক্ত। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) নববর্ষ উদযাপনের ইসলামী রীতি কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে গত ১ জানুয়ারি ও ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ জুমুআর দু'টো খুতবায়ই আমাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

তিনি (আই.) ১ জানুয়ারি ২০১৬ প্রদত্ত খুতবায় বলেন," আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আহমদীদের অনেকেই এমন আছেন, যারা নিজেদের রাত ইবাদতে অতিবাহিত করেছেন বা অনেক স্থানে ভোররাতে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে নফলের মাধ্যমে নববর্ষের প্রথম দিনের সূচনা করেছেন। এছাড়া বহুস্থানে জামা'তবদ্ধভাবে তাহাজ্জুদ নামাযও আদায় করা হয়েছে। কিন্তু এ সবকিছু সত্ত্বেও এসব মুসলমানের দৃষ্টিতে আমরা অ-মুসলমান আর এসব হৈহুল্লোড়কারী ও অপব্যয়কারী এবং অমুসলমানদের সামাজিক কু-প্রথার অন্ধ অনুকরণকারীরাই হল মুসলমান।

যাহোক, আমরা আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় মুসলমান আর কারো কোন সনদ বা সার্টিফিকেটের আমাদের প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, আমরা যদি কোন সনদের বাসনা রাখি তবে তাহলো, খোদার দৃষ্টিতে সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সনদ অর্জন করা আর এর জন্য আমরা শুধুমাত্র বছরের প্রথম দিন ব্যক্তিগত বা জামা'তবদ্ধভাবে তাহাজ্জুদ পড়লাম বা সদকা করলাম বা অন্য কোন পুণ্য করলাম আর এর মাধ্যমেই আমাদের খোদার সন্তুষ্টি লাভের অধিকার অর্জন হয়ে যাবে, এমনটি নয়। নিঃসন্দেহে এটি পুণ্য আর এই পুণ্য খোদার কৃপাবারি আকর্ষণের কারণও হতে পারে। কিন্তু তখনই এটি সম্ভব যদি এতে অবিচলতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দার কাছে স্থায়ী পুণ্য চান। আল্লাহ্ তা'লা চান, বান্দা স্থায়ীভাবে তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলবে, সৎকর্মশীল হবে। নামায এবং তাহাজ্জুদের পাশাপাশি হৃদয়ে এক পবিত্র বিপ্লব আনয়নেরও প্রয়োজন রয়েছে, কেবল তবেই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন। এমন কোন পুণ্য যা শুধু একদিন বা দু'দিন করা হয় তবে তা কোন পুণ্য বা নেকী নয়।

তাই আমাদের এটি ভাবতে হবে, আমাদের কর্ম বা আচার-আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত যা খোদার সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। এজন্য আজ আমি যুগের সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের কিছু নসীহত বা উপদেশাবলী নিয়ে এসেছি যা তিনি বিভিন্ন সময় জামা'তকে করেছেন। যেন অবিচলতার সাথে ও অব্যাহতভাবে আমরা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে যেতে পারি। এই কথাগুলো কেবল বছরের প্রথম দিনই নয় বরং বছরের বারো মাস এবং ৩৬৫ দিনকে আশিসমণ্ডিত করবে আর এতে আমরা খোদার কৃপাভাজন হতে পারবো।" ইনশা-আল্লাহ্!

নতুন বছরে, মানুষের মনে জাগে নতুন আশা। অতীতের ভুল-ভ্রান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে মানুষ নবপ্রেরণায় নতুন করে জীবনকে বিকশিত করতে চায়। এমন ইতিবাচক চেতনার কারণে নানা দুঃখ-বেদনা ও যন্ত্রণার মধ্যে এখনও টিকে আছে আমাদের সমাজ। তবে সমাজকে, জীবনকে প্রগতির কাঙ্ক্ষিত পথে এগিয়ে নিতে হলে অতীতের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

আমরা এই কামনাই করি, নতুন বছর সবার জীবনে বয়ে আনুক সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই পুরনো জীর্ণ, হতাশা-ব্যর্থতা মুছে ফেলে জীবন চলতে চায়। আমরাও সেটা প্রত্যাশা করি। সে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে প্রার্থনা করি, নতুন বছরে সব আঁধার ঘুঁচে যাক, হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি মিটে গিয়ে আসুক আলো, সমাগত-সত্য গ্রহণ ও লালনের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় সুন্দর সেই নব বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে উঠুক । মহান আল্লাহ আমাদের সেই দিন শীঘ্র দেখান,আমীন!

সবাইকে নববর্ষের
নিরন্তর শুভেচ্ছা

সূচিপত্রে

১৫ এপ্রিল, ২০১৭

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' (৩য় খণ্ড) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১১
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ **জুমুআর খুতবা** ১৪

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ২১

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ২৮
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের প্রেক্ষাপট ৩১
সাব্বির আহমদ (মুত্তাকি)

ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত যুগ-খলীফার সফরে আশিসমন্ডিত হলো কানাডা ৩৩
মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

কলমের জিহাদ ৩৬
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ৩৮

সংবাদ ৩৯

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন ৪৮

প্রচ্ছদ পরিচিতি: মঞ্চে মহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে সর্বডানে উপবিষ্ট রয়েছেন ব্যাঙহারি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং বক্তব্য রাখছেন পঞ্চগড়-১ আসনের সম্মানিত সাংসদ জনাব নাজমুল হক প্রধান।

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٩﴾

৯৯। অতএব, তুমি যখনই কুরআন পাঠ কর, তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর।

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। যারা ঈমান আনে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর নিশ্চয় এর (অর্থাৎ শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই।

اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ
وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ﴿١٠١﴾ ع ١٣ ١١ ١٧

১০১। এর আধিপত্য কেবল তাদেরই ওপর, যারা এর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং যারা তাঁর সাথে শরীক দাঁড় করায়।

وَاِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ
بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ
اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২। আর আমরা যখন একটি নিদর্শন পরিবর্তন করে এর স্থলে আরেক নিদর্শন নিয়ে আসি,[১৫৭৭] তখন তারা (অর্থাৎ বিরোধীরা) বলে, 'তুমি যে কেবল এক মিথ্যা উদ্ভাবনকারী'। অথচ আল্লাহ্ কী অবতীর্ণ করবেন, তা তিনি সবচেয়ে ভাল জানেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের অধিকাংশই জানে না।

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ
لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى
لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। তুমি বল, "রূহুল কুদুস এটিকে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মু'মিনদের দৃঢ়তা দানের উদ্দেশ্যে এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদরূপে সত্যসহ অবতীর্ণ করেছেন।

১৫৭৭। "আর আমরা যখন একটি নিদর্শন পরিবর্তন করে এর স্থলে আরেক নিদর্শন নিয়ে আসি" এ বাক্যাংশের অর্থ এই, আমরা কোন জাতির ওপর থেকে তাদের সুমতি বা শুভ পরিবর্তনের কারণে তাদের ওপরে আসন্ন আযাবকে হটিয়ে দেই অথবা বিলম্বিত করি। এখানে কুরআনের কোন আয়াতকে মনসুখ (বাতিল) করার কথা নেই। কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই যার সাথে এর অন্য আয়াতের অমিল রয়েছে, যে কারণে কোন আয়াতকে মনসুখ বা বাতিল বলে গণ্য করা যেতে পারে। কুরআনের সব অংশ একে অন্যের সম্পূরক ও সমার্থক। তফসীরাধীন আয়াতে এমন কোন কথাই নেই যাতে মনসুখ বা বাতিলের কোন ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

হাদীস শরীফ

আনুগত্য ব্যতীত কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে না

কুরআন :

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তাদেরও আনুগত্য কর, যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেয়ার অধিকারী।"

(নিসা :৬০)

হাদীস :

হযরত ইবাদা ইব্‌নে সামেত (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত রসূল করীম (সা.) এর হাতে এই বলে বয়আত করেছি যে, আমরা প্রত্যেক অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব যদিও আমরা কষ্টে থাকি অথবা ভাল অবস্থায় থাকি, যদিও কোন আদেশ আমাদের ভালো মনে হয় অথবা মন্দ, যদিও আমাদের প্রাধান্য দেয়া হয় অথবা বঞ্চিত রাখা হয়। যাদের হাতে আমাদের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, আমরা তাদের সাথে ঝগড়া করব না। (বুখারী)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তাদেরও আনুগত্য কর, যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেয়ার অধিকারী।"

ব্যাখ্যা :

জাতির উন্নতিতে আনুগত্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইহা ব্যতিরেকে কোন জাতি উন্নতির চরম-শিখরে পৌঁছতে পারে না। কথায় কথায় নেতার বিরোধিতা জাতির প্রগতির ধারাকে শিথিল করে দেয়। নেতার ওপর ভরসা ও তাঁর আদেশ পালনের মধ্যে উন্নতির চাবি-কাঠি নিহিত। এই দুনিয়াতে যতগুলি জাতির উত্থান হয়েছে, তার রহস্য হলো আনুগত্য।

সুতরাং এই আনুগত্য যেভাবে জাগতিক-ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক-ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত যতদিন নিজেদের মধ্যে আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়েছে ও ইহাকে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করেছে, ততদিন বিজয় তাদের পদ চুম্বন করেছে, দুনিয়ার বড় বড় শক্তিগুলি তাদের কাছে পরাভূত হয়েছে। কিন্তু যেদিন মুসলমানগণ ছিন্ন ভিন্ন হলো এবং আনুগত্য করা ভুলে গেল, সেদিন থেকে তারা পরাস্ত হতে লাগলো।

আজ দুনিয়াতে কোটি কোটি মুসলমান আছে, কিন্তু সবাই এক কান্ডারিহীন নৌকার মতন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঠিক এমনি অবস্থায় হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তাঁর আগমনের মুখ্য-উদ্দেশ্য হবে মুসলমানদের এক রজ্জুতে একত্রিকরণ।

খোদা তা'লার ফযলে আজ পৃথিবীর ২০৯টি দেশের আহমদীগণ এক নেতার নেতৃত্বে ইসলামের বিজয়ের পথকে সুগম করেছে। এই বিজয়ও একমাত্র আনুগত্যের ওপরই নির্ভরশীল।

আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের সকলকে আনুগত্যের মধ্যে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করেন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরুব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

কুরআনের মহিমা সকল মহিমার উর্ধ্বে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

পবিত্র কুরআন এক অদ্বিতীয় ধন-ভান্ডার, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক এ সম্বন্ধে জ্ঞাত রয়েছে। (রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

পবিত্র কুরআনের মহিমা সকল মহিমার উর্ধ্বে। এটা বিচারক ও সকল হেদায়াতের সমষ্টি। এটা সকল প্রমাণকে একত্রিত করে দিয়েছে এবং শত্রুর দলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। এ পুস্তকে সকল বিষয়ের বিবরণ আছে এবং পূর্বের ও ভবিষ্যতের সংবাদও রয়েছে। এ মহাগ্রন্থের সামনে দাঁড়ানোর কারো সাহস নেই, আর আড়াল থেকেও কেউ একে আক্রমণ করতে পারে না। বরং এটা তো আমাদের প্রভুর জ্যোতি। (রূহানী খাযায়েন, ১৬ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)

জানা আবশ্যক যে, কুরআন শরীফের উজ্জ্বল অলৌকিক-নিদর্শন, যা প্রত্যেক জাতি ও ভিন্ন ভাষাভাষীর জন্য প্রকাশ করতে পারে, যা পেশ করে আমরা সকল দেশের অধিবাসীদের- যদিও বা তারা হিন্দু, পারসি, ইউরোপীয়ান, আমেরিকান অথবা অন্য কোন দেশেরই হোক না কেন- অপরাধী, স্তব্ধ ও নিরুত্তর করতে পারি। কুরআন করীমের তত্ত্ব, সত্যতা ও সত্য তথ্যাদির জ্ঞান এত অসীম, যা প্রত্যেক যুগে এর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকাশ হয়ে থাকে এবং এটা প্রত্যেক যুগের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে অস্ত্র-সজ্জিত সৈনিকের ন্যায় দন্ডায়মান। যদি কুরআন শরীফ নিজ সত্য তথ্যাদি ও সুস্থতার এক সীমিত-বস্তু হত, তা হলে এটা কখনও পূর্ণ-নিদর্শন হতে পারত না। (রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

কুরআন শরীফ এমন এক নিদর্শন, যার দৃষ্টান্ত পূর্বেও ছিল না, পরেও হবে না। এর কল্যাণ ও বরকতের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। এটা প্রত্যেক যুগে অনুরূপভাবে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল, যেভাবে হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল। এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বাণী তার প্রকৃতি অনুপাতে হবে, যেরূপ তার মনোবল, সংকল্প ও উদ্দেশ্য উচ্চ হবে। যে ব্যক্তির প্রতি তাঁর ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয়, তার প্রকৃতি যত উৎকৃষ্ট হবে, ঐশী বাণীও সে সেই পর্যায়ের লাভ করবে। হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রকৃতি, যোগ্যতা ও সংকল্পের পরিধি যেহেতু ব্যাপক ছিল, তাই তিনি যে বাণী পেয়েছেন সেটাও সেরূপ উচ্চ- মর্যাদা ও গুণাবলী সম্পন্ন যে, এরূপ বৈশিষ্ট্য বা মনোবলের অধিকারী ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি আর কখনও হবে না। (রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

আমি সত্য সত্যই বলছি এবং সত্য কথা বলা হতে বিরত থাকতে পারি না যে, যদি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম না আসতেন এবং কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হত- যে কুরআন শরীফের কার্যকারিতা আমাদের ইমামগণ ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ আদি হতে দেখে আসছেন এবং আজ আমরাও দেখছি, তা হলে এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুষ্কর বিষয় হত যে, আমরা শুধু বাইবেলকে পড়ে আস্থার সাথে সনাক্ত করতে পারতাম যে, হযরত মূসা, হযরত মসীহ্ এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী নবীরাও প্রকৃতপক্ষে সেই পাক ও পবিত্র জামা'তেরই অন্তর্ভুক্ত, যাদের খোদা তা'লা নিজের বিশেষ কৃপায় নিজ রেসালতের জন্য বেছে নিয়েছেন। 'ফুরকানে মজীদের' এই অনুগ্রহ স্বীকার করে নিতে হবে যে, প্রত্যেক যুগে এটা স্বীয় জ্যোতি নিজেই দেখিয়েছে এবং এই পূর্ণ জ্যোতি দ্বারা পূর্ববর্তী নবীদের সত্যতাও আমাদের ওপর প্রকাশ করেছে। এ অনুগ্রহ শুধু আমাদের ওপরই নয়, বরং আদম হতে মসীহ্ পর্যন্ত সে সব নবীদের উপরেও, যাঁরা কুরআন শরীফের পূর্বে গত হয়েছেন। (রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

৩য় খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

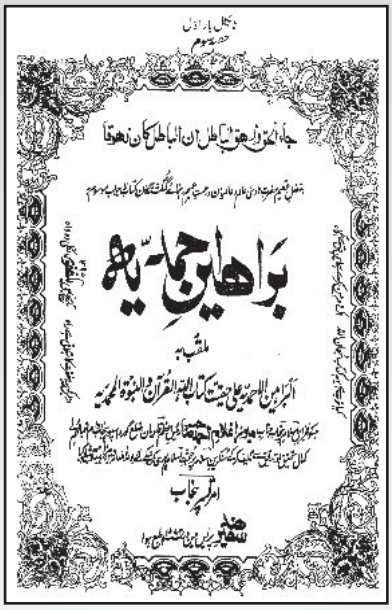

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(২৮তম কিস্তি)

টিকা ১১

কোন কোন নির্বোধ (যাদের চিন্তায় গভীর মনোনিবেশ করার অভ্যাস নেই) এখানে এই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকে যে, খোদার উক্তি ও মানুষের কথায় নিঃসন্দেহে একই অক্ষর ও শব্দ ব্যবহার হয় তাই অক্ষর-জ্ঞান ও শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে খোদার সাথে মানুষের অংশীদারীত্ব আবশ্যকীয়ভাবে প্রমাণিত হলো। বইয়ের মূল অংশে এর বিশদ উত্তর দেয়া হয়েছে আর তা হলো, ভাষাজ্ঞান খোদার পক্ষ থেকে আসে। তাই একক অক্ষর বা শব্দ-ধ্বনি এবং মৌলিক শব্দ খোদা-ই মানুষকে শিখিয়েছেন। মানুষ নিজের বুদ্ধিবলে এসব আবিস্কার করেনি। কেবলমাত্র শব্দের বিন্যাসই মানুষ আবিস্কার করে অর্থাৎ মানুষের একমাত্র ঐচ্ছিক ও অর্জিত বিষয় হলো, সে কোন ভাব প্রকাশের জন্য নিজের পক্ষ থেকে বাক্যগুচ্ছ বা প্যরাগ্রাফ গঠন করতে পারে যাতে এক বাক্য এক স্থানে আর অপর বাক্য ভিন্ন স্থানে বিন্যস্ত করে সংস্থাপন করে থাকে। কোন শব্দের সংশ্লেষণ একস্থানে বিন্যস্ত করে আর অপরটি করে ভিন্ন স্থানে। অতএব রচনা বা নিছক বাক্যগুচ্ছ লিপিবদ্ধ করার কাজটিই তার নিজের হাতে হয়ে থাকে। একারণেই আমরা বলি যে মানুষের রচনা ও শব্দ সমাহার কোনভাবেই খোদার রচনার সমান হতে পারে না আর সমান হওয়া কোনভাবে বৈধও নয়, কেননা এতে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির অংশীদারিত্ব আবশ্যক হয়ে যায়। কিন্তু খোদা স্বীয় বাণী বা গ্রন্থে যে সব শব্দ ব্যবহার করেছেন সেসব অক্ষর ও শব্দ মানুষের ব্যবহার করা, অংশীদারিত্ব নয় বরং এটি অবিকল এমনই এক বিষয়, যেভাবে মানুষ খোদার সৃষ্টি মাটিকে স্বীয় ব্যবহারাধীনে আনে আর বিভিন্ন প্রকার মৃৎ তৈজষ-পত্র তৈরি করে থাকে। কিন্তু এর মাধ্যমে এটি প্রমাণ হয় না যে, মানুষ খোদার অংশীদার হয়ে গেছে। কেননা সন্দেহাতীতভাবে মাটি খোদার সৃষ্টি, মানুষের নয়। অংশীদারিত্ব তখন প্রমাণ হবে যদি মানুষ মাটি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও বিভিন্ন মণিমুক্তা বানিয়ে দেখায়। সুতরাং সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যে কাজ খোদা মাটি দ্বারা সাধন করেছেন মানুষও মাটি দ্বারা তা সম্পন্ন করবে, সেই ক্ষমতা মানুষের নেই। এটি অবশ্য সত্য কথা যে, আবিস্কার ও সৃষ্টির জন্য মানুষের হাতেও সেই উপাদান রয়েছে যা খোদা স্বীয় প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু মানুষের আবিস্কার ও সৃষ্টি, খোদার সৃষ্টির মতই হবে (নাউযুবিল্লাহ) এটি কী করে সম্ভব? এমন ধারণা পোষণ করা হতে আমরা খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করি। খোদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষ যদি কোন সহজ কাজও করতে চায় অর্থাৎ কোন এক সৃষ্ট প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন বা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে তারই হাড়-গোড়, মাংস-চর্ম একত্রিত করে পুনরায় যদি একই প্রাণী বানাতে চায়

তাহলে এতে প্রাণ সঞ্চারের কথা না হয় বাদই দিলাম; কেবল যদি পুনরায় দেহও বানাতে চায় তাও তার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং দুর্বল মানুষ খোদার মোকাবিলা কী করে করতে পারে? সে যে অন্যান্য প্রাণীর মোকাবিলা করতেই অক্ষম বরং ছোট-ছোট পোকা-মাকড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও সে ব্যর্থ। সত্যিকার অর্থে কোন কোন কীট-পতঙ্গ সৃষ্টি-শৈলীতে মানুষের দক্ষতা ও নিপুণতার চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। কেউ তার জন্য রেশম বুনে, কেউ তাকে অমৃত-সুধা পান করায়, কেউ প্রস্তুত করে কোন কিছু, কেউ বা আবার ভিন্ন কিছু, অথচ মানুষের সেসব নৈপুণ্যের একটিও আয়ত্ত হয়নি। অতএব বলুন! এখন এই মুখ আর এরূপ যোগ্যতা নিয়ে খোদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দন্ডায়মান হওয়া তার অজ্ঞতা নয় কি?

চুঁ নিসত্ বেইয়াক মাগাছি তাব হামসারি
পাস চুঁ কুনি বেকাদেরে মাতলাক্ বারাবারি
শারম আয়াদাতে যাদম্ যানি খুদ্ বে কিরদেগার
রো কাদরে খুদ বেবিঁ কে যে ইয়াক কারাম কামতারি

(হে মানুষ!) যেখানে তুই একটি মাছির মোকাবিলাও করতে পারিস না সেখানে সর্বশক্তিমান খোদার সমকক্ষ হওয়া তোর জন্য কী করে সম্ভব?

খোদা তা'লার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে তোর লজ্জা হওয়া উচিত, (আয়নায়) নিজের চেহারা দেখ, (কেননা) তুই এক কীটের চেয়েও অধম।

এখানে একথাও যথাবিহিত স্মরণ রাখা দরকার,মানব দেহের মৌলিক উপাদানের ন্যায় বাক্যের মৌল উপাদানও খোদার পক্ষ থেকে সৃষ্ট। বাক্য বা কথার মৌল উপাদান বলতে আমরা অক্ষর, শব্দ-ধ্বনির সমাহার ও ছোট ছোট বাক্য বুঝাই যার ওপর ভাষা-শিক্ষা নির্ভরশীল। যেমন খোদা আছেন, বান্দা নশ্বর, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, বিশ্ব জগতের প্রতিপালক ইত্যাদি। এগুলো সবই বাক্যাংশ যা খোদা নিজের পক্ষ থেকে মানুষের সামনে প্রকাশ করেছেন; কেননা মাটির এক পুতুল বানিয়ে এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে থাকবেন, খোদার কাজ কেবল এতটুকুই নয়। বরং জানা কথা যে, মানুষ নিজের প্রকৃতিগত ঔৎকর্ষের জন্য যা কিছু পেয়েছে তা খোদার পক্ষ থেকেই পেয়েছে, ঘর থেকে কিছু আনেনি। অতএব, এমন ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে সত্যান্বেষীর প্রতারিত হওয়া উচিত নয় যে অক্ষর এবং অযৌগ শব্দ বা ছোট ছোট যেসব বাক্য খোদার কথায় বিদ্যমান, তা মানুষের কথায়ও রয়েছে। আর একথাও ভালভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এগুলো কেবল বাক্যের মৌলিক উপাদান যা খোদার পক্ষ থেকে এসেছে। মানুষও তা ব্যবহার করে আর আল্লাহ্‌ও, তবে পার্থক্য হলো শব্দ ও অর্থের নিরিখে। যা খোদার উক্তি, তাতে সেসব শব্দ ও বাক্য ঠিক সেভাবে সুন্দর-সুদৃঢ় ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ধারা বিন্যাস, পরম উপযোগিতা ও ভারসাম্য বজায় রেখে স্ব-স্ব স্থানে বিরাজ করে, যেভাবে পৃথিবীতে খোদার সব কাজ পরম যথার্থতা, ভারসাম্য ও প্রজ্ঞার দাবী অনুসারে বিরাজমান। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেভাবে মানুষ খোদার সমকক্ষ নয় একইভাবে রচনার ক্ষেত্রেও মানুষ খোদার মর্যাদায় পৌছুতে পারে না। এ কারণেই কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকল কাফির, বাগ্মিতা ও বাকপটুতার দাবী এবং কবি-সম্রাট আখ্যায়িত হওয়া সত্ত্বেও মুখ বন্ধ করে বসে থাকে আর এখনও নীরব ও নির্বাক হয়ে আছে আর এই নীরবতাই তাদের অক্ষমতা বা ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বির যুক্তি শুনে ও বুঝে তা যদি খন্ডন করে না দেখানো হয় একেই দুর্বলতা বলা হয়, তা না হলে অক্ষমতা বা ব্যর্থতা আর কাকে বলে?

এ পর্যন্ত এ টিকায় প্রাকৃতিক নিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্‌র কালাম বা ঐশী বাণীর অনন্যতার আবশ্যকতা প্রমাণ করেছি। এছাড়া অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকেও আল্লাহ্‌র কালাম বা ঐশী বাণীর অনন্যতা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক মনে হয় যা এই টিকায় বর্ণনা করা যুক্তিসঙ্গত হবে। আর তা হলো; এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষের সংশয়াতীত এমন শুভ পরিণামের ভাগী হওয়া যার কল্যাণে নিশ্চিতভাবে মুক্তির আশা করা যায় তা নির্ভর করে তার সত্যিকার স্রষ্টার অস্তিত্বে, তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান হওয়ায় এবং তাঁর শাস্তি-পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ বিশ্বাস অর্জনের মাঝে। আর এরূপ বিশ্বাস কেবল 'সৃষ্টি' চোখে দেখেই অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

বরং বিশ্বাসের এ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য এমন একটি ঐশী গ্রন্থের প্রয়োজন যার অনুরূপ বা সমতুল্য গ্রন্থ বানানোর দৃষ্টান্ত মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। এ বক্তৃতা ভালভাবে বোঝানোর উদ্দেশ্যে এখন দু'টো কথা বর্ণনা করা আবশ্যক। প্রধানত, নিশ্চিত-মুক্তি লাভের আশা নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত কেন? দ্বিতীয়ত, সেই পূর্ণ বিশ্বাস শুধু সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করেই কেন অর্জিত হতে পারে না? অতএব প্রথমে একথা বুঝতে হবে যে, সুসংহত পরিপূর্ণ বিশ্বাস সেই সত্য ও সুনিশ্চিত বিশ্বাসের নাম যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না আর যে বিষয়ে গবেষণা করা উদ্দেশ্য, সে বিষয় সম্পর্কে হৃদয়ে পুরোপুরি প্রতীতি-প্রশান্তি ও প্রবোধ জন্মে। প্রত্যেক এমন বিশ্বাস, যা এর চেয়ে অধঃপতিত ও নিম্নমানের তা উৎকর্ষ বিশ্বাসের পর্যায়ে থাকে না বরং সন্দেহ বা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তা ধারণা-সর্বস্ব বিষয় বৈ অন্য কিছু নয়।

মানুষের, স্বীয় সম্মানিত প্রভুর নৈকট্যকে সমগ্র পৃথিবী, এর ভোগ-বিলাস, পার্থিব ধনসম্পদ এবং সকল জাগতিক সম্পর্ক এমনকি নিজের প্রাণাধিক মনে করা এবং অন্য কোন ভালবাসা তাঁর ওপর অগ্রাধিকার না পাওয়াই হলো তার মুক্তির কেন্দ্রবিন্দু, আর নিশ্চিত পরিত্রাণের আশা উৎকৃষ্ট বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার এটিই কারণ। কিন্তু মানুষের সমস্যা হলো যেসব রীতি-নীতির মাঝে মানুষের মুক্তি নিহিত, সে এর বিপরীতে এমন সব বিষয়ের মোহে আচ্ছন্ন, যার প্রতি আসক্ত হওয়ার আবশ্যকীয় ফলাফল হলো খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আর আসক্তি ও মোহ এমন যে, সে নিশ্চিত ধরে নিয়েছে, তার সমূহ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এসব সম্পর্কের মাঝেই নিহিত। সে কেবল এমনটি ধারণাই করছে না বরং সেসব ভোগ-বিলাস, তার মতে সুনিশ্চিত অর্থে পরীক্ষিত ও অনুভূত বিষয়। এসবের অস্তিত্বে তার হৃদয়ে এতটুকু সন্দেহও নেই। অতএব এটি

জানা কথা যে, যতদিন খোদা তা'লার অস্তিত্ব ও তাঁকে পাওয়ার আনন্দ, তাঁর দেয়া শাস্তি-পুরস্কার এবং তাঁর নিয়ামতরাজি সম্পর্কে সে পর্যায়ের সুদৃঢ়-সুনিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত না হবে, যেমনটি নিজের ঘরের সম্পদে, নিজের সিন্দুকে সুরক্ষিত অর্থে, স্বহস্তে লাগানো বাগানে, নিজের ক্রয় করা সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে, নিজের পরীক্ষিত ও চষ্য স্বাদে এবং আন্তরিক বন্ধুদের প্রতি থেকে থাকে; ততদিন একান্ত আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে একনিষ্ঠভাবে খোদার পানে প্রত্যাবর্তন করা মানুষের জন্য অসম্ভব।

কেননা, দুর্বল কোন ধারণা দৃঢ় ধ্যান-ধারণার ওপর জয়যুক্ত হতে পারে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এমন মানুষ যার বিশ্বাস পারলৌকিক বিষয়াদির চেয়ে পার্থিবতায় অধিক , এই পান্থশালা থেকে তার বিদায়ের ক্ষণ এসে গেলে সেই নাজুক বা স্পর্শকাতর মুহূর্ত, যাকে মৃত্যুর বিভীষিকা বলে অভিহিত করা হয়, অকস্মাৎ তার সামনে আত্মপ্রকাশ করে তাকে সেই নিশ্চিত সুখ-সম্ভোগ হতে দূরে ঠেলে দিতে চায়, যা পৃথিবীতে তার নাগালের ভেতরে, আর তাকে সেসব প্রিয়জন হতে বিচ্ছিন্ন করতে চায় যাদের সে প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত স্বচক্ষে দেখে আর সেসব অর্থ-সম্পদ ও স্বত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা আরম্ভ করে যাকে সে অবশ্যই নিজের স্বত্ব মনে করে; এমতাবস্থায় তার মনোযোগ খোদার প্রতি নিবদ্ধ থাকা অসম্ভবই বটে। এটি কেবল তখনই সম্ভব হতে পারে যদি সেই পূর্ণ বিশ্বাসের স্থলে খোদার সত্ত্বা, তাঁকে পাওয়ার আনন্দ আর তাঁর শাস্তি ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিতেও অনুরূপ বরং সমধিক বিশ্বাস থাকে। যদি এই অন্তিম মুহূর্তেও সেই মানের বিশ্বাস তার অর্জিত না হয় যা বৈষয়িক চিন্তাধারাকে প্রতিহত করতে পারে তাহলে এ বিষয়টি তার জন্য অশুভ পরিণতি ডেকে আনবে।

কেবল সৃষ্টিকে দেখেই দৃঢ় বিশ্বাস যে অর্জিত হতে পারে না সেকথা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি এমন কোন গ্রন্থ নয় যার প্রতি দৃষ্টিপাতে মানুষ লিখিতভাবে একথা দেখবে যে, এটিকে খোদা বানিয়েছেন আর বাস্তবেই খোদা আছেন! তাঁকে পাওয়ার আনন্দই প্রকৃত প্রশান্তি লাভের নিশ্চয়তা। তিনিই অনুগতদের পুরস্কার দেবেন আর অবাধ্যদের শাস্তি দেবেন! বরং সৃষ্টিজগতকে দেখে আর এই বিশ্বজগতকে পরম সুন্দর ও অনুপমরূপে বিন্যস্ত পেয়ে নিছক অনুমানের ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, এসব সৃষ্টির অবশ্যই কোন স্রষ্টা থাকা উচিত। 'থাকা উচিত ও আছে' শব্দ দু'টিতে তাৎপর্যগত অর্থে অনেক তফাত রয়েছে। 'আছে' শব্দটি বিশ্বাসের যে পর্যায়ে পৌঁছায় 'থাকা উচিত' শব্দটি সেই পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে না বরং এতে সন্দেহের কিছুটা অবকাশ থেকেই যায়। যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তিতে বলে যে, তা হওয়া উচিত, তার কথার নির্যাস হলো, আমার ধারণা অনুসারে তা থাকা আবশ্যক কিন্তু বাস্তবে আছে কি নেই তা আমি জানি না।

সে কারণেই নিছক সৃষ্টিজগত নিয়ে ভাবত, এমন যত চিন্তাবিদ গত হয়েছে তারা ফলাফল বের করতে গিয়ে কখনও একমত হতে পারেনি, এখনও একমত নয় আর ভবিষ্যতেও একমত হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য যদি আকাশের কোন কোণে মোটা ও উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকতো : আমি অনন্য ও অতুলনীয় খোদা, যিনি এসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যিনি পুণ্যবান ও পাপীদেরকে তাদের পাপ ও পুণ্যের প্রতিফল দান করবেন; তাহলে নিঃসন্দেহে সৃষ্টিকে দেখে খোদার সত্ত্বা এবং তাঁর শাস্তি ও পুরস্কারে হয়ত পূর্ণ ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যেতো। এমন পরিস্থিতিতে দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত করার জন্য খোদা তা'লার অন্য কোন উপায় উদ্ভাবনের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু এখন সে বিষয় আর নেই । আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি তোমরা যত গভীর ভাবেই তাকাও না কেন, কোথাও এ ধরনের লেখার কোন হদীস খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটি ব্যক্তির নিছক অনুমান বৈ কিছু নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সকল বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাতে স্রষ্টার অস্তিত্বের সত্যিকার কোন সাক্ষ্য খুজে পাওয়া যায় না । কেবল একটি আনুমানিক সাক্ষ্য লাভ হয় যার একমাত্র ভাবার্থ হলো, এক স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকা চাই, আর তাও কেবল সে ব্যক্তির দৃষ্টিতে যে মনে করে যে এসব বস্তুর অস্তিত্ব নিজ থেকে হওয়া অসম্ভব। কিন্তু নাস্তিকের দৃষ্টিতে সে সাক্ষ্য সঠিক নয়, কেননা তার বিশ্বাস হলো বিশ্বজগত অনন্তকাল থেকে চলে আসছে। এ কথার ভিত্তিতেই সে বলে যে, আবিস্কারক ছাড়া যদি কোন বস্তুর অস্তিত্বের কথা ভাবা না যায় তাহলে আবিস্কারক ছাড়া খোদার অস্তিত্বের কথা ভাবা কীভাবে বৈধ হতে পারে? যদি বৈধ হয়ে থাকে তাহলে যেসব বস্তুকে কেউ স্বচক্ষে অস্তিত্ব লাভ করতে দেখেনি সেসবের অস্তিত্ব কেন আবিস্কারক ব্যতীত মানা যাবে না? এখন আমাদের কথা হলো, মহান আল্লাহ্‌র আদি সত্তা সম্পর্কে এক নাস্তিকের, একজন অনুমান-পূজারীর সাথে যে বাক-বিতন্ডা দেখা দিতে পারে, তা কেবল এ কারণে যে সৃষ্টির ওপর দৃষ্টিপাতে বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্বের কোন সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় না! অর্থাৎ এটি প্রকাশ পায় না যে, সত্যিই একজন বিশ্বস্রষ্টা রয়েছেন বরং কেবল এতটা বোঝা যায় যে কোন স্রষ্টা থাকা উচিত। এ কারণেই কেবল 'কিয়াস' বা অনুমানের ভিত্তিতে বিশ্বস্রষ্টাকে চেনার বিষয়টি নাস্তিকের জন্য সন্দেহের আবরণে আবৃতই থেকে যায়। এ বিষয়টি কিছুটা হলেও আমরা চার নম্বর টিকায় বর্ণনা করে এসেছি, যাতে এ প্রমাণ উপস্থাপন করেছি যে, বুদ্ধি বা যুক্তি শুধু কারো অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা বা আবশ্যকতা প্রমাণ করে,

কিন্তু উপস্থিতি প্রমাণ করতে পারে না। কতিপয় (কিছুর) অস্তিত্বের প্রয়োজনীতা সাব্যস্ত হওয়া এক কথা আর স্বয়ং সেই সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়া ভিন্ন বিষয়। অতএব যার দৃষ্টিতে খোদাকে চেনা বা খোদাসংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের বিষয়টি, নিছক সৃষ্টিকে দেখার মাঝেই সীমাবদ্ধ, তার কাছে একথা স্বীকার করার কোন উপায় বা উপকরণ নেই যে, সত্যিই খোদা আছেন। বরং তার জ্ঞানের বহর কেবল 'থাকা উচিত' পর্যন্তই, আর তখনই সম্ভব যদি সে নাস্তিকতার প্রতি আকৃষ্ট না হয়। এ কারণেই প্রাচীন দার্শনিকদের মাঝে যারা কেবল অনুমান ভিত্তিক প্রমাণের ওপর নির্ভর করত, তারা অনেক বড় বড়

ভুল করেছে আর শত (শত) প্রকারের বিরোধের সূত্রপাত ঘটিয়ে নিস্পত্তি না করেই ইহধাম ত্যাগ করেছে। এমন সব অশান্তির মাঝে তাদের জীবনের যবনিকাপাত ঘটেছে যে, সহস্র সহস্র সন্দেহ ও সংশয়ে নিমজ্জিত থেকে তাদের অধিকাংশ নাস্তিক, প্রকৃতি-পূজারী ও খোদা-দ্রোহী হিসেবে প্রয়াত হয়েছে। দর্শন শাস্ত্রের কাগুজে নৌকা তাদেরকে নিরাপদে তীরে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। কেননা একদিকে জাগতিকতার মোহ তাদের আচ্ছন্ন রেখেছে, অপরদিকে ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে তাও তারা নিশ্চিতভাবে উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি। তাই বড় আক্ষেপ ও ব্যাকুলতার মাঝে সত্যভিত্তিক বিশ্বাস হতে রিক্তহস্ত ও বঞ্চিত-বিতাড়িত অবস্থায় তারা এই ধরাধাম ত্যাগ করেছে। এ সম্পর্কে তাদের নিজেদেরই স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, বিশ্বস্রষ্টা ও অন্যান্য পারলৌকিক বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নিশ্চিত বিশ্বাস-ভিত্তিক নয় বরং

অর্থাৎ তাদের জ্ঞান এমনই যেমনটি কি-না কোন ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞানতা সত্ত্বেও নিছক অনুমানের ভিত্তিতে কোন জিনিস সম্পর্কে বলে বসে যে, 'অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় এই বস্তুটি এমনই হওয়া উচিত'– কিন্তু বাস্তবে এমন কি-না তা সে জানেই না। জ্ঞানীরা স্বীয় ধারণা অনুসারে যখন কোন বিষয় সম্পর্কে ধরে নিল যে এটি এমনই হওয়া উচিত, তখন ঘরে বসেই স্থির করে ফেলল, হ্যাঁ-এমনই হবে! দৃষ্টান্তস্বরূপ, বলা যায়, ধরুন, কেউ বলে যে, যায়েদের এখন আমাদের কাছে আসা যুক্তিযুক্ত! আবার মনে মনে আত্মপ্রসাদ নেয় যে, সে এই এলো বলে! পুনরায় ভাবে, যায়েদের ঘোড়ায় চড়ে আসাই যথাযথ হবে আর একই সাথে ধরে নেয় যে, সে হয়ত ঘোড়ায় চড়েই এসে থাকবে। জ্ঞানী-বুদ্ধিমানরা! এভাবেই ধারণার ভিত্তিতে কাজ চালিয়ে আসছে আর খোদা যে, সত্যিকার অর্থেই আছেন, এমর্মে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করা তাদের ভাগ্যে জোটেনি বরং তাদের সবচেয়ে সঠিক বুদ্ধির দৌড় কেবল এপর্যন্ত যে,

'একজন স্রষ্টা থাকা দরকার'! সত্য কথা হলো, এই তুচ্ছ ধারণার ক্ষেত্রেও বিশ্বাসহীনদের ন্যায় তাদের হৃদয়ে সন্দেহ ও সংশয়ই মাথাচাড়া দিতে থাকে আর সত্য-সঠিক পথে তাদের পদচারণা হয়নি। কেউ কেউ একথা অস্বীকার করে যে, খোদা তা'লা অস্তিত্ববান সচেতন নিয়ন্তা ও স্রষ্টা। কেউ আবার তার সাথে দৈহিক আকৃতি-অবয়বও যোগ করেছে। কতক জন অনাদি-অনন্ত হওয়ার বৈশিষ্ট্যে সকল রূহ বা আত্মাকে ভাই-বন্ধুদের ন্যায় খোদার অংশীদার আখ্যায়িত করেছে, এদেরই উত্তরাধিকারী হিসেবে আজ পর্যন্ত আর্যরা বিদ্যমান। কেউ কেউ মানবাত্মার অমরত্ব ও স্থায়িত্ব এবং শাস্তি-পুরস্কার-নিবাসকে অস্বীকার করে বসেছে। আবার কেউ কেউ 'যুগ-কাল'কেই খোদার মতই প্রকৃত অর্থে সত্যিকার প্রভাববিস্তারী শক্তি আখ্যায়িত করেছে। খোদা যে প্রতিটি অনু-পরমাণু সম্পর্কেও সম্যক অবগত অনেকেই সে বিশ্বাস হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কতেক প্রতিমার নামে কুরবানী বা নৈবেদ্য উৎসর্গ করে আসছে আর অলীক দেবতাদের সামনে করজোড়ে মিনতি করে আসছে। অনেক বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তি খোদা তা'লার অস্তিত্বে অস্বীকারকারী ছিল আর তাদের একজনও এমন ছিল না, যে এসব ব্যাধি বা নৈরাজ্য হতে মুক্ত থাকবে।

এখন আমরা মূল কথায় ফিরে এসে লিখছি যে, কেবল সৃষ্টিজগতকে দেখে কোনভাবেই পূর্ণ বিশ্বাস অর্জিত হতে পারে না আর না কখনও কারও হয়েছে। বরং যতটা অর্জিত হতে পারে আর খুব সম্ভব কারও কারও হয়েও থাকবে, সেটি কেবল এতটা, যা 'থাকা উচিত' এর অর্থের মাঝে সীমাবদ্ধ আর সেটিও কেবল বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব পর্যন্তই; শাস্তি-পুরস্কারের ক্ষেত্রে অতটাও নয়। সৃষ্টিকে দেখে যেখানে পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন হতে পারে নি সেখানে দু'টো কথার একটি মানতে হয়। প্রধানত হয়ত বিশ্বাসের পরম মার্গে উপনীত করার কোন ইচ্ছাই খোদার ছিল না বা তিনি অবশ্যই পুর্ণ বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছানোর কোন না কোন ব্যবস্থা রেখেছেন। প্রথমোক্ত বিষয়টি স্পষ্টতঃই মিথ্যা ও ভ্রান্ত। আর এর ভ্রান্তি ও মিথ্যা হওয়া সম্পর্কে কোন বিবেকবান মানুষের দ্বিমত নেই। দ্বিতীয় বিষয়টি সঠিক আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি আমরা স্বীকার করি যে, খোদা সৃষ্টির মুক্তির জন্য অবশ্যই কোন সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকবেন তাহলে একথা স্বীকার করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই যে, সেই পরম উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হবে এমন ইলহামী গ্রন্থ যা নিজগুণে হবে অনন্য ও অতুলনীয় আর যা নিজের বর্ণনায় প্রকৃতির সকল রহস্যকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে। সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য (যেখানে) শর্ত হলো, সেই জিনিসের

অনন্য ও অতুলনীয় হওয়া। অধিকন্তু তা যে খোদার পক্ষ থেকে, এর অনুকূলে এবং সকল ধর্মীয় বিষয়ের পক্ষে লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকাও আবশ্যক। সুতরাং এসব বৈশিষ্ট্য কেবল ইলহামী গ্রন্থে বিদ্যমান থাকবে যা হবে অনন্য ও অতুলনীয়, অন্যত্র এর সমাহার ঘটতে পারে না। কেননা স্বীয় বর্ণনাশৈলী ও অনন্যতার সুবাদে পূর্ণ বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের পরম মার্গে পৌঁছানোর বৈশিষ্ট্য কেবল ইলহামী গ্রন্থেরই থাকতে পারে। এর কারণ হলো, আকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন দুর্ভাগা নাস্তিক সন্দেহ করলে হয়ত করতে পারে যে, এগুলো চিরকাল থেকে চলে আসছে, কিন্তু একটি বাণী বা গ্রন্থ রচনা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে মেনে নেয়ার পর মানুষের জন্য একথা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না যে, খোদা সত্যিকার অর্থেই বিদ্যমান যিনি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। এছাড়া এখানে খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করা কেবল কারও অনুমান-নির্ভর কোন বিষয় নয় বরং একই গ্রন্থ বাস্তব সংবাদ হিসেবে একথাও বলে যে, খোদা বর্তমান, বিদ্যমান ও বিরাজমান আর 'শাস্তি-পুরস্কার দিবস' সত্য। অতএব, যে পূর্ণ-বিশ্বাসকে সত্যান্বেষী আকাশ ও পৃথিবীতে সন্ধান করে ফিরে, কিন্তু খুঁজে পায় না; তার সেই অভিষ্ঠ তার এখানে অর্জিত হয়। তাই নাস্তিককে খোদা মানানোর জন্য অনন্য গ্রন্থ বা বাণীর মাধ্যমে যেভাবে চিকিৎসা করা যেতে পারে, আকাশ ও পৃথিবী দেখে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়। একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, নিছক ধারণা বা কিয়াস-পূজারী এমন

প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে অবশ্যই নাস্তিকতার একটি একগুঁয়েমী বিদ্যমান । আর এই একই একগুঁয়েমী কিছুটা ফুলে-ফেঁপে উঠে নাস্তিকদের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে আর অন্যদের মাঝে তা গোপন থাকে। এই একগুঁয়েমীর চিকিৎসা কেবল সেই ঐশী গ্রন্থ করে থাকে, যা রচনা করা সত্যিকার অর্থেই মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। কেননা আমরা যেভাবে ওপরে উল্লেখ করে এসেছি, আকাশ ও পৃথিবী সম্পর্কে প্রণিধান করে ফলাফল নির্ণয়ে মানুষের মাঝে সর্বদা ভিন্ন-ভিন্ন মত ছিল। কেউ একভাবে বুঝেছে আর কেউ অন্যভাবে। কিন্তু অতুলনীয় কালাম বা গ্রন্থে এমন স্ববিরোধ থাকতে পারে না। কেউ নাস্তিক হলেও সে অনন্য গ্রন্থ বা ঐশীবাণী সম্পর্কে এই মতামত ব্যক্ত করতে পারে না যে, কোন কথকের কথা বলা ছাড়াই আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় তা আদি থেকেই স্বীয় অস্তিত্বে বিদ্যমান! বরং অনন্য কালাম বা ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে কোন নাস্তিক ততক্ষণ পর্যন্ত বিতর্ক ও বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকবে যতক্ষণ এর অনন্য হওয়া সম্পর্কে তার আপত্তি থাকবে। যখনই সে স্বীকার করে নিবে যে, এটি রচনা করা সত্যিই মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে

তখনই তার হৃদয়ে খোদাকে মানার জন্য একটি বীজ বপিত হবে। কেননা এই সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশই নেই যে, এই বাণী যার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে সে কি কাল্পনিক নাকি বাস্তব অস্তিত্ব। কেননা, কথক বা বক্তার অস্তিত্ব ছাড়া বাক্য বা কথার কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না। এছাড়া অনন্য গ্রন্থ বা ঐশী বাণীর আরেকটি অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য হলো, আত্মার পরাকাষ্ঠা বা পূর্ণতা লাভের জন্য 'মবদা ও মাআদ' বা পরকাল সম্পর্কে যতটা জ্ঞান থাকা আবশ্যক, বাস্তব সত্য বিষয় হিসেবে তা এতে লিখিত রয়েছে, কিন্তু আকাশমালায় ও পৃথিবীতে এ বৈশিষ্ট্য নেই। কেননা; প্রধানত এগুলোর প্রতি প্রণিধানে ধর্মীয় নিগুঢ় রহস্যাবলীর কিছুই জানা যায় না আর কিছু জানা গেলেও এ সম্পর্কে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সেই প্রবাদই প্রযোজ্য যে, 'বোবার ভাষা তার মা-ই বোঝে'। এই পুরো বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ঐশীবাণী বা ধর্মীয় গ্রন্থের অনন্যতা কেবল এ দৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যক নয় যে, প্রাকৃতিক বিধানের সুরক্ষা এর ওপর নির্ভরশীল বরং এদিক থেকেও আবশ্যক যে, অনন্য গ্রন্থ ছাড়া মুক্তির বিষয়টি অসম্পূর্ণ বা সুদূরপরাহত থেকে যায়। কেননা খোদাতেই যদি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকে তাহলে মুক্তির অর্থ কী আর এর উৎসই বা কোথায়? যারা খোদার বাণী বা ধর্মীয় গ্রন্থের অনন্য হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না, তাদের কত বড় অজ্ঞতা যে, প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক সম্পর্কে এ মর্মে কুধারণা পোষণ করে যে, তিনি গ্রন্থাবলী নাযিল করলেও বিষয় তথৈবচ, আর মানুষের ঈমানের পূর্ণতার জন্য যা প্রয়োজন সে কাজটি তিনি করেননি।

পরিতাপ! এরা চিন্তা করে না যে, খোদার প্রাকৃতিক নিয়মাবলী এমনভাবে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে যে, তিনি পোকা-মাকড়কেও অনন্য হিসেবে সৃষ্টি করতে দ্বিধা করেননি, যেসবের খুব একটা উপকারিতা আছে বলেও মনে করা হয় না। তাই এটি কি তাঁর প্রজ্ঞাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করবে না যে, তিনি এমন এক স্থানে এসে দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন যার ফলে সমগ্র মানবতার ভরাডুবির আশংকা দেখা দেয়? অধিকন্তু এর ফলশ্রুতিতে এ ধারণার উদ্রেক ঘটাই স্বাভাবিক যে, কোন মানুষ মুক্তি লাভ করুক তা খোদা আদৌ চান না! কিন্তুখোদা তা'লা সম্পর্কে এমন ধারণা করাই যেখানে অনেক বড় কুফরী, সেখানে দ্বিতীয় এই কথা অবশেষে মানতেই হলো, যা খোদার মহিমা-সম্মত আর বান্দাদের চাহিদার সাথে একান্ত সঙ্গতিপূর্ণ; অর্থাৎ বান্দাদের পরিত্রাণ ও তত্ত্বজ্ঞানের উৎকর্ষতার জন্য খোদা অবশ্যই এমন গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন যা স্বীয় অতুলনীয়তার সুবাদে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের পর্যায়ে উপনীত করে, অধিকন্তু যে কাজ কেবল বুদ্ধির জোরে সম্ভব নয়, তা পূর্ণ করে দেখায়– অতএব সেই গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন শরীফ।

যা এই পূর্ণ উৎকর্ষতার দাবী করেছে আর একে সত্যের পরম মার্গে পৌঁছিয়েছে।

পবিত্র কুরআন শরীফ জ্ঞান ও ধর্মের সূর্য,

যেন তোমাকে সন্দেহ হতে বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে

কুরআন খোদার সুদৃঢ় রজ্জু যেন তোমাকে বিশ্ব প্রতিপালকের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে

কুরআন খোদার পক্ষ থেকে একটি সমুজ্জ্বল দিবস যেন তোমাকে (আধ্যাত্মিক) চোখের আলো দান করতে পারে

খোদা তালা এই অনন্য গ্রন্থ নাযেল করেছেন যেন তুমি পবিত্র ও প্রতাপান্বিত খোদার এই দরবারে পৌছুতে পার

খোদার এলহাম সন্দেহের প্রতিষেধক বা প্রতিকার, কেননা তা খোদার কামেল শক্তি প্রকাশ করে

যে কুরআনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে সে আদৌ বিশ্বাসের চেহারা দেখেনি।

আত্মম্ভরিতার কারণে মানুষ নিজেকে দু:খের মুখে ঠেলে দেয় তা সত্বেও ভ্রষ্টতার মাঝে নিপতিত থাকে।

তোমার হৃদয় যদি ঐশী তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের প্রতি আকর্ষণ রাখত। হায়, তোমার হৃদয় যদি সত্যের বীজ বপন করতো

তুমি স্বয়ং ইনসাফ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে চিন্তা কর যে, সন্দেহ-সংশয় কিভাবে বিশ্বাসের কাজ দিতে পারে?

যার দ্বার খোদার দিকে যাওয়ার জন্য খোলে, তা সন্দেহের কারণে নয় বরং বিশ্বাসের কারণে হয়েছে

হে বিশ্বাসঘাতক! তোর দৃষ্টিতে কুরআনের কোন মূল্য নেই! তুই জানিস না, এটি ছাড়া তোর কোন সাহায্যকারী নেই ।

কুরআনের ওহী, মৃতদের জীবিত করে আর তত্ত্ব-জ্ঞানের রহস্যময় জগতের শতশত সংবাদ দেয়।

তা নিশ্চিত জ্ঞানের এমন দৃশ্য দেখায় যা শত জগতেও কেউ দেখাতে পারবে না।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩৫তম কিস্তি)

তবে (এ প্রসঙ্গে) এটুকু বর্ণনা করা আরও আবশ্যিক যে, কিছু অজ্ঞ ও অবুঝ লোক মনে করে, উল্লিখিত আয়াত দু'টি দ্বিবিধ অর্থ-বোধক। এরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কুরআন করীমের 'তফ্‌সীর-বির্-রায়' তথা স্বকীয় ধ্যান-ধারণা-নির্ভর তফসীর করা মু'মিনের কাজ নয়। বরং কুরআন করীমের কতক অংশ অন্য কতক অংশের জন্যেও স্বয়ং ব্যাখ্যাকারী ও বিশ্লেষকের ভূমিকা পালন করে থাকে। কাজেই **'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা'** (আলে ইমরান ঃ ৫৬) এবং **'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফাইতানি'** (আল্ মায়িদাহ্ ঃ১১৮) –হযরত মসীহ্‌র সম্পর্কে এ দু'টি আয়াত প্রকৃতপক্ষে মসীহ্ (আ.)-এর মারা যাওয়ারই অকাট্য-প্রমাণ তুলে ধরেছে। একথা যদি সত্য না হয়ে থাকে, বরং এ আয়াতগুলোর অন্য কোনো অর্থ হয়ে থাকে, তাহলে এ বিবাদের মীমাংসা কুরআন করীম দ্বারাই করানো উচিত। আর কুরআন করীম যদি 'তাওয়াফফি' শব্দটিকে সমানভাবে কখনও মৃত্যুর অর্থে ব্যবহার করে আর কখনও এমন অর্থেও ব্যবহার করে, যা মৃত্যুর সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন, তাহলে এমতাবস্থায় বিতর্কমূলক জায়গাতে সমানভাবে সন্দেহের অবকাশ থেকে যাবে। আর যদি একটি বিশেষ-অর্থ অধিকতরভাবে কুরআন করীমের নিজস্ব বাগ-ধারায় গৃহীত ও ব্যবহৃত অর্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে সে-অর্থটিই এ বিতর্কের জায়গা দু'টিতে অগ্রাধিকার পাবে। আর কুরআন করীম যদি আদ্যোপান্ত সর্বত্র সংশ্লিষ্ট-শব্দটির সকল জায়গাতে একটি মাত্র অর্থই ব্যবহার করে থাকে, তাহলে বিতর্কিত স্থান দু'টিতেও চূড়ান্তভাবে এ ফয়সালাটিই বলবৎ হবে যে সমগ্র কুরআন করীমে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দের যে অর্থটি বুঝিয়েছে, কেবল সেটিই বিতর্কিত জায়গা দু'টিতেও বুঝাবে।

কেননা, খোদা তা'লার পক্ষে তাঁর এই অতি প্রাঞ্জল ও বাক-বিদগ্ধ কিতাবে এমন বিরোধপূর্ণ জায়গায়, যা বিরাট এক রণক্ষেত্র-বিশেষ বলে তিনি নিজেই জানেন যেখানে এরূপ অজ্ঞাত-পরিচয় অর্থে শব্দাবলী ব্যবহার করা একেবারেই অসম্ভব ও অকল্পনীয়। তাঁর সমগ্র এই কিতাব জুড়ে যা তিনি কোথাও করেন নি, তেমনটি করলে তো এটাই প্রতীয়মান হতো, যেন তিনি নিজেই তাঁর সৃষ্ট মানবকূলকে সন্দেহের গোলক-ধাঁধায় ঘুরপাক খেতে ছেড়ে দিতে চান। তবে এটা স্পষ্ট যে, তিনি কখনও এমনটি করতে পারতেন না, কখনও করেনও নি। এটা কী করে সম্ভব যে, খোদা তা'লা তাঁর কুরআন করীমের তেইশটি জায়গায় একটি শব্দের নিরন্তর কেবল একটি মাত্র অর্থই প্রকাশ করেন। আর দু'টি এমন জায়গা, যা অধিকতর স্বচ্ছ ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার মুখাপেক্ষী ছিল, সেখানে কি-না ভিন্ন কিছু অর্থ নির্ধারণ করে নিজেই (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁর সৃষ্টজীব মানুষকে বিভ্রান্তি ও বিপথগামীতার অতল-গহ্বরে ফেলে দেন?! হে প্রিয় দর্শক! স্পষ্টভাবে জানা আবশ্যক যে, এ অধম পবিত্র কুরআনের আদ্যোপান্ত সেই সকল শব্দ- যেগুলোতে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি আরবী ব্যাকরণগত বিভিন্ন 'সীগায়' (ফর্মে) এসেছে, সে-সবগুলো কুরআন করীম জুড়ে গভীর মনোনিবেশে যখন প্রত্যক্ষ করে, তখন স্পষ্টত প্রকাশ পায় যে, কুরআন করীমে বিতর্কিত জায়গা দু'টি ছাড়া উল্লিখিত শব্দটি তেইশ জায়গায় লেখা আছে আর প্রত্যেক জায়গাতেই মৃত্যু এবং 'রূহ-কবজ' অর্থে (অর্থাৎ আত্মাকে ধারণ করার অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে। একটিও এমন জায়গা নেই, যেখানে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি (এর বিপরীতে) অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হতো। এগুলো নিম্নরূপ ঃ–

সূরার নাম	আয়াত	পারা	কুরআন করীমের আয়াতাংশ
আন্ নিসা	১৬	৪	حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ
আলে ইমরান	১৯৪	৪	وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ
আস্ সাজদাহ	১২	২১	قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ
আন্ নিসা	৯৮	৫	اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
আল্ মু'মিন	৭৮	২৪	فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ
আন্ নাহ্‌ল	২৯	১৪	الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
আন্ নাহ্‌ল	৩৩	১৪	تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ
আল্ বাক্বারাহ্	২৪১	২	يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
আল্ বাক্বারাহ্	২৩৫	২	يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
আল্ আনআম	৬২	৭	تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا
আল্ আ'রাফ	৩৮	৮	رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ
আল্ আ'রাফ	১২৭	৯	تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ
আত্ তওবা*	৫১	১০	يَتَوَفّٰى
সূরা মুহাম্মদ (সা.)	২৮	২৬	فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ
ইউনুস	৪৭	১১	وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
ইউসুফ	১০২	১৩	تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ
আর্ রা'দ	৪১	১৩	اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
আল্ মু'মিন	৬৮	২৪	وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى
আল্ মু'মিন**	৭৮	২৪	اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ ২
আন্ নাহ্‌ল	৭১	১৪	ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ
আল্ হাজ্জ	৬	১৭	وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى
আয্ যুমার	৪৩	২৪	اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ

* আল আনফাল হবে ভুলবশতঃ ১ম সংস্করণে আত্ তওবা লেখা হয়েছে।
** ভুলবশতঃ পুণরাবৃত্তি হয়েছে।
বি.দ্র. : আয়াত নম্বর অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযোজিত।

এখন এটা স্পষ্ট যে, সমগ্র কুরআন করীম জুড়ে উল্লিখিত এ সকল জায়গায় 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি দ্বারা 'মৃত্যু এবং রূহ্ কবজ' অর্থই বুঝানো হয়েছে এবং সর্বনিম্নে উল্লিখিত (সূরা যুমার ও সূরা আনআমের) আয়াত দু'টি বাহ্যত নিদ্রা বুঝায় বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে এ আয়াত দু'টিতেও নিদ্রা বুঝানো হয় নি, বরং এখানেও আসল-লক্ষ্য মৃত্যু এবং এটা প্রকাশ করা কাম্য যে, নিদ্রাও এক রকম মৃত্যুই বটে। মৃত্যুর ক্ষেত্রে যেমন 'রূহ্ কব্‌জ' করা হয়, তেমনি নিদ্রায়ও 'রূহ কব্‌জ' করা হয়ে থাকে। অতএব, এ জায়গা দু'টিতে নিদ্রা অর্থে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটির প্রয়োগ– বস্তুত এটি এক 'ইস্তিয়ারা' বা রূপক-ভাষ্য, যা নিদ্রা নির্দেশক শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে নিদ্রা শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে এখানে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দ দ্বারা প্রকৃত মৃত্যু বুঝায় না, বরং 'রূপক মৃত্যু' বুঝানো হয়েছে, আর সেটি হচ্ছে নিদ্রা। এ বিষয় তো সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও জানেন যে, কোনো শব্দ যখন সর্বস্বীকৃত একটি বাস্তবতা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, অর্থাৎ এমন অর্থে, যা সাধারণভাবেই চিহ্নিত ও পরিচিত, তখন সেক্ষেত্রে বক্তার পক্ষে সেটি চেনার জন্যে কোনো নির্দেশিকা উপস্থাপন করা মোটেও আবশ্যক নয়।

কেননা এটি সে-অর্থে সুপরিচিতি ও অতি সহজেই বোধগম্য। কিন্তু কোন বক্তা যখন কোন একটি শব্দের পরিচিত ও সর্বস্বীকৃত বাস্তব-অর্থ থেকে সরিয়ে রূপক অর্থের দিকে নিয়ে যায়, তখন সেখানে তাকে স্পষ্টত বা ইঙ্গিত-ইশারায় বা অন্য কোনো আকারে কোনো নির্দেশিকা স্বরূপ শব্দ উপস্থাপন করতে হয়, যাতে করে তার বক্তব্য বুঝতে সন্দেহের কবলে পড়ার কোনো অবকাশ না থাকে। কোনো বক্তা কর্তৃক একটি শব্দ স্বীকৃত বাস্তব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, না-কি উপমা ও রূপক স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে, তা জানার জন্যও এটি স্পষ্ট এক চিহ্ন বিশেষ হয়ে থাকে। তা না হলে বিনা প্রয়োজনে নির্দেশিকাস্বরূপ কোনো শব্দ ব্যবহার না করে বক্তা স্বাভাবিকভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করে। কিন্তু উপমা বা রূপক-ভাষ্যের ক্ষেত্রে এরকম সংক্ষেপ করা পছন্দনীয় নয়। বরং সেক্ষেত্রে বক্তার কর্তব্য হয়ে থাকে, যাতে বুদ্ধিমান মাত্রই বুঝতে পারে এমন কোনো চিহ্নের মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করে যে, এ শব্দটি এর আসল অর্থে ব্যবহৃত হয় নি।

অতএব, এখন যেহেতু বাস্তবতা ও রূপকতার পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হলো, তাই যে-ব্যক্তি কুরআন করীম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে থাকবেন এবং যেখানে যেখানে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি রয়েছে, সেটিতে গভীর দৃষ্টিপাত করে থাকবেন, তিনি অবশ্যই ঈমানের প্রেক্ষাপটে আমাদের বর্ণনার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন। সুতরাং দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ করা উচিত যে,

(১) 'ইম্মা নুরিয়ান্নাকা বা'যাল্লাযি নায়িদুহুম আও **নাতাওয়াফ্‌ফাইয়ান্নাকা'** [অর্থ ঃ যেসব প্রতিশ্রুতি আমরা তাদেরকে দিয়েছি, তার কিছুটা আমরা তোমাকে

প্রত্যক্ষ করাবো অথবা (তার আগেই) তোমাকে মৃত্যু দেব' (ইউনুস ঃ ৪৭) –অনুবাদক]।

(২) **'তাওয়াফ্‌ফানি** মুসলিমান' [(ইউসুফ ঃ ১০২) অর্থঃ 'আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও' –অনুবাদক]

(৩) 'ওয়া মিনকুম **মাইঁইয়া তাওয়াফ্‌ফা'** [(আলহাজ্জ ঃ ৬) অর্থঃ তোমাদের মাঝে এমন লোক আছে, যারা (আগেই) মারা যায়'– অনুবাদক]

(৪) **'তাওয়াফ্‌ফাহুমুল** মালাইকাতু' [(আন-নিসা ঃ ৯৮) অর্থঃ ফিরিশ্‌তাগণ তাদের মৃত্যু দেন' – অনুবাদক]

(৫) **'ইয়াতাওয়াফ্‌ফুনা** মিনকুম" [(আল্ বাকারাহ ঃ ২৪১) অর্থঃ 'তোমাদের মাঝে যারা মারা যায়' –অনুবাদক]

(৬) **'তাওয়াফ্‌ফাতহু** রুসুলুনা' [(আল্ আনআম ঃ ৬২) অর্থঃ আমাদের প্রেরিত (ফিরিশ্‌তা)গণ তাকে মৃত্যু দেয়' –অনুবাদক]

(৭) 'রুসুলুনা **ইয়াতাওয়াফ্‌ফাওনাহুম'** [(আল্ আ'রাফ ঃ ৩৮) অর্থঃ 'আমাদের প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ তাদের মৃত্যু দেয়'– অনুবাদক]

(৮) **'তাওয়াফ্‌ফানা** মুসলেমীনা' [(আল্ আ'রাফ ঃ ১২৭) অর্থঃ 'মুসলমান হিসেবে আমাদের মৃত্যু দাও'– অনুবাদক]।

(৯) **'ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা** মায়াল আবরার' [(আলে ইমরান) অর্থঃ এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের মৃত্যু দাও'– অনুবাদক]

(১০) 'সুম্মা **ইয়াতাওয়াফ্‌ফাকুম'** [(আন্ নাহ্‌ল ঃ ৭১) অর্থঃ 'এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন'– অনুবাদক]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি সুস্পষ্টভাবে মৃত্যুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআন করীমে কি এমন কোনো আয়াতও আছে, যেখানে উক্ত আয়াতগুলোর ন্যায় কেবলমাত্র 'তাওয়াফফি' শব্দটি থাকায় এর অন্য কোনো অর্থ প্রকাশ করে? কেবল মৃত্যু অর্থ প্রকাশ করে না? নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত ও নিশ্চিতভাবে আদ্যোপান্ত কুরআনি বাগধারায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট সব জায়গায় বস্তুতপক্ষে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি দ্বারা কেবল মৃত্যুই বুঝায় এবং কেবল তা-ই বুঝানো হয়েছে। কাজেই 'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা' এবং 'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফাইতানি'–বিতর্কিত এ দু'টি আয়াতের ক্ষেত্রে মনগড়াভাবে কুরআনি বাগধারা বিরোধী কোনো অর্থ রচনা করা বিপথগামিতা ও প্রক্ষেপ নয় তো কী?!

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি, কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাই-বা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" ('নূরুল হক', খণ্ড ১, পৃ. ৫)

জুমুআর খুতবা

কষ্ট ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট নির্যাতিত আহমদীদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং দোয়ার সুউচ্চ মিনার

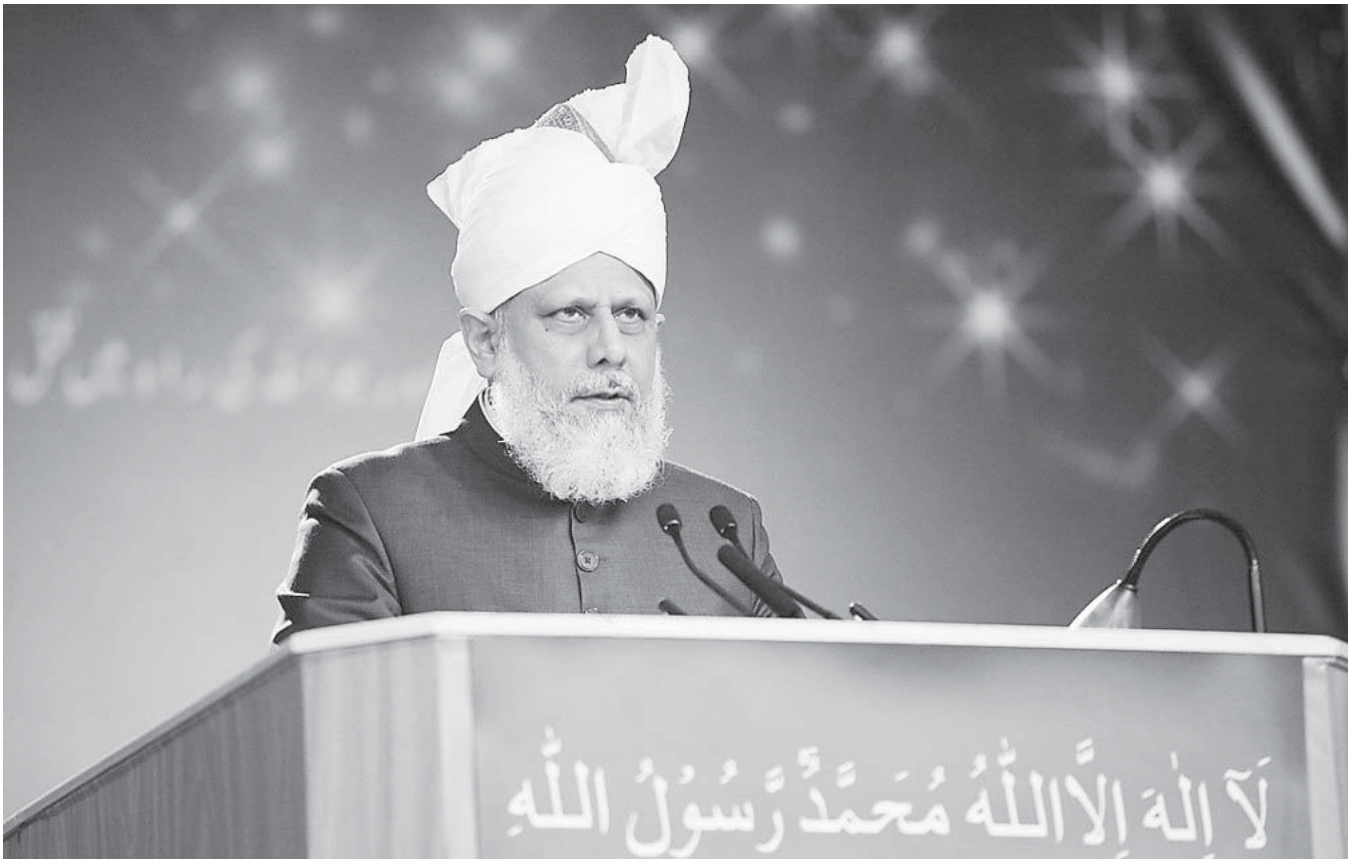

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)- এর ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ জুমুআর খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধিতা এবং জামা'তের সদস্যদের প্রতি বিরোধীদের পক্ষ থেকে যুলুম ও অত্যাচার নতুন কোন বিষয় নয়। আর ঐশী-জামা'তের বিরোধিতাও নতুন কোন কিছু নয়। শয়তানরা সবাই সম্মিলিত হয়ে এই বিরোধিতা করে থাকে। নবী এবং তাদের মান্যকারীদের সম্বন্ধে আলেম-সমাজ এবং নেতারা জনসাধারণের সামনে অদ্ভূত সব কথা বলে থাকে এবং তাদেরকে উত্তেজিত করে ঘৃণার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা করে। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা এ কথা বলে এটি স্পষ্ট করেছেন যে, সব রসূলেরই বিরোধিতা হয়। এমন কোন নবী নেই, যার বিরোধিতা হয় নি। নবীদেরকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্য স্থলেও পরিণত করা হয়, আর শয়তান তাঁদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিরও চেষ্টা করে। অতএব,জামা'তে আহমদীয়া যে বিষয়ের সম্মুখীন, তা নতুন কিছু নয়। কুরআন শরীফে এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এক জয়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধিতা এবং জামা'তের সদস্যদের প্রতি বিরোধীদের পক্ষ থেকে যুলুম ও অত্যাচার নতুন কোন বিষয় নয়। আর ঐশী-জামা'তের বিরোধিতাও নতুন কোন কিছু নয়। শয়তানরা সবাই সম্মিলিত হয়ে এই বিরোধিতা করে থাকে। নবী এবং তাদের মান্যকারীদের সম্বন্ধে আলেম-সমাজ এবং নেতারা জনসাধারণের সামনে অদ্ভূত সব কথা বলে থাকে এবং তাদেরকে উত্তেজিত করে ঘৃণার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা করে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا

(সূরা আন্-আম: ১১৩) অর্থাৎ, আর মানুষ ও জিনদের মধ্য থেকে বিদ্রোহীদেরকে আমরা সকল নবীর শত্রুতে পরিণত করেছি। তাদের কতক কতককে প্রতারণামূলক কথার ছলে ওহী করে। অর্থাৎ, প্রতারণামূলক ধ্যান-ধারণা মানুষের হৃদয়ে সঞ্চার করে।

আল্লাহ্ তা'লার এই উক্তি আজও একইভাবে সত্য। বিদ্রোহী আলেম সমাজ ধর্মের নামে প্রতারিত করে। আর এভাবে ধোঁকা দিয়ে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে। কিছু কিছু জায়গায় নেতারাও তাদের সমর্থনে কাজ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের প্রতি এমন সব কথা আরোপ করা হয়, যেসব কথার কোন অস্তিত্বই নেই, সত্যের সাথে যার দূরতম সম্পর্কও নেই। অনুরূপভাবে,জামা'ত সম্পর্কে এরা অন্যান্য যেসব কথা-বার্তাবলে বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিয়ে যেসব হাসি-ঠাট্টা করে, এর কথাই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, নবীদের সাথে এসবই হয়ে থাকে। তাঁদের সম্পর্কে মিথ্যাও বলা হয়ে থাকে, তাঁদেরকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যেও পরিণত করা হয়, তাদেরকে নিয়ে উপহাসও করা হয়।

অতএব, এ সব বিরোধিতা এবং আমাদেরকে কষ্ট দেয়া চিরন্তন-সত্য একটি বিষয়। এগুলো একজন আহমদীকে তার ঈমানে অধিক দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু মানুষ এমনও আছে, যারা বলে, 'আমাদের (আহমদীদের) উপর যুলুম ও অত্যাচার এখন সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে, এখন আমাদেরকে ইটের বদলে পাটকেল মারতে হবে। আর কত দিন আমরা কষ্ট সহ্য করতে থাকব'? এমন মানুষ গুটিকতক হলেও কিছু যুবকের মন-মানসিকতাকে এরা বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এরা বলে যে, আমাদের কথা মানানোর জন্য, আমাদের (ধর্মীয়) স্বাধীনতার জন্য জাগতিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা উচিত। এগুলো অজ্ঞতার কথা এবং চরম পর্যায়ের ভ্রান্ত চিন্তাধারা। এমন মানুষ হয় আবেগের বশবর্তী হয়ে এটি ভুলে বসেছে যে, আমাদের মৌলিক শিক্ষা কী, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে কী চান, এসব কঠোরতা আর কষ্ট সহ্য করার জন্য তিনি তাঁর জামা'তকে কী নসীহত করেছেন, নতুবা এমন মানুষ সহানুভূতিশীল সেজে জামা'তে বিভেদের সূচনা করতে চায়। জামা'তের উন্নতি দেখে বিরোধীরা বিভিন্নভাবে হামলা করে, হয়তো এটিও তেমনই ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করার একটি রীতি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বিজয়, সাহায্য এবং উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু তা ইটের বদলে পাটকেল মারার মাধ্যমে নয়, বরং প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের মাধ্যমে অর্জিত হবে। তিনি (আ.) আমাদেরকে এ কথাই বার বার বুঝিয়েছেন যে, জামা'তের উন্নতি এবং শত্রুদের ধ্বংস দোয়ার মাধ্যমে আসবে, ইন্‌শাআল্লাহ্। তাই নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহ্-প্রদত্ত শিক্ষা-সম্মত করে এবং নিজের মাঝে তাক্‌ওয়া সৃষ্টির মাধ্যমে খোদার সামনে বিনত হও। 'শান্তির যুবরাজ' হিসেবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের কথা ছিল, আর তিনি এসেছেনও।

তিনি (আ.) তাঁর মান্যকারীদেরকে প্রথম দিনই বলেছিলেন যে, আমার পথ সহজ নয়, এ পথ অনেক বিপদ-সংকুল এবং বন্ধুর। এখানে নিজের আবেগ-অনুভূতিকেও পদদলিত করতে হবে, আর প্রাণ এবং সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতিও সহ্য করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের সদস্যরা এ পথে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে চলছে। আর আমি যেমনটি বিগত খুতবাগুলোতেও বলেছিলাম, তারা আমাকে লিখেন যে, শত্রুর আক্রমণে আমরা ভীত নই, বরং আমাদের ঈমান পূর্বের চেয়ে দৃঢ়তর হচ্ছে। কিন্তু দু'এক ব্যক্তিও যদি জামা'তী শিক্ষা পরিপন্থি কোন কথা বলে,তাহলে তা আসলে নৈরাজ্য বা অশান্তি সৃষ্টিরই নামান্তর এবং শত্রুকে নিজেদের বিরুদ্ধে বিরোধিতার আরো সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, বিশেষ করে যখন এমন কথা হোয়াটস্ অ্যাপ, টুইটার কিংবা ফেসবুক অথবা অন্য কোন মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়। অতএব, বিরোধীদের যুলুম, অন্যায় এবং বর্বরতার প্রত্যুত্তরে আমরা এই শিক্ষারই অনুসরণ করে আসছি যে, আমরা পাল্টা কোন অন্যায় ও বর্বরতা প্রদর্শন করব না। আমরা এমন হীন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব না, আর অস্ত্রের মাধ্যমেও কোন সরকারের আমরা মোকাবিলা করব না। আমাদের মোকাবিলা হবে দোয়ার অস্ত্রের মাধ্যমে। আমি যেভাবে বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, খোদার সাহায্য এবং তাঁর স্নেহ পেতে হলে শত্রুর আক্রমণ ও সীমালঙ্ঘনের উত্তর সেভাবে দেবে না, বরং ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে কার্যসিদ্ধি করতে হবে, তবেই আমরা সফলতা লাভ করব।এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রথমে তিনি একটি ফার্সী পঙক্তি লিখেছেন,

عزیزاں بے خلوص و صدق نہ کشایند راہے را
مصفا قطرہ باید کہ تا گوہر شود پیدا

অর্থাৎ হে প্রিয়ভাজন! নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ছাড়া সেই মর্যাদা লাভ হয় না। স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার বিন্দুতে পরিণত হও, যেন সেই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ বিন্দু থেকেই মণি-মুক্তো সৃষ্টি হয়।

তিনি (আ.) বলেন, "হে আমার বন্ধুগণ! যারা আমার হাতে বয়আত করেছ! খোদা তা'লা আমাকে এবং তোমাদেরকে সেসব কাজ করার তৌফিক দিন, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আজকে তোমরা সংখ্যায় স্বল্প, তোমাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয় আর তোমরা এক পরীক্ষার সম্মুখীন। আদি থেকে খোদার এই রীতিই চলমান যে, চতুর্দিক থেকে চেষ্টা করা হবে যেন তোমরা হোঁচট খাও। আর সকল অর্থে তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করা হবে। বিভিন্ন প্রকার কথা তোমাদেরকে শুনতে হবে। যে ব্যক্তি মৌখিকভাবে অথবা হাতের মাধ্যমে তোমাদেরকে দুঃখ বা কষ্ট দেবে, এমন প্রত্যেকই মনে করবে, সে ইসলামেরই সেবা করছে।"

আমাদের বিরোধীদের অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই তারা আমাদের বিরোধিতা করে। মৌলভীরা তাদের মাথায় এ কথা বদ্ধমূল করে রেখেছে যে, আহমদীদের বিরোধিতা করা ইসলামের অনেক বড় এক সেবা।

তিনি (আ.) বলেন, এসব মানুষ মনে করে, তারা ইসলামেরই সেবা করছে। তিনি (আ.) আরো বলেন, "তোমাদের উপর কিছু ঐশী-পরীক্ষাও আপতিত হবে, তোমাদেরকে সর্বোতভাবে পরীক্ষা করা হবে। অতএব, এখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুন! তোমাদের বিজয়ী এবং জয়যুক্ত হওয়ার পথ এটি নয় যে, শুষ্ক-যুক্তির আশ্রয় নিবে বা উপহাসের মোকাবিলায় উপহাস করবে, আর গালির প্রত্যুত্তরে গালি দিবে। কেননা, এ পন্থা অবলম্বন করলে তোমাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যাবে, আর তোমাদের ভিতর শুধু কথার বড়াই অবশিষ্ট থাকবে। এ বিষয়টি খোদা তা'লা ঘৃণা করেন এবং অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখেন। অতএব, নিজেদের উপর দু'টো অভিশাপকে তোমরা আমন্ত্রণ জানাবে না, একটি সৃষ্টির অভিশাপ, অপরটি খোদার।(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৪৬-৫৪৭)

অতএব, আমাদেরকে তো এ শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে আর এই দিক-নির্দেশনা মেনে চলতে হবে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দিয়ে গেছেন। গালির উত্তরও আমরা গালির মাধ্যমে দিব না, আর নৈরাজ্যের উত্তরে নৈরাজ্যও সৃষ্টি করব না। আর আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার মাধ্যমেও আমরা উত্তর দিব না। কিন্তু প্রায়-সময় যা দেখা গেছে তা হল, পাকিস্তান এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে বৈধভাবেও যদি আমরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেই, তবে আইন আমাদের সমর্থন না করে অত্যাচারীকেই সমর্থন করে থাকে। নির্যাতিত আহমদী বন্দীদের জামিনও এই কারণেই হয় না যে, আদালত মৌলভীদের সামনে অসহায়। আদালতের বাহিরে দণ্ডায়মান মৌলভী আদালতে এ সংবাদ পাঠায় যে, যদি জামিন হয়,তাহলে তোমাকে এক হাত দেখে নিব।তাই,অধিকাংশ বিচারক এ কারণে ভয়ের বশবর্তী হয়ে জামিনের শুনানীর জন্য পরবর্তী তারিখ দিয়ে দেয়, আর সিদ্ধান্ত দেয় না। অতএব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও আমাদের সঙ্গ দেয়ার জন্য প্রস্তুত নয়, আর আইনও ইনসাফ করার জন্য প্রস্তুত নয়। অপরদিকে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করাও আমাদের শিক্ষা পরিপন্থী। তাই, একটি-মাত্র পথই বাকি থাকে, আর তা হল, খোদার দ্বারে ধরনা দেয়া এবং দোয়াকে পরম পর্যায়ে পৌঁছানো।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "দোয়া করা এবং তা গৃহীত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে প্রায়শঃ পরীক্ষার পর পরীক্ষা এসে থাকে, আর এমন সব পরীক্ষা আসে, যা কোমর ভেঙে দেয়। কিন্তু অবিচল ও দৃঢ়চিত্তের অধিকারী নেক-প্রকৃতির মানুষ এমন পরীক্ষা এবং সমস্যার মাঝে নিজ প্রভুর পুরস্কারের সৌরভ পায় এবং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে সে দেখে যে, এরপর সাহায্য আসতে যাচ্ছে। এসব পরীক্ষা আসার পিছনে একটি রহস্য হল, এতে দোয়ার জন্য এক আবেগ এবং উচ্ছ্বাস হৃদয়ে দানা বাঁধে। কেননা, ব্যাকুলতা আর উৎকণ্ঠা যত বৃদ্ধি পাবে, হৃদয় ততই বিগলিত হবে আর এটি দোয়া গৃহীত হওয়ার উপকরণগুলোর একটি।" মানুষ যত বেশি কাঁদবে ও আহাজারি করবে, তার হৃদয় ততই বিগলিত হবে। এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং দোয়া গৃহীত হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করেন। তাই তিনি বলেন,"কাজেই, মনোবল হারানো উচিত নয়, আর অধৈর্য এবং ব্যাকুলতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করা উচিত নয়।"(মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩৪-৪৩৫, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অতএব, এটি আমাদের একটি গুরু-দায়িত্ব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই দোয়া কবুল এবং গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের সবার আত্ম-জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমি কি সেই মার্গের দোয়া করেছি, যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে চান? আমরা কি জাগতিক উপায়-উপকরণের প্রতি চেয়ে থাকার পরিবর্তে হৃদয়কে বিগলনের সেই পর্যায়ে পৌঁছিয়েছি, যে পর্যায়ে পৌঁছলে দোয়া গৃহীত হয়? এসব মানদণ্ডের খবর কেবল আল্লাহ্ তা'লাই রাখেন। আমরা চেষ্টা করলেও তা জানতে পারবো না। অতএব কেউ বলতে পারে না যে, আমি এই মানে পৌঁছে গেছি, কিন্তু তবুও কিছু অর্জিত হয় নি, আর দোয়া গৃহীত হয় নি, কেননা, কোন্ মানের দোয়া হচ্ছে, তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

আমাদের কাজ হল, ধৈর্য এবং দোয়ার সাথে খোদার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখা। আমাদের কেউ অধৈর্য হলে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। যারা কষ্টের মাঝে রয়েছে, অর্থাৎ যেসমস্ত দেশে মানুষ কষ্টের সম্মুখীন, বিশেষ করে পাকিস্তানে, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি ধৈর্য ধারণ করে আছেন এবং দোয়া করছেন আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ঈমানের ক্ষেত্রেও তারা দৃঢ়। কিন্তু যারা দূরে

কিছু মানুষ এমনও আছে, যারা বলে, 'আমাদের (আহমদীদের) উপর যুলুম ও অত্যাচার এখন সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে, এখন আমাদেরকে ইটের বদলে পাটকেল মারতে হবে। আর কত দিন আমরা কষ্ট সহ্য করতে থাকব'? এমন মানুষ গুটিকতক হলেও কিছু যুবকের মন-মানসিকতাকে এরা বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এরা বলে যে, আমাদের কথা মানানোর জন্য, আমাদের (ধর্মীয়) স্বাধীনতার জন্য জাগতিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা উচিত। এগুলো অজ্ঞতার কথা এবং চরম পর্যায়ের ভ্রান্ত চিন্তাধারা।

বসে আছে আর বাহ্যত যাদের কোন কষ্ট নেই, তারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কথা বলছে। অতএব,নিজ ভাইদের প্রতি সহমর্মিতা থাকলে তাদের উচিত হবে খোদার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "কেউ যদি গালি দেয়, তাহলে আমাদের অভিযোগ হবে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে, অন্য কোন আদালতে নয়। কিন্তু একই সাথে মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়াও আমাদের দায়িত্ব। (সিরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃ: ২৮)

তাই গালি শুনেও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে। অতএব, সরাসরি কষ্টের সম্মুখীন হোক বা না হোক, আমাদের সবার উচিত হবে, ধৈর্য এবং দোয়ার আঁচল দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা, আর এটিই ঈমানের পরিচয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পথে চলা যে সহজ ব্যাপার নয়, সে কথা বলতে গিয়ে তিনি(আ.) বলেন,"অতএব,কেউ যদি আমার পথে চলতে না চায়, তাহলে তার উচিত, আমাকে পরিত্যাগ করা। আমি জানি না,আমাকে কোন্ ভয়ংকর জঙ্গল এবং কন্টকাকীর্ণ মরু-অঞ্চল অতিক্রম করতে হবে। অতএব, যাদের পা দুর্বল,তারা আমার সাথে এসে কেন নিজেদেরকে সমস্যার মুখে ঠেলে দেয়? যারা আমার, তারা আমা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সমস্যার কারণেও নয় আর মানুষের গালমন্দের কারণেও নয়। আর কোন আসমানী-পরীক্ষা এবং সমস্যার কারণেও নয়। আর যারা আমার নয়, তারা অযথাই বন্ধুত্বের দাবি করে।

কেননা, তাদেরকে অচিরেই পৃথক করা হবে। তাদের পরের অবস্থা পূর্বের অবস্থার চেয়ে শোচনীয় হবে। আমরা কি ভূমিকম্পে ভয় পেতে পারি? আমরা কি খোদার পথে পরীক্ষা দেখে ভয় পেতে পারি? আমরা কি আমাদের প্রিয় খোদার কোন পরীক্ষায় তাঁকে ছাড়তে পারি? মোটেই নয়। কিন্তু এমনটি শুধু তাঁর কৃপা এবং করুণার মাধ্যমেই হবে। অতএব, যারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার, তারা যেন পৃথক হয়ে যায়। তাদেরকে বিদায়ের সালাম। কিন্তু স্মরণ রাখবে! কু-ধারণা পোষণ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার পর কখনো ফিরে আসলেও আল্লাহ্ তা'লার দরবারে তাদের সেই সম্মান থাকবে না, যা বিশ্বস্ত লোকদের হয়ে থাকে। কেননা,কু-ধারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক বা দাগ অনেক গভীর হয়ে থাকে।"(আনোয়ারুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৩-২৪)

মু'মিনের তাক্ওয়ার মান অনেক উঁচু হয়ে থাকে এবং শত্রুর পক্ষ থেকে কষ্টের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তারা সকল প্রকার কষ্টের মোকাবিলা করে এবং শত্রু-প্রদত্ত কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। অন্যের পক্ষ থেকে কষ্ট এবং দুঃখ পাওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে না, বরং শান্তির দূত হিসেবে বিরাজ করে। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে পুনরায় তিনি (আ.) বলেন: "নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! মুত্তাকী মু'মিনের হৃদয়ে কোন প্রকার দুরভিসন্ধি বিরাজ করে না। মু'মিনের তাক্ওয়ার মান যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই কারো শাস্তি বা কষ্ট পাওয়াকে সে অপছন্দ করে।" তাক্ওয়া বৃদ্ধি পেলে সহানুভূতিও বাড়তে থাকে। আর শত্রুদের জন্যও শাস্তি এবং কষ্টকে পছন্দ করে না। তিনি (আ.) বলেন, "মুসলমান কখনো বিদ্বেষ-পরায়ণ হতে পারে না।" সত্যিকার মুসলমান বিদ্বেষ-পরায়ণ হয় না, তবে হ্যাঁ! "অন্যান্য জাতি এতটা বিদ্বেষ-পরায়ণ হয় যে, তাদের হৃদয় থেকে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ কখনো দূর হয় না, সবসময় প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজে। কিন্তু আমরা দেখি যে, আমাদের বিরোধীরা আমাদের সাথে কী ব্যবহার করছে? এমন কোন দুঃখ এবং কষ্ট নেই, যা তারা দেয় নি। এসত্ত্বেও আমরা তাদের সহস্র সহস্র ভ্রান্তি ক্ষমা করার জন্য এখনো প্রস্তুত। অতএব, তোমরা, যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ, স্মরণ রেখো! তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর, সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, আর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার সাথে পুণ্য কর।" (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৮৫)

অন্যান্য মুসলমান নেতৃত্ব-হারা। একারণে তাদের মাঝে বিভেদ আর বিকৃতি দেখা দিচ্ছে এবং তাক্ওয়ার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আমরা, যারা আহমদী মুসলমান, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তায় যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা একজন নেতা দান করেছেন, তাদের প্রতিটি কর্ম ইসলামী শিক্ষা-সম্মত হওয়া উচিত। আর আমাদের প্রতিটি কথা তাক্ওয়াভিত্তিক হওয়া উচিত। আবেগ উচ্ছ্বাসের সাময়িক আতিশয্য আমাদের সবসময় এড়িয়ে চলা উচিত। আমাদের হৃদয়কে আমাদের খতিয়ে দেখা উচিত যে, এতে কতটা তাক্ওয়া রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বিজয়, সাহায্য এবং উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু তা ইটের বদলে পাটকেল মারার মাধ্যমে নয়, বরং প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের মাধ্যমে অর্জিত হবে। তিনি (আ.) আমাদেরকে এ কথাই বার বার বুঝিয়েছেন যে, জামা'তের উন্নতি এবং শত্রুদের ধ্বংস দোয়ার মাধ্যমে আসবে, ইন্‌শাআল্লাহ্। তাই নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহ্-প্রদত্ত শিক্ষা-সম্মত করে এবং নিজের মাঝে তাক্‌ওয়া সৃষ্টির মাধ্যমে খোদার সামনে বিনত হও।

এরপর তাক্‌ওয়া কী আর প্রকৃত তাক্‌ওয়ার চিহ্ন কী এবং একজন পুণ্যবান ও মুত্তাকীর প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত, এটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "প্রকৃত তাক্‌ওয়া এবং অজ্ঞতা সহাবস্থান করতে পারে না। প্রকৃত তাক্‌ওয়া নিজের সাথে এক জ্যোতি রাখে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

(সূরা আল্ আনফাল: ৩০)

وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ

(সূরা আল্ হাদীদ: ২৯) অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! মুত্তাকী হওয়ার পর তোমরা যদি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক, আর খোদার জন্য তাক্‌ওয়ার বৈশিষ্ট্যে দৃঢ়চিত্ত ও অবিচল থাক, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের এবং অন্যদের মাঝে এক পার্থক্য সৃষ্টি করে দিবেন। এ পার্থক্যটি হল, তোমাদেরকে এক জ্যোতি দেয়া হবে, যে জ্যোতির কল্যাণে তোমরা সব পথ অতিক্রম করে যাবে। অর্থাৎ, সেই আলোয় তোমাদের সকল কথা, কর্ম, শক্তি-বৃত্তি এবং ইন্দ্রীয় আলোকিত হবে।" (প্রতিটি কথা ও কর্ম নূর প্রাপ্ত হবে।) "তোমাদের মন-মস্তিষ্ক আলোকিত থাকবে, তোমাদের অনুমান ভিত্তিক কথার মাঝেও নূর থাকবে। তোমাদের চোখেও নূর হবে। আর তোমাদের কান, জিহ্বা, বক্তব্য, তোমাদের গতি ও স্থিতি সব কিছুর মাঝেই নূর থাকবে। আর যে পথে তোমরা চলাফেরা করবে, সেই পথ জ্যোতির্মন্ডিত হবে। বস্তুত তোমাদের যত পথ আছে, তোমাদের শক্তি-বৃত্তির পথ, তোমাদের ইন্দ্রীয়ের পথ, এক কথায় সবই নূর বা জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।" (অর্থাৎ, হাত, পা, দেহ, যা-ই তোমরা সঞ্চালিত করবে, তা হয় নূর ধারণের জন্য হবে, নতুবা নূরের প্রসারের জন্য। তোমাদের চিন্তাধারা হবে একান্তই আলো বিচ্ছুরণকারী এবং আলোতে পরিপূর্ণ।) "তোমরা হবে নূরের মূর্ত-প্রতীক।" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭৭-১৭৮)

অতএব, আমাদের কথায় যদি অন্যদের মত কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত আবেগ-উচ্ছ্বাস থাকে, তাহলে এটি তাক্‌ওয়া নয়। আমাদের কর্ম যদি ইসলামী শিক্ষা-সম্মত না হয়, তাহলে এটি তাক্‌ওয়া নয়। আমাদের কথা এবং কর্মে যদি ঐশী-নূরের বহিঃপ্রকাশ না ঘটে, তাহলে আমাদের তাক্‌ওয়া নিয়ে ভেবে দেখতে হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমরা যুগ-ইমামের প্রদর্শিত নসীহত এবং দিক-নির্দেশনা অনুসরণ না করলে সেই আলো থেকে আমরা দূরেই ছিটকে পড়ব, যা এই আনুগত্যের কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের লাভ হওয়ার কথা। অতএব,প্রথমে আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের তাক্‌ওয়ার মান এত উন্নত হওয়া চাই যেন আমরা খোদার নূর দেখতে পাই, আমাদের দোয়া যেন বিগলনের সেই স্তরকে স্পর্শ করে, যা একজন সত্যিকার দোয়াকারীর থাকা উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লা যা চান, তা হল- আমাদের মাঝে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন নিকটেই রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লাই আমাদেরকে দেশও দিবেন এবং আমাদের জন্য ভূমিকেও সমতল করবেন, ইনশাআল্লাহ্। যদি এর বাইরে থেকে আমরা কিছু অর্জন করতে চাই, তাহলে কিছুই লাভ হবে না। আমাদের সামনে সেসব সংগঠনের উদাহরণ রয়েছে, যারা ইসলামের নামে আর অঢেল সম্পদের বলে বলীয়ান হয়ে কোটি কোটি ডলার খরচ করে ইসলামী-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু নৈরাজ্য, যুলুম ও বর্বরতা ছাড়া তাদের পক্ষে আর কিছুই দেখানো সম্ভব হয় নি। সাময়িক ভাবে কোন অঞ্চল দখল করে থাকলে, তা-ও তাদের হাত থেকে ফসকে গেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামের জন্য তারা কলঙ্ক বলেই আখ্যায়িত। তারা পৃথিবীতে ইসলামকে দুর্নাম করছে, তাদেরকে কেউ ইসলামের সেবক আখ্যা দেয় না। এখন ইসলাম-সেবা ও এর প্রচার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই অদৃষ্ট, তাঁর মাধ্যমেই এবং তাঁর জামা'তের মাধ্যমেই তা হবে। আর এটি তখনই সম্ভব, যদি আমরা খোদার প্রেরিত এই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। নতুবা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন, আমাদের কাছে সেই শক্তি-সামর্থ্যও নেই আর উপায়-উপকরণও নেই যে, আমরা কিছু অর্জন করব। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের মাঝে তাক্‌ওয়া সৃষ্টি করি, আমাদের হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি করি এবং আমাদের দোয়াকে পরম মার্গে পৌঁছাই, তাহলে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআনের বরাতে বলেছেন, আমাদেরকে সেই জ্যোতি ও শক্তি প্রদান করা হবে, যার

দু'এক ব্যক্তিও যদি জামা'তী শিক্ষা পরিপন্থি কোন কথা বলে,তাহলে তা আসলে নৈরাজ্য বা অশান্তি সৃষ্টিরই নামান্তর এবং শত্রুকে নিজেদের বিরুদ্ধে বিরোধিতার আরো সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, বিশেষ করে যখন এমন কথা হোয়াটস্ অ্যাপ, টুইটার কিংবা ফেসবুক অথবা অন্য কোন মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

মোকাবিলা পৃথিবীর বড় বড় শক্তিও করতে পারবে না। খোদার আরেকটি উক্তি হল,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

(সূরা আল্-হুজুরাত: ১৪) অর্থাৎ, খোদার দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সে-ই সবচেয়ে সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশি তাক্ওয়াশীল। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, খোদা তা'লা কি (নাউযুবিল্লাহ) ভুল বলেছেন? এক দিকে তিনি মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত বলবেন, অপর দিকে দুনিয়ার লোকদের সামনে তাদেরকে লাঞ্ছিত অবস্থায় ছেড়ে দিবেন, এটা কি হতে পারে? মোটেই নয়। সত্য কথা এটি যে, নবী এবং তাদের জামা'তকে জগৎ-পূজারীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এমন সকল ক্ষেত্রে শত্রু নিজেই কি বিফল ও ব্যর্থ হয় নি? প্রত্যেক ব্যক্তি, যে জামা'তের উন্নতির পথে বাধ সাধার জন্য দাঁড়িয়েছে বা উন্নতির পথে যে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, এর ফলে কি জামা'ত আরো অধিক প্রসার লাভ করে নি? বিরোধিরা অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র করেছে, বাহির থেকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু জামা'ত উন্নতির রাজপথ পাড়ি দিয়ে আজ পৃথিবীর ২০৯টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরা যদি আমাদের এক জায়গায় প্রতিহত করার চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অন্য দশটি স্থানে পূর্বের চেয়ে অধিক প্রসার লাভের উপকরণ এবং সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছেন, তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী একজন সাধারণ মানুষকেও আমি সম্মান না দিয়ে পরিত্যাগ করি না। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, যে ব্যক্তিকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন, আর গত সোয়াশ' বছর ধরে যার সমর্থনে আমরা ঐশী-সাহায্য ও সহযোগিতা দেখতে পাচ্ছি, এখন বাকী প্রতিশ্রুতিগুলো পূর্ণ করা ছাড়াই এবং তাঁর জামা'তকে সম্মান না দিয়েই আল্লাহ্ তা'লা পরিত্যাগ করবেন! এটি কখনোই হতে পারে না। কিন্তু যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এইসব কিছু দৃঢ়-চিত্ততা এবং অবিচলতার মাধ্যমে লাভ হবে, এটি হল শর্ত। আমরা যদি অবিচলতার সাথে খোদার আঁচল আঁকড়ে ধরে রাখি, তাহলে আমরা শত্রুর ধ্বংসও দেখতে পাব, ইনশাআল্লাহ্। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"তোমাদের জীবন, তোমাদের মৃত্যু, তোমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড এবং তোমাদের কোমলতা ও কঠোরতা" (অর্থাৎ, তোমাদের প্রসন্নতা এবং উষ্মা) যদি শুধুমাত্র খোদার জন্য হয়, (ব্যক্তি স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কারো প্রতি রাগান্বিত হবে না বা জাগতিক কোন কিছু দেখে আনন্দিত হবে না, বরং সব কিছুই যদি খোদার সন্তুষ্টির জন্য হয়) আর প্রত্যেক তিক্ততা ও সমস্যার সময় তোমরা খোদার পরীক্ষা না নিয়ে এবং খোদার সাথে সম্পর্কও ছিন্ন না করে যদি এগিয়ে যাও, তাহলে আমি সত্য-সত্যই বলছি, তোমরা খোদার এক বিশেষ জাতি-সত্তায় পরিণত হবে। তোমরাও মানুষ, যেমনটি কি-না আমি, আর তিনিই আমার খোদা, যিনি তোমাদেরও খোদা। অতএব, নিজেদের পবিত্র শক্তি-নিচয়কে নষ্ট করো না। তোমরা যদি পুরোপুরি খোদার প্রতি বিনত হও, তাহলে জেনে রেখো, আমি খোদার ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে বলছি যে, তোমরা খোদার এক মনোনীত-জামা'তে পরিণত হবে। আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য নিজেদের হৃদয়ে গেঁথে নাও, তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি কেবল মৌখিকভাবে নয়, বরং ব্যবহারিক-ভাবেও কর, যেন খোদাও ব্যবহারিক-ভাবে নিজ স্নেহ এবং অনুগ্রহ তোমাদের জীবনে প্রকাশ করেন।" (আল্ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ: ৩০৮)

অতএব, আমাদের সকলের জন্য নিজেদের ব্যবহারিক-অবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করা প্রয়োজন। যারা দুর্বল, তারা যেন আত্মবিশ্লেষণ করে, যারা নিজেদেরকে নেকী বা পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী মনে করে, তাদেরও এ ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে যাওয়ার নতুন নতুন পথ অনুসন্ধান করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, কে উত্তম, আর আমরা আমাদের লক্ষ্য কতটা অর্জন করেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একস্থানে স্থির এবং স্থবির দেখতে চান না। কারো এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, আমি এখন ভালো হয়ে গেছি আর পুণ্যে এগিয়ে যাচ্ছি বা সব পুণ্য অর্জিত হয়ে গেছে। নিজেদের মান উন্নত করার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি যেন আমার এই জামা'তকে এ সংবাদ দেই যে, যারা ঈমান এনেছে, এমন ঈমান, যার সাথে জাগতিকতার কোন মিশ্রণ নেই, যেই ঈমান কপটতা এবং ভীরুতায় কলুষিত নয় এবং আনুগত্যের যে-কোন মানে নিম্নগামী নয়, এমন মানুষ খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। আর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তাদের পদচারণাই নিষ্ঠাপূর্ণ।" (আল্ওসীয়্যত পুস্তিকা, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ: ৩০৯)

অতএব, এই নিষ্ঠা-পূর্ণ পদচারণাই আমাদের প্রয়োজন, যেন আমরা সেই সব বিজয়ের দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করি, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত, যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। পরীক্ষার এই যুগের অবসান একদিন অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারের জন্য আমাদের তাক্ওয়ার মানকে বৃদ্ধি করা এবং ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করতে থাকা প্রয়োজন। নিশ্চয় খোদা তা'লা এ যুগে এই জামা'তকে এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, পৃথিবীতে ইসলামের নাম যেন সমুন্নত হয় এবং ইসলামের প্রসার ঘটে।

আমাদেরকে তো এ শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে আর এই দিক-নির্দেশনা মেনে চলতে হবে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দিয়ে গেছেন। গালির উত্তরও আমরা গালির মাধ্যমে দিব না, আর নৈরাজ্যের উত্তরে নৈরাজ্যও সৃষ্টি করব না। আর আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার মাধ্যমেও আমরা উত্তর দিব না।
তাই, একটি-মাত্র পথই বাকি থাকে, আর তা হল, খোদার দ্বারে ধরনা দেয়া এবং দোয়াকে পরম পর্যায়ে পৌঁছানো।

আর ইসলাম যেন সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত হতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, জামা'ত উন্নতি করবে, প্রসার লাভ করবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে। পৃথিবীর কোন শক্তিই এ জামা'তকে ধ্বংস করতে পারবে না।

তিনি বলেন, "এটি মনে করো না যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের বিনাশ করবেন, (অর্থাৎ খোদা তোমাদের ধ্বংস করবেন, এমনটি মনে করো না) তোমরা খোদার হাতে বপিত এক বীজ বিশেষ, যা ভূপৃষ্ঠে বপিত হয়েছে। খোদা তা'লা বলেন, এই বীজ অঙ্কুরিত হবে ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এবং চতুর্দিকে এর শাখা বিস্তার লাভ করবে আর এটি এক বিশাল মহীরূহে পরিণত হবে।"(আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকা, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ: ৩০৯)

আল্লাহ্ তা'লা করুন, আমাদের সকলেই যেন ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ এই মহীরূহের শাখায় পরিণত হয়। নিজ জামা'তের কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যেসব প্রত্যাশা রয়েছে, তা যেন আমাদের সত্তায় পূর্ণ হয়, আমরা যেন, তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারি। দোয়া এবং ধৈর্যের মাধ্যমে শত্রুর প্রতিটি আক্রমণকে যেন আমরা ক্রমাগতভাবে ব্যর্থ প্রমাণ করতে পারি।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি মালেক আইয়্যুব আহমদ সাহেবের পুত্র মালেক খালেদ জাভেদ সাহেবের জানাযা। তিনি চকওয়াল জেলার দুলমিয়াল-এর অধিবাসী ছিলেন। মালেক খালেদ জাভেদ সাহেব ২০১৬ সনের ১২ ডিসেম্বর তারিখে ৬৯ বছর বয়সে চকওয়ালের দুলমিয়ালস্থ মসজিদে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্ন ইলায়হি রাজিউন। বিস্তারিত সংবাদ হল, ২০১৬ সনের ১২ ডিসেম্বর মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল বিরোধিরা চকওয়াল জেলার দুলমিয়ালে অনেক বড় মিছিল বের করে আর পরিকল্পনা অনুসারে নির্ধারিত রুট পরিবর্তন করে আহমদীয়া মসজিদে হামলা চালায়। মসজিদের বাহিরে এসে উস্কানিমূলক শ্লোগান এবং ইট-পাটকেল ছোঁড়া আরম্ভ করে, মসজিদের গেইট ভাঙা শুরু করে। সেখানে আমাদের জামা'তের সদস্যদের মাঝে খালেদ সাহেবও ছিলেন। মরহুমের পরিবারের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে এরপূর্বে কখনো তার হৃদরোগ ছিল না, কোন সময় ঔষধও খাননি আর কোন সময় হৃদরোগের চিকিৎসাও নেন নি।মৃত্যুর পূর্বে তিনি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন আর বিরোধীরা যখন হামলা করছিল, তখন বারবার একটি কথাই পুনরাবৃত্তি করছিলেন যে,হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন নোংরা এবং এত অপবিত্র ভাষা আমার জন্য সহ্য করা সম্ভব না, আর এ কথা বলতে বলতে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। বাইরে সহস্র সহস্র উত্তেজিত-মানুষের ভীড় এবং উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে খালেদ জাভেদ সাহেবকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এই অবস্থাতেই খালেদ জাভেদ সাহেব ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্ন ইলায়হি রাজিউন। তার বংশে আহমদীয়াত আসে তার দাদী শ্রদ্ধেয়া মানূবি সাহেবার মাধ্যমে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী করমদাদ সাহেবের ভাগ্নি ছিলেন, যিনি দুলমিয়াল জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা আহমদীদের একজন।

পাকিস্তানে যেহেতু বিধি-নিষেধ রয়েছে, তাই যারা রিপোর্ট পাঠান, তারা সাহাবীকে রফিক এবং মসজিদকে দারুয্ যিকর লিখে থাকেন। তাদের এই রিপোর্ট যারা আমাকে অফিসে টাইপ করে দেয়, তাদের এগুলো সংশোধন করে দেয়া উচিত, সঠিক ইসলামী-পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম জন্মসূত্রে আহমদী আর উন্নত-গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। আনুগত্যের পাশাপাশি খিলাফতের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা তার উন্নত-বৈশিষ্ট্য ছিল। পাঁচ বেলার নামায ছাড়াও তিনি তাহাজ্জুদ এবং উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন। জীবিকার তাগিদে ২০ বছর বা দীর্ঘ সময় তিনি শারজায় বসবাস করেন এবং ২০ বছর পূর্বে দুলমিয়ালে ফিরে আসেন। বেশ কয়েক বছর ধরে তার বেশিরভাগ সময় মসজিদেই অতিবাহিত হতো। বিভিন্ন জামা'তী দায়িত্ব পালন, মসজিদের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য জামা'তী বিষয়ে তিনি সব সময় অগ্রগামী থাকতেন। কুরআনের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। তার এক পুত্র সালমান আইয়্যুব সাহেবকে কুরআনের হাফেয বানিয়েছেন, সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন হিসেবে জামা'তের খেদমত করছিলেন, এছাড়াও বিভিন্ন পদে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী আযরা বেগম সাহেবা ছাড়াও দু'জন পুত্র,যুক্তরাজ্য প্রবাসী সালমান খালেদ সাহেব এবং হাফেয সোবহান আইয়্যুব সাহেব এবং দু'কন্যা নিদা মরিয়ম ও হেরা মরিয়ম-কে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততির মাঝেও এসব পুণ্যকে জারী রাখুন, আমীন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

জুমুআর খুতবা

নববর্ষ উদযাপনের ইসলামী রীতি

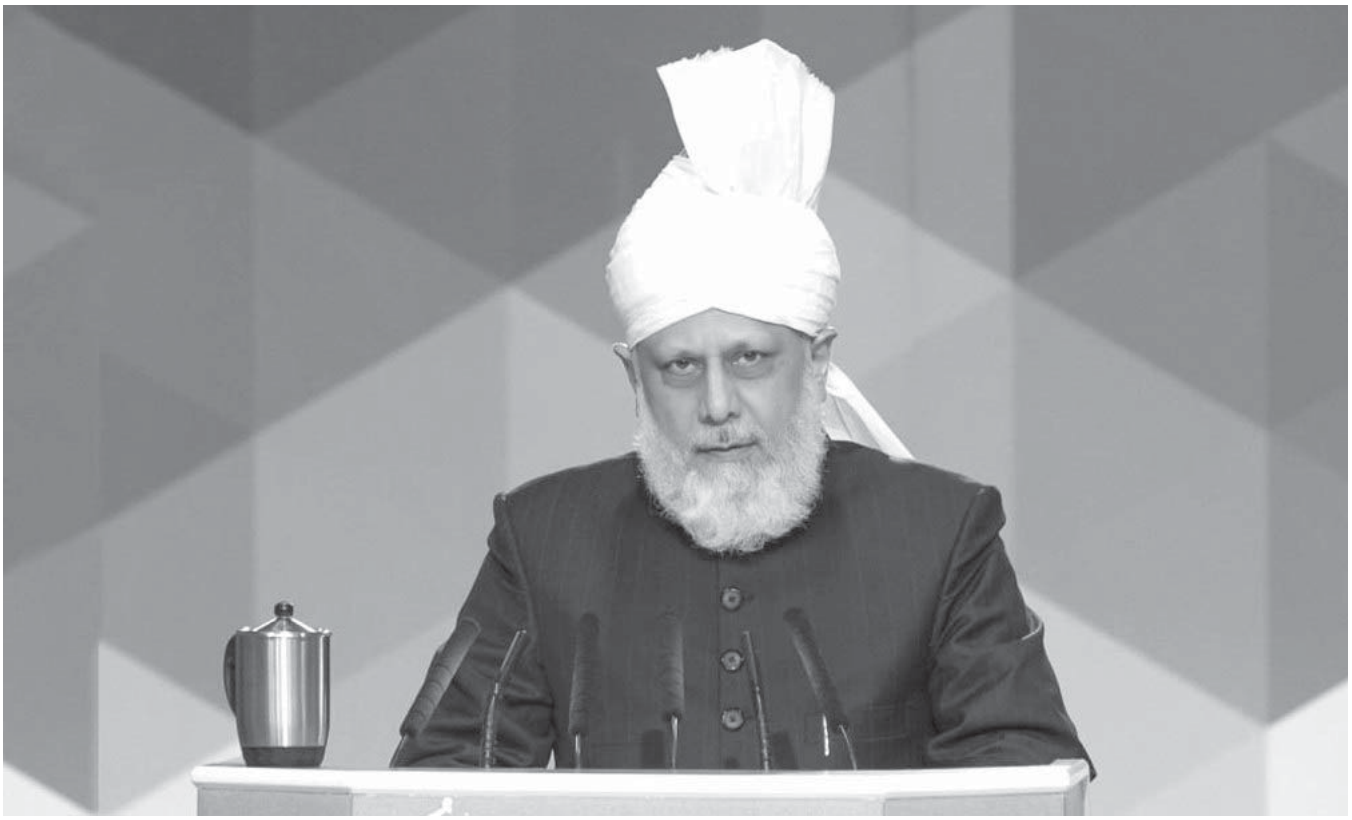

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬ জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: দু'দিন পর ইন্‌শাআল্লাহ্ নববর্ষের সূচনা হবে। আমরা মুসলমানরা চন্দ্র বর্ষ এবং সৌর-বর্ষ, উভয় রীতিতেই বছরের সূচনা করে থাকি। আর শুধু মুসলমান নয়, বরং পৃথিবীর অনেক জাতিতে প্রাচীন-যুগে এই চন্দ্র-বর্ষ রীতি অনুসরণ করেই বছরের শুরু হতো। চীনা, হিন্দু এবং পৃথিবীর অনেক জাতির মাঝে এ রীতি প্রচলিত ছিল। অনেক ধর্মের মাঝেও এ রীতি পাওয়া যায়। ইসলামের পূর্বে আরবদের মাঝে বছরের হিসেবের জন্য চন্দ্র-পঞ্জিকার প্রচলন ছিল। যাহোক, পৃথিবীতে সচরাচর গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকা প্রচলিত রয়েছে, আর সবাই এটি বুঝে। তাই পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ ও জাতি এই ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকাকে দিন ও মাসের গণনার জন্য অবলম্বন করে থাকে। এ জন্যই প্রত্যেক বছর পৃথিবীর প্রতিটি দেশে এর হিসাব অনুসারে পহেলা জানুয়ারিতে বছরের সূচনা হয় এবং ৩১ ডিসেম্বর বছরের সমাপ্তি ঘটে। যাহোক, বছর আসে এবং বারো মাস অতিবাহিত হওয়ার পর বছর শেষ হয়ে যায়, তা চন্দ্র-পঞ্জিকারই হোক বা গ্রেগোরিয়ান

পঞ্জিকার। তবে বিশ্ববাসী মুসলিম বা অমুসলিম যারাই হোক না কেন, তারা দিন, মাস এবং বছরের সবটাই জাগতিক হৈহুল্লোড়, ক্রীড়া-কৌতুক আর জাগতিক আনন্দ-উল্লাসের মাঝেই কাটিয়ে দেয়।

পহেলা জানুয়ারি তারিখে আরম্ভ হওয়া নববর্ষের সূচনাতে এ পৃথিবীর মানুষ হেন কোন কর্ম নেই, যা করে না। পাশ্চাত্য বা উন্নত দেশে বিশেষভাবে, আর পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও ৩১ ডিসেম্বর এবং পহেলা জানুয়ারির মধ্যবর্তী রাতে এমন কোন হৈ-হুল্লোড় নেই, যা করা হয় না। মাঝ রাত পর্যন্ত বিশেষভাবে জেগে থাকা হয়। বরং হৈহুল্লোড়, মদের আসর বসানো এবং গান-বাজনা করার জন্য মানুষ রাতভর জেগে থাকে।

এক কথায়, বিগত বছরের সমাপ্তিও বৃথা-কার্যকলাপ ও অপকর্মের মাধ্যমে হয় এবং নতুন বছরের সূচনাও হয় বৃথা ও বাজে কার্যকলাপের মাধ্যমে। পৃথিবীর সংখ্যা-গরিষ্ঠ মানুষের ধর্মের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তাই তাদের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়, যেখানে মু'মিনের দৃষ্টি পৌঁছে থাকে এবং পৌঁছা উচিত।

একজন মু'মিনের মহিমা হল, এ সমস্ত বৃথা-কার্যকলাপ সে শুধু এড়িয়েই চলবে না এবং এগুলোকে ন্যক্কারজনকই মনে করবে না, বরং তার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তার জীবনে একটি বছর এসেছে আর চলেও গেছে। এ বছরটি আমাদের কী দিয়ে গেল আরকী নিয়ে গেল এবং এ বছরে আমরা পেলামই বা-কী আর হারালামই বা-কী? একজন মু'মিনকে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, এ বছরে সে কী হারিয়েছে আর কী পেয়েছে? তার জাগতিক বা বৈষয়িক অবস্থায় ইতিবাচক কী পরিবর্তন এসেছে, অথবা তাকে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে যে, সে কী হারালো আর কী পেল? আর ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গিয়ে কোন্ মাপকাঠিতে যাচাই করলে সে বুঝতে পারবে যে, কী হারালো আর কী পেল?

আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই মসীহ্ মওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীকে মানার তৌফিক দিয়েছেন, যিনি আমাদের সামনে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের শিক্ষার সার এবং নির্যাস উপস্থাপন করেছেন আর আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা যদি এই মাপকাঠিকে সামনে রাখ, তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, তোমরা কি তোমাদের জীবনের লক্ষ্য অর্জন করেছ বা অর্জনের চেষ্টা করেছ? এই মানদণ্ড-সামনে রাখলেই তোমরা সত্যিকার-মু'মিন হিসেবে গণ্য হবে। এই শর্তগুলো অনুসরণ করলে নিজেদের ঈমানকে সঠিকভাবে যাচাই করতে পারবে। প্রত্যেক আহমদীর কাছ থেকে তিনি (আ.) বয়আতের অঙ্গীকার নিয়েছেন আর এই অঙ্গীকারে বয়আতের শর্তাবলী আমাদের সামনে রেখে আমাদেরকে একটি কর্মপন্থা দিয়েছেন। আর এই কর্মপন্থা অনুযায়ী প্রতিটি দিন, প্রতিটি সপ্তাহ, প্রতিটি মাস এবং প্রতিটি বছর আমল করা হয়েছে কি-না, তা আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করে দেখার এক আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা তিনি প্রত্যেক আহমদীর কাছে ব্যক্ত করেছেন।

অতএব, আমরা যদি বছরের শেষ রাত আর নববর্ষের সূচনা আত্ম-বিশ্লেষণও দোয়ার মাধ্যমে করে থাকি, তাহলে আমাদের পরিণতি শুভ হবে। আর যদি আমরাও বাহ্যিক শুভেচ্ছা এবং জাগতিক কথা-বার্তার মাধ্যমে নববর্ষের সূচনা করে থাকি ,তবে আমরা হারিয়েছি অনেক কিছু, কিন্তু কিছুই পাই নি, আর পেলেও তা যৎসামান্য। দুর্বলতা যদি থেকে যায়, আর আমাদের আত্মবিশ্লেষণে আমরা যদি আশ্বস্ত হতে না পারি, তাহলে আমাদের এই দোয়া করতে হবে যে, হে আল্লাহ্! আমাদের আগত বছর যেন বিগত বছরের ন্যায় আধ্যাত্মিক-দুর্বলতা প্রদর্শনকারী বছর না হয়, বরং আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে উঠে। আমাদের প্রতিটি দিন যেন রসূল (সা.)-এর আদর্শে অতিবাহিত হয়। আমাদের দিবারাত্র যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার পালনের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যায়। সেই অঙ্গীকার আমাদের কাছে এ প্রশ্ন করে যে, শিরক্ না করার অঙ্গীকার আমরা পালন করেছি কি-না? প্রতিমা এবং চন্দ্র-সূর্যের পূজা করার শিরক্ নয়, বরং মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে সেই শিরক্, যা কর্মের ক্ষেত্রে লোক দেখানো এবং লৌকিকতার শিরক্, গোপন কামনা-বাসনায় লিপ্ত হওয়ার শিরক্। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮০০-৮০১, হাদীস নম্বর ২৪০৩৬, আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৮ইং)

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের নামায, আমাদের রোযা, আমাদের সদ্‌কা-খয়রাত, আমাদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, আমাদের সৃষ্টির সেবা-মূলক কর্ম, জামা'তের কাজে আমাদের সময় ব্যয় করা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে অন্যদের সন্তুষ্টি অর্জন বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ছিল না তো? কোথাও আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত কামনা-বাসনা খোদার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দন্ডায়মান হয়নি তো? এর ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে করেছেন যে,

"তৌহীদ কেবল এর নাম নয় যে, মৌখিকভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-বলবে আর হৃদয়ে সহস্র সহস্র মূর্তি-প্রতিমা থাকবে। বরং যে ব্যক্তি নিজের কোন কর্ম, ধোঁকা ও প্রতারণা এবং পরিকল্পনাকে খোদার মতই গুরুত্ব দিয়ে থাকে বা কোন মানুষের উপর সেভাবে ভরসা করে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার উপর নির্ভর করা উচিত, অথবা নিজেকে সেই গুরুত্ব দেয়, যা খোদা তা'লাকে দেয়া উচিত, এমন সকল পরিস্থিতিতে খোদার দৃষ্টিতে সে প্রতিমা-পূজারী। (সিরাজ উদ্দীন ঈসায়ী কে চার সওয়ালোঁ কা জওয়াব, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃ: ৩৪৯)

অতএব, এই মানদণ্ড দৃষ্টিতে রেখে আত্মজিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।

এরপর এই প্রশ্ন আসবে যে, আমাদের বিগত বছর কি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা থেকে মুক্ত হয়ে শতভাগ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অতিবাহিত হয়েছে? অর্থাৎ, সত্য প্রকাশিত হলে নিজের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, এমন মুহূর্তেও সত্যকে বিসর্জন না দেয়া।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জন্য যে আদর্শ মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, তা হল, "যতক্ষণ মানুষ প্রবৃত্তির সেই সকল

কামনা-বাসনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করবে, যা মানুষকে সত্য বলা থেকে বিরত রাখে, ততক্ষণ সে সত্যবাদী আখ্যায়িত হতে পারে না।" তিনি (আ.) বলেন,"সেটিই সত্য বলার যথোপযুক্ত স্থান ও কাল, যখন প্রাণ, সম্পদ এবং সম্মান হুমকির মুখে

পহেলা জানুয়ারি তারিখে আরম্ভ হওয়া নববর্ষের সূচনাতে এ পৃথিবীর মানুষ হেন কোন কর্ম নেই, যা করে না। পাশ্চাত্য বা উন্নত দেশে বিশেষভাবে, আর পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও ৩১ ডিসেম্বর এবং পহেলা জানুয়ারির মধ্যবর্তী রাতে এমন কোন হৈ-হুল্লোড় নেই, যা করা হয় না। মাঝ রাত পর্যন্ত বিশেষভাবে জেগে থাকা হয়। বরং হৈহুল্লোড়, মদের আসর বসানো এবং গান-বাজনা করার জন্য মানুষ রাতভর জেগে থাকে।
এক কথায়, বিগত বছরের সমাপ্তিও বৃথা-কার্যকলাপ ও অপকর্মের মাধ্যমে হয় এবং নতুন বছরের সূচনাও হয় বৃথা ও বাজে কার্যকলাপের মাধ্যমে। পৃথিবীর সংখ্যা-গরিষ্ঠ মানুষের ধর্মের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তাই তাদের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়, যেখানে মু'মিনের দৃষ্টি পৌঁছে থাকে এবং পৌঁছা উচিত।

পড়ে।"(ইসলামী উসুল কী ফিলসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০)

এরপর এই প্রশ্ন আসে যে, আমরা কি নিজেদেরকে এমন ধরনের অনুষ্ঠানাদি থেকে দূরে রেখেছি, যার ফলে হৃদয়ে নোংরা ধ্যান-ধারণা দানা বাঁধতে পারে? যেমন- আজকের যুগে টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদির এমন অনুষ্ঠানমালা, যা চিন্তাধারাকে কলুষিত করার কারণ হয়। আমরা কি এগুলো থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখেছি? এ সব মাধ্যমে যদি নোংরা চলচ্চিত্র এবং অনুষ্ঠান দেখে থাকি, তাহলে আমরা বয়আতের অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হয়েছি আর আমাদের অবস্থা সত্যিই বিপজ্জনক। কেননা, এসব বিষয় মানুষকে এক ধরনের ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায়।

এরপর প্রশ্ন উঠবে, আমরা কি নিজেকে কামলোলুপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি এবং করছি? কেননা, কামলোলুপ দৃষ্টির যতটুকু সম্পর্ক আছে, তাতে এ নির্দেশ নর ও নারী উভয়ের জন্য যে, দৃষ্টি অবনত রাখ, চোখ ঝুঁকিয়ে রাখ। এর কারণ হল, অবাধ-দৃষ্টির ফলে কু-দৃষ্টিপাতের আশঙ্কা থাকে।

এরপর প্রশ্ন উঠবে, আমরা কি পাপাচার এবং দুরাচার-মূলক প্রতিটি কর্ম থেকে এ বছর মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছি? মহানবী (সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেয়া পাপের শামিল। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩, মুসনাদ আব্দুল্লাহ্ বিন মাস্‌উদ, হাদীস নম্বর ৪১৭৮, আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৮ইং)

ঝগড়া-বিবাদ চলা কালে মানুষ কঠোর এবং অপছন্দনীয় শব্দ বলে বসে। আর এক মু'মিন অপর মু'মিনের সাথে এরূপ আচরণ করলে তা পাপ বিশেষ,বরং যে কারো সাথেই হোক না কেন, তা একটি পাপ।

পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, ব্যবসায়ীরা পাপাচারী হয়ে থাকে। তাঁকে নিবেদন করা হয়, এটি তো হালাল বা সিদ্ধ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য করা তো হালাল। মহানবী (সা.) বলেন, কিন্তু এরা যখন ক্রয়-বিক্রয় করে, মিথ্যা বলে। ব্যবসার সময় শপথ করে কৃত্রিমভাবে জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করে থাকে। একইভাবে, যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং ধৈর্যধারণ করে না, তাদেরকেও তিনি পাপী আখ্যা দিয়েছেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬, হাদীস আব্দুর রহমান বিন শবল, হাদীস নম্বর, ১৫৭৫২-১৫৭৫৩, আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৮ইং) অতএব, এটি হল পাপ বা অবাধ্যতা এড়িয়ে চলার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব।

এরপর আমাদের নিজেদেরকে যে প্রশ্ন করতে হবে তা হল, আমরা কি নিজেদেরকে সকল প্রকার যুলুম এবং অন্যায় থেকে বিরত রেখেছি? অর্থাৎ, অন্যায় করা থেকে বিরত ছিলাম কি? মহানবী (সা.) বলেছেন, কারো এক হাত বা সামান্য ভূমি জবরদখল করা আর কারো এক টুকরো পাথর বা কঙ্কর এবং মাটির টুকরোও অন্যায় ভাবে হস্তগত করা যুলুম। (সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফিল মাযালেমে ওয়াল গাযবে, হাদীস নম্বর ২৪৫২)

অতএব, এই মানদন্ডে আমাদের নিজেদেরকে যাচাই করতে হবে। এরপর যে প্রশ্ন করতে হবে তা হল, সকল প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বা দুর্নীতি থেকে নিজেদেরকে আমরা মুক্ত রেখেছি কি? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, সে ব্যক্তির সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করো না, যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। (সুনান আবু দাঊদ, কিতাবুল বুয়ু', হাদীস নম্বর ৩৫৩৪) এই হল, মানদণ্ড বা আদর্শ।

পুনরায় আমাদের এ প্রশ্ন করতে হবে যে, সকল প্রকার নৈরাজ্য থেকে আমরা কি বাঁচার চেষ্টা করেছি? মহানবী (সা.) বলেন,দুষ্কৃতকারী হল চরম পাপিষ্ঠ। আর তারা এটি করে চুগলখোরীর মাধ্যমে। অর্থাৎ,যারা এখানের কথা সেখানে এবং সেখানের কথা এখানে বলে মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, এরাই নৈরাজ্যবাদী। পারস্পরিক প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের সম্পর্ক যে ব্যক্তি নষ্ট করে, সেও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী। যারা আজ্ঞাবহ, অনুগত, ব্যবস্থাপনার প্রতিটি কথা মান্যকারী বা ধর্মের প্রতিটি নির্দেশ মান্যকারী, তাদেরকে যারা কোন অন্যায় কাজ বা পাপে লিপ্ত করার চেষ্টা করে, তারাইনৈরাজ্যবাদী। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯১৪, হাদীস আসমা বিনতে ইয়াযিদ, হাদীস নম্বর ২৮১৫৩, আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৮ইং)

অতএব, এই হল নৈরাজ্যের পরিচয় এবং

তা এড়িয়ে চলার মানদণ্ড।এরপর প্রশ্ন দাঁড়াবে, সকল প্রকার বিদ্রোহপূর্ণ আচরণ আমরা বর্জন করেছি কি?

পরের প্রশ্নটি হল, আমরা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বশীভূত হচ্ছি না তো? আজকের যুগে যখন সর্বত্র নির্লজ্জতার রাজত্ব, সেখানে রিপুর তাড়নাকে পরাভূত করাও একপ্রকার জিহাদ।

এরপর প্রশ্ন আসবে, আমরা কি সারা বছর দৈনিক পাঁচ বেলার নামায যত্নসহকারে এবং নিয়মিত আদায় করছিলাম? কেননা, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা তাগিদ ও নসীহত করেছেন,বরং নির্দেশ দিয়েছেন। আর মহানবী (সা.) বলেছেন, নামায ছেড়ে দেয়া মানুষকে শিরক এবং কুফরের নিকটতর করে। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নম্বর ৮২)

এরপর আমাদের এটি দেখতে হবে যে, তাহাজ্জুদ নামায পড়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি ছিল কি? কেননা,এ সম্পর্কে রসূল করীম (সা.)-এর উক্তি রয়েছে যে, তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা কর, এটি পুণ্যবানদের রীতি। তিনি (সা.) বলেন, এটি খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তিনি (সা.) আরো বলেন, তাহাজ্জুদ নামাযের অভ্যাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পাপ দূরীভূত করে, আর দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকেও মানুষকে রক্ষা করে। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, হাদীস নম্বর ৩৫৪৯)

পুনরায়, আমাদেরকে এ প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা কি রীতিমত মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের চেষ্টা করেছি বা চেষ্টা করে থাকি? কেননা, এটি মু'মিনদের প্রতি খোদার বিশেষ নির্দেশাবলীর একটি, আর এটি দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যমও বটে। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, দোয়ায় দরূদ শরীফ না থাকলে সেই দোয়া আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে।(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, আবওয়াবুল বিতর, হাদীস নম্বর ৪৮৬)

দোয়া করার সময় তোমরা যদি দরূদ-শরীফ পাঠ না কর, তবে সেই সব দোয়া ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশে উত্থিত হবে না, মাঝ পথে থেমে থাকবে। কেননা, তাতে সেই রীতি অবলম্বন করা হয় নি, যা আল্লাহ্ তা'লা শিখিয়েছেন। আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দোয়ার সাথে দরূদ শরীফ সম্পৃক্ত থাকাও আবশ্যক।

এরপর আমাদের প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা নিয়মিত ইস্তেগফার করেছি কি-না। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইস্তেগফারকে আঁকড়ে ধরে রাখে অর্থাৎ, যে নিয়মিত ইস্তেগফার করে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য সকল সংকীর্ণতা দূর করে পথ সুগম করে দেন, সকল সমস্যার মুখে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করেন আর সেই সকল স্থান থেকে তাকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। (সুনান আবু দাউদ, আবওয়াবুল বিতর, হাদীস নম্বর ১৫১৮)

এরপর প্রশ্ন উঠবে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কি? কেননা, মহানবী (সা.) বলেছেন, খোদার প্রশংসা ছাড়া আরম্ভ করা কাজ ত্রুটিপূর্ণ থাকে এবং বরকত ও প্রভাব শূণ্য হয়।(সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ্, হাদীস নম্বর ১৮৯৪)

আরেকটি প্রশ্ন হবে যে, আপন-পর সবাইকে কি আমরা যে কোন ধরনের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত ছিলাম? আমাদের হাত এবং জিহ্বা অন্যদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে মুক্ত ছিল কি? আমরা মার্জনা এবং ক্ষমার আচরণ প্রদর্শন করেছি কি? বিনয় এবং নম্রতা কি আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল? সুখ, দুঃখ, সঙ্কীর্ণতা, স্বাচ্ছন্দ্য, সর্বাবস্থায় কি আমরা আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রেখেছি? হৃদয়ে কখনো আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ উঠে নি তো যে, আমার দোয়াগুলো কেন গৃহীত হয় নি বা আমাকে কেন এই কষ্টের মুখে ঠেলে দেয়া হল? এমন অভিযোগ থাকলে কোন মানুষ মু'মিন থাকতে পারে না।

আরেকটি প্রশ্ন হবে, সকল প্রকার কু-প্রথা এবং কামনা-বাসনার কথা কি আমরা সম্পূর্নরূপে পরিহার করার চেষ্টা করেছি? রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, এ সব কু-প্রথা এবং বিদআত তোমাদেরকে ভ্রষ্টতার মুখে ঠেলে দেয়। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা কর। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, হাদীস নম্বর, ২৬৭৬)

এরপর প্রশ্ন উঠবে যে, কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর বিধি-নিষেধও নির্দেশাবলী পুর্ণরূপে মানার চেষ্টা করেছি কি?

পুনরায় প্রশ্ন আসবে, অহংকার ও গর্বকে আমরা সর্বতোভাবে পরিহার করেছি কি-না বা পরিহার করার চেষ্টা করেছি কি-না? কেননা, শিরকের পর সবচেয়ে বড় বিপত্তি হল অহংকার এবং গর্ব। মহানবী (সা.) বলেছেন, অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর অহংকার হল, মানুষের সততা অস্বীকার করা, মানুষকে ইতর মনে করা এবং তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা, আর তাদের সাথে মন্দ আচরণ করা। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নম্বর ৯১)

এরপর এই প্রশ্ন আসবে যে, উন্নত আচার-আচারণের সুমহান মানে উপনীত হওয়ার জন্য আমরা কি চেষ্টা করেছি? আমরা কি নম্রতা ও দীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করেছি? মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে মিসকিন বা দীনতা অবলম্বনকারীদের মর্যাদা কত মহান দেখুন! কেননা, তিনি (সা.) দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্! আমাকে দীনতার মাঝে জীবিত রাখ এবং দীনতার মাঝেই মৃত্যু দাও আর মিসকিনদের সাথেই আমার উত্থান কর। (সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নম্বর ৪১২৬)

পুনরায় প্রশ্ন আসেবে যে, আমাদের প্রতিটি দিন কি আমাদের মাঝে ধর্মীয় উন্নতি এবং ধর্মের সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় হয়েছে? ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা প্রায়শ পুনরাবৃত্তি করি, তা কেবল অন্তঃসার-শূণ্য অঙ্গীকার নয় তো?

এরপর প্রশ্ন দাঁড়াবে, ইসলামের ভালোবাসায় আমরা এতটা উন্নতি করার চেষ্টা কি করেছি যে, ইসলামকে স্বীয় সম্পদ ও সম্মানের উপর প্রাধান্য দিয়েছি এবং নিজের সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করেছি? রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলাম-ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন আর ইসলাম হল, তোমরা তোমাদের স্বীয় সত্তাকে পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার হাতে সমর্পন কর, অন্য সব উপাস্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। (কনযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২, হাদীস নম্বর ১৩৭৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০৪)

একজন মু'মিনের মহিমা হল, এ সমস্ত বৃথা-কার্যকলাপ সে শুধু এড়িয়েই চলবে না এবং এগুলোকে ন্যক্কারজনকই মনে করবে না, বরং তার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তার জীবনে একটি বছর এসেছে আর চলেও গেছে। এ বছরটি আমাদের কী দিয়ে গেল আরকী নিয়ে গেল এবং এ বছরে আমরা পেলামই বা-কী আর হারালামই বা-কী? একজন মু'মিনকে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, এ বছরে সে কী হারিয়েছে আর কী পেয়েছে? তার জাগতিক বা বৈষয়িক অবস্থায় ইতিবাচক কী পরিবর্তন এসেছে, অথবা তাকে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে যে, সে কী হারালো আর কী পেল? আর ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গিয়ে কোন্ মাপকাঠিতে যাচাই করলে সে বুঝতে পারবে যে, কী হারালো আর কী পেল?

এরপর আমাদের এভাবে আত্ম-জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমরা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতায় অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করেছি বা করছি?

এরপর প্রশ্ন করতে হবে, নিজেদের সকল শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেছি কি? মহানবী (সা.) বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টি খোদা তা'লার পরিবার-পরিজন। (আল্ মু'জামুল আওসাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৩, হাদীস নম্বর ৫৫৪১, দারুল ফিকর, ওমান ১৯৯৯) অতএব, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মাঝে সেই ব্যক্তি অত্যন্ত পছন্দনীয়, যে তাঁর পরিবার-পরিজনের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করে।

পুনরায় প্রশ্ন করতে হবে, আমরা নিজেরা কি এই দোয়া করেছি এবং সন্তানদেরকেও এর নসীহত করেছি যে, আমাদের মাঝে যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আনুগত্যের প্রচেষ্টা বিরাজমান থাকে, আর আমরা যেন সব সময় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে তাঁর আনুগত্য করতে থাকি? আর এ ক্ষেত্রে যেন উন্নতিও করতে থাকি?

পুনরায় প্রশ্ন আসবে, আমরা কি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্বএবং আনুগত্যের সম্পর্ক এতটা দৃঢ় করেছি, যার সামনে অন্য সকল জাগতিক-সম্পর্ক তুচ্ছ মনে হবে?

এরপর প্রশ্ন আসবে, আহমদীয়া খেলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং এ ক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য সারা বছর জুড়ে কি আমরা দোয়া করেছি? আহমদীয়া খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি নিজেদের সন্তান-সন্ততির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কি? আর তাদের জন্য কি এ দোয়া করেছি যে, তাদের মাঝে যেন সেই মনোযোগ সৃষ্টি হয়?

পুনরায় প্রশ্ন আসবে, যুগ-খলীফা এবং জামা'তের জন্য আমরা নিয়মিত দোয়া করেছি কি?

এসব প্রশ্নের অধিকাংশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক উত্তরের মাঝে এ বছর অতিবাহিত হয়ে থাকলে কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। আর যেসব প্রশ্ন আমি উঠিয়েছি, সেগুলোর অধিক সংখ্যক উত্তর যদি নেতিবাচক হয়ে থাকে, তবে আমাদের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হবে। এ রাতগুলোকে দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করে এর সুরাহা করা যেতে পারে। (অর্থাৎ, আজ এবং আগামীকালের রাত।) আর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হোন এবং বিশেষ করে নববর্ষের রাতে এই দোয়া করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অতীতের ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতা ক্ষমা করুন। আর নববর্ষে আমাদেরকে বেশি বেশি পাওয়ার তৌফিক দিন, আমরা যেন কিছুই না হারাই। আর আমরা যেন সেই সব মু'মিনদের অন্তর্ভূক্ত হই, যারা খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি, যাতে তিনি তাঁর জামা'তকে উপদেশ দিয়েছেন এবং একটি বিজ্ঞাপন হিসেবে তা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি (আ.) বলেন:

"আমার পুরো জামা'ত, যারা এখানে উপস্থিত আছে বা নিজ নিজ অঞ্চলে বা ঘরে বসবাস করছে, তাদের এই নসীহত মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত যে, এই জামা'তভুক্ত হওয়ার ফলে তারা আমার সাথে ভালোবাসা এবং শিষ্যের যে সম্পর্ক রাখে, এর উদ্দেশ্য হল, তারা যেন নৈতিকতা,আধ্যাত্মিকতা এবং তাক্ওয়ার উন্নত-মানে উপনীত হয়। কোন নৈরাজ্য, দুষ্কৃতি এবং পাপাচার যেন তাদের কাছে ঘেঁষতে না পারে। তারা যেন পাঁচ বেলা বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত হয়, মিথ্যা না বলে, মুখের কথায় যেন কাউকে কষ্ট না দেয়। তারা যেন কোন প্রকার অপকর্মে লিপ্ত না হয়। কোন দুষ্কৃতি, যুলুম এবং নৈরাজ্যের ধারণাও যেন তাদের হৃদয়ে জাগ্রত না হয়। এক কথায়, সকল প্রকার পাপাচার, অপরাধ, অকরণীয় এবং বলার অযোগ্য বিষয়াদী আর প্রবৃত্তির সকল কামনা-বাসনা ও বৃথা কার্যকলাপ থেকে তারা যেন বিরত থাকে, (অর্থাৎ সকল প্রকার পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে) আর খোদার পবিত্র হৃদয়, নিরীহ, দীন-হীন প্রকৃতির বান্দা হয়ে যায় এবং তাদের সত্তায় যেন কোন বিষাক্ত উপকরণ অবশিষ্ট না থাকে।

তিনি বলেন, "...সমগ্র মানব জাতির প্রতি

সহানুভূতি প্রদর্শন যেন তাদের নীতি হয়।" (এক মু'মিন শুধু মু'মিনের প্রতিই সহানুভূতিশীল হবে না, বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া যেন তাদের রীতি হয়।)"আর তারা যেন খোদা তা'লাকে ভয় করে এবং নিজেদের কথা, কর্মও হৃদয়ের চিন্তা-ধারাকে সকল প্রকার অপবিত্রতা, নৈরাজ্যকর পন্থাও দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখে। তারা যেন পাঁচ বেলার নামায অত্যন্ত যত্ন সহকারে পড়ে। যুলুম, সমীলঙ্ঘন, আত্মসাৎ, ঘুষ আদান-প্রদান এবং অন্যের অধিকার খর্ব করা আর অযথা পক্ষপাতিত্ব করা থেকে যেন মুক্ত থাকে। কোন অসৎ-সঙ্গ যেন অবলম্বন না করে। আর পরে যদি প্রমাণিত হয় যে,তাদের সাথে উঠা-বসা করে এমন কোন ব্যক্তি খোদার নির্দেশাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় .... বা মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় বা অত্যাচারী-প্রকৃতির, দুষ্কৃতকারী এবং পাপাচারী, কিংবা যে ব্যক্তির সাথে তোমার বয়আত ও ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে, তাঁর সম্পর্কে অন্যায়ভাবে অযথা বিশ্রীও ধৃষ্টতামূলক কথা বলে, অপবাদ আরোপ করে এবং মিথ্যা কথা বলে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে প্রতারিত করতে চায়, তাহলে তোমাদের জন্য আবশ্যক হবে, নিজেদের মধ্য থেকে এই পাপকে দূরীভূত করা এবং এমন ভয়ঙ্কর মানুষকে এড়িয়ে চলা। (অর্থাৎ, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কথা বলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির সাহচর্যে বসা এবং তার সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক রাখা থেকে বিরত হও।

কেননা, এটি ভীষণ ভয়ঙ্কর-বিষয়। এর অর্থ এটি নয় যে, তবলীগ করবে না, বরং অন্যান্য সাধারণ মানুষকে তো তবলীগ করতে হবে, কিন্তু যারা মুনাফিক-শ্রেণির, যারা ভ্রান্ত-প্রকৃতির কথাবার্তা বলে এবং এই বিষয়ে হঠকারী অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গালমন্দ করা ছাড়া কথাই বলে না বা জামা'তের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদেরকে এড়িয়ে চল। যারা নেক-প্রকৃতির, তারা অবশ্যই কথা শুনে।)

তিনি আরো বলেন, "কোন জাতি, ধর্ম বা গোষ্ঠির মানুষের ক্ষতি করার দুরভিসন্ধি আটবে না, সবার জন্য সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী হবে। দুষ্কৃতকারী, দুরাচারী, নৈরাজ্যবাদী এবং পাপচারীরা যেন কোনভাবেই তোমাদের বৈঠকে স্থান না পায়, আর তোমাদের ঘরেও যেন বসবাস করতে না পারে। কেননা, যে-কোন সময় তারা তোমাদের স্খলন ডেকে আনবে"। (তারা যদি তোমাদের খুব কাছে থাকে, তাহলে তোমরাও হোঁচট খাবে।) তিনি আরো বলেন, "এইগুলো সেই বিষয় এবং সেই সব শর্ত, যা আমি শুরু থেকে বলে আসছি। আমার জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক, সে যেন এই সকল নসীহতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর তোমাদের বৈঠক বা মজলিসগুলোতে যেন কোন অপবিত্রতা, হাসি-ঠাট্টা এবং উপহাসের কার্যকলাপ না হয়। সৎ-মানসিকতা, পবিত্র-স্বভাব ও চিন্তা-চেতনার মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে চলাফেরা কর। স্মরণ রেখো! প্রত্যেক দুষ্কৃতির উত্তর দেয়া যায় না। তাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমা এবং মার্জনার অভ্যাসে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হও"। (সব স্থানে মোকাবিলা করার প্রয়োজন নেই, ক্ষমার অভ্যাস রপ্ত কর) "ধৈর্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শন কর, অবৈধভাবে কারো উপর হামলা করবে না, আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ কর, কারো সাথে যদি যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হও অথবা ধর্মীয় কোন আলোচনা হয়, তবে তা নম্র-ভাষায় ভদ্রতার সাথে কর"। (যদি কোন যুক্তি-তর্ক বা ধর্মীয় আলোচনা করতে হয়, তবে তা ভদ্রতা বজায় রেখে কর।) "আর কেউ যদি অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করে, তাহলে সালাম বলে এমন বৈঠক ত্যাগ কর। তোমাদেরকে যদি কষ্ট দেয়া হয় আর গালি দেয়া হয় এবং তোমার সম্পর্কে যদি আজে-বাজে কথা বলা হয়, তাহলে সাবধান! অর্বাচীনতার উত্তর যেন অর্বাচীনতার মাধ্যমে দেয়া না হয়, নতুবা তোমরাও তাদের মত বলেই গণ্য হবে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এমন এক জামা'তে পরিণত করতে চান, যারা সারা পৃথিবীর জন্য পুণ্য এবং সততার ক্ষেত্রে অনুকরণীয়-আদর্শ হবে। তাই নিজেদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে অচিরেই বহিষ্কার কর, যে মন্দকর্ম, দুষ্কৃতি, নৈরাজ্য এবং পাপাচারিতার ঘৃণ্য-দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি আমাদের জামা'তে বিনয়, পুণ্য, তাক্‌ওয়া, সহনশীলতা, নম্রভাষা এবং সৎ প্রকৃতি ও স্বভাব অবলম্বন করে থাকতে পারবে না, সে যেন কালক্ষেপণ না করে আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কেননা, আমাদের খোদা চান না যে, এমন ব্যক্তি আমাদের মাঝে থাকুক। সে অবশ্যই দুর্ভাগ্য নিয়ে মরবে। কেননা, সে সৎপথ অবলম্বন করে নি। অতএব, সৎ-মানসিকতার অধিকারী, দীন-হীন এবং মুত্তাকী হয়ে যাও। পাঁচ বেলার নামায এবং নৈতিক-চরিত্রের মাপ-কাঠিতে তোমাদেরকে যাচাই করা হবে। পাপের বীজ যার মাঝে রয়েছে, সে এই নসীহতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।" তিনি বলেন, "তোমাদের হৃদয় যেন প্রতারণা-মুক্ত হয়, তোমাদের হাত যেন অন্যায় করা থেকে মুক্ত থাকে এবং তোমাদের চোখ যেন অপবিত্রতার ঊর্ধ্বে থাকে।

আর তোমাদের ভিতর যেন সততা ও সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ছাড়া অন্য কিছু না থাকে"। তিনি (আ.) বলেন,"যারা আমার সাথে কাদিয়ানে থাকে, তারা আমার বন্ধু। আমি আশা করি, তারা তাদের সমস্ত মানবীয় শক্তি-বৃত্তির উন্নত-দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে"। হুযূর (আ.) বলেন, "আমি চাই না যে, এই পবিত্র জামা'তে এমন কোন ব্যক্তি থাকবে, যার অবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হবে বা যার চাল-চলনে কোন আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে, অথবা তার মাঝে কোন ধরনের নৈরাজ্যের অভ্যাস বা অন্য কোন প্রকার অপবিত্রতা থাকবে। অতএব, নিশ্চিতভাবে আমাদের জন্য এটি আবশ্যক হবে, আমরা যদি কারো বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ শুনি যে, সে আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত আবশ্যিক দায়িত্বাবলী পালনে অনর্থক অবহেলা করে (ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে) বা হাসি-ঠাট্টা ও বৃথাকর্মের কোন বৈঠকে বসে (বিরোধীদের এমন বৈঠকে বসে, যেখানে হাসি-ঠাট্টা ও বৃথা কার্যকলাপ হয় বা এমন মজলিসে বসে যেখানে নোংরামি হয়) বা তার মাঝে অন্য কোন ধরনের মন্দ-আচরণ থাকে, তবে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের জামা'ত থেকে বের করে দেয়া হবে"।

তিনি (আ.) আরো বলেন: "আসল কথা হল, একটি খেত, যা কষ্ট করে প্রস্তুত করা হয় এবং ফসল লাগানো হয়, তাতে আগাছাও জন্ম নেয়, যা কেঁটে ফেলার ও জ্বালানোর যোগ্য। প্রকৃতির নিয়ম এভাবেই চলে আসছে, যা থেকে আমাদের জামা'ত ব্যতিক্রম হতে পারে না। আমি জানি, যারা সত্যিকার-অর্থে আমার জামা'তভুক্ত, তাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লা এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, তারা সহজাতভাবে পাপকে ঘৃণা করে আর পুণ্যকে ভালোবাসে। আর

আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই মসীহ্ মওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীকে মানার তৌফিক দিয়েছেন, যিনি আমাদের সামনে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের শিক্ষার সার এবং নির্যাস উপস্থাপন করেছেন আর আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা যদি এই মাপকাঠিকে সামনে রাখ, তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, তোমরা কি তোমাদের জীবনের লক্ষ্য অর্জন করেছ বা অর্জনের চেষ্টা করেছ? এই মানদণ্ড-সামনে রাখলেই তোমরা সত্যিকার-মু'মিন হিসেবে গণ্য হবে। এই শর্তগুলো অনুসরণ করলে নিজেদের ঈমানকে সঠিকভাবে যাচাই করতে পারবে।

আমি আশা করি, মানুষের জন্য তারা নিজেদের জীবনের অতি-উত্তম আদর্শ রেখে যাবে।" (মজমুয়া ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৯, বিজ্ঞাপনের তারিখ, ২৯ মে ১৮৯৮, আপনি জামা'ত কো মুতানাব্বা কারনে কেলিয়ে এক জরুরী ইশতেহার)

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই নসীহত এবং এই সতর্ক-বাণীকে সামনে রেখে নিজেদের জীবন-যাপনকারী হই। বয়'আতের যে অঙ্গীকার আমরা করেছি, তা যেন আমরা পালন করতে পারি। আমাদের জীবন যেন খোদার সন্তুষ্টির জন্যই অতিবাহিত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা অনুসারে নিজেদের জীবন গড়ে তুলে মানুষের সামনে আমরা যেন উত্তম আদর্শ স্থাপন করতে পারি। খোদা তা'লা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে রেখে আমাদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করুন।হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের জন্য যেসব সফলতা নির্ধারিত আছে, তা যেন আমরা নিজ চোখে দেখি। এই নববর্ষ অশেষ কল্যাণরাজি বয়ে আনুক। শত্রুর এমন সব ষড়যন্ত্র যেন ব্যর্থ-মনোরথ হয়, যে সব ষড়যন্ত্রে এরা জামা'তের বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ বছর পাকিস্তানের আহমদীরা কাদিয়ানের জলসায় যেতে পারে নি আর এজন্য তারা দুঃখ-ভারাক্রান্ত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করুন।

আলজেরিয়ার আহমদীদের সমস্যাবলীও দূরীভূত করুন। তাদের অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা-মামলা রয়েছে। তারা এখন বন্দীদশায় কারাগারে দিনাতিপাত করছেন। তাদেরকে জেলে রাখা হয়েছে।আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

শত্রু যখন বাড়াবাড়ি এবং নিপীড়ন ও নির্যাতনে সীমালঙ্ঘন করছে, তখন আমাদেরও উচিত, নিজেদের অবস্থাকে খোদার সম্মতির অধীনস্ত করে দোয়ার উপর অধিক জোর দেয়া। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাড়ীঘর ও চেম্বারের সার্বক্ষণিক কাজের জন্য একজন কর্মী আবশ্যক।

যোগ্যতা :

১। নিয়মিত নামাযী ও চাঁদাদাতা (কমপক্ষে তিন বছর পূর্ব থেকে)।
২। ওয়াকারে আমলের কাজে অভিজ্ঞ ও সবধরণের পরিশ্রমে নিষ্ঠাবান।
৩। ডিকশনারীতে অক্ষর খুঁজতে অভিজ্ঞ ও লেনদেনে বিশ্বস্ত।

শর্তাবলী :

ক) ১১ মাস প্রশিক্ষণরত হিসেবে কাজের পর মাসিক ৬০০০/- টাকা সম্মানি হবে। দৈনিক ২০০/- টাকা হিসাবে ৩০ দিনের কাজের বিনিময়ে উক্ত সম্মানি প্রযোজ্য। সারা মাসে ৩০ দিনের কম কাজ করলে আনুপাতিক হারে সম্মানি কম হবে।
খ) প্রথম ১ মাস ৩৫% এবং পরবর্তী ১০ মাস ৭০% হারে সম্মানি দেওয়া হবে (দৈনিক ১৪০/- টাকা)।
গ) কমপক্ষে ৩ মাস নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে চাকুরি করার ওয়াদাবদ্ধ হতে হবে।

কায়েদ ও প্রেসিডেন্ট সাহেবের সত্যায়নসহ সাদা কাগজে আবেদন ও ওয়াদা করতে হবে।

এ সংক্রান্ত বর্তমান ও পরবর্তী সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
মোহাম্মদীয়া হোমিও চেম্বার
৩৭৫/৫ /এ, উত্তর পীরেরবাগ, মিরপুর-১
মোবাইল : ০১৭২১৭৩৭৯২৫, ০১৯১৩০৪৯৪১৩।

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(৯ম কিস্তি)

সামাজিক শান্তি

(১) সমসাময়িক সামাজিক ব্যবস্থা।

(২) সামাজিক ব্যবস্থার দু'টি আবহাওয়া।

(৩) বস্তুবাদী সমাজের দম্ভ এবং তার চূড়ান্ত পরিণতি।

(৪) পারলৌকিক জীবনের প্রত্যাখ্যান।

(৫) বস্তুবাদী সমাজের চারটি বৈশিষ্ট্য।

(৬) জবাবদিহিতা।

(৭) ইসলামের সামাজিক আবহাওয়া।

(৮) ইসলামী সমাজের মৌলিক আদর্শ।

(৯) সতীত্ব।

(১০) নারী-পুরুষের পৃথকীকরণ।

(১১) নারী-অধিকারের নবযুগের সূচনা।

(১২) নারীর সম-অধিকার।

(১৩) একাধিক বিবাহ।

(১৪) বয়স্কদের সেবাযত্ন।

(১৫) ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

(১৬) নিষ্ফল, বৃথা কার্যকলাপ নিরুৎসাহিত করণ।

(১৭) কামনা-বাসনার নিয়ন্ত্রণ।

(১৮) ট্রাষ্ট গঠন এবং ট্রাষ্ট ও চুক্তির অলংঘনীয়তা।

(১৯) অশুভ বা মন্দের উৎপাটন একটি সম্মিলিত দায়িত্ব।

(২০) 'কর' এবং 'কর না'–(আদেশ ও নিষেধ)।

(২১) জাতিভেদ প্রথার প্রত্যাখ্যান।

"আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করার মত অন্য লোকদেরকেও) দান করার আদেশ দিচ্ছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ এবং বিদ্রোহ করতে বারণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" (আন্ নাহ্ল- ১৬ঃ৯১)

"তোমরা জেনে রাখ, এই পার্থিব-জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাক-চিক্য, সৌন্দর্য, তোমাদের মধ্যে পরস্পর আত্মশ্লাঘা, এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র। এর দৃষ্টান্ত সেই বারিধারার ন্যায়, যার (দ্বারা উৎপাদিত) শাক-সজী কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা পরিপক্ক হয় এবং তুমি তা হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, যা অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, এবং পরকালে রয়েছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন আযাব এবং সৎকর্মশীল লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি। এবং এই পার্থিব-জীবন (সাময়িক) ছলনাময়ী, ভোগ্যবস্তু ব্যতিরেকে কিছু নয়।" (আল্ হাদীদ- ৫৭ঃ২১)

সমসাময়িক সমাজে সামাজিক-শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা কী হতে পারে, এই প্রশ্নটির দিকে আমরা এখন দৃষ্টি ফেরাবো।

সমসাময়িক সামাজিক ব্যবস্থা

দুর্ভাগ্যক্রমে, সমাজে এখন নৈতিক-আচরণের ওপর থেকে ধর্মীয়-প্রভাব দ্রুত অপসৃত হয়ে পড়ছে। পরিস্থিতিটার আরও অবনতি ঘটছে এই কারণে যে, ধর্মীয়-দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্য এক তীব্র আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা সমকালীন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া সমাজে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তার অভাব এবং সামাজিক-আচরণের ক্ষেত্রে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা থেকে একটা আতংকেরও সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ধর্মীয় ও নৈতিক বিধি-নিষেধের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রবণতার পাশাপাশি সমান্তরালভাবেই বিরাজ করছে। চিরঞ্জীব এক খোদার প্রতি যে বিশ্বাস– যে খোদা মানুষের শুধু ভাগ্যই নির্ধারিত করে দেন নি, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্যাটার্ন পদ্ধতি নির্ধারণেরও

অধিকার যাঁর আছে- সেই খোদার প্রতি বিশ্বাস অতি দ্রুত ধ্বসে পড়ছে।

এই অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন সংক্ষিপ্তাকারে যা বলেছে, তা হচ্ছেঃ

'স্থলে ও জলে ফাসাদ ছেয়ে গেছে।' (রূম- ৩০:৪২)

খৃষ্টধর্ম পাশ্চাত্যের সর্বপ্রধান ধর্ম বিধায়, বর্তমান শতাব্দীর সূচনা অব্দি এর অনুসারীদের নৈতিক-আচরণের ওপরে এর একটা শক্তিশালী ও কার্যকর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, হায়! সেটা আর এখন নেই।

তার পরিবর্তে অন্য এক সভ্যতা গড়ে ওঠছে এবং তা গড়ে ওঠছে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ, দ্রুততর বৈজ্ঞানিক-উন্নতি এবং বস্তুবাদী-প্রগতি, প্রভৃতির সংমিশ্রণে। এই সভ্যতা খৃষ্টধর্মকে ধাপে ধাপে পাশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করছে। ফলে, এই ধর্মকে সামাজিক আচরণ ডৌল করার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে অধোগামী ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

সুতরাং, আজকের পাশ্চাত্যের নৈতিক-অবস্থার যে চরিত্র, তাও কম বেশী খৃষ্টান; ঠিক তেমনিভাবে, প্রায় সব মুসলিম দেশেরও নৈতিক-আচরণ অনৈসলামিক। এবং এটাই হচ্ছে, দুর্ভাগ্যক্রমে, পৃথিবীর অন্য সব দেশেরও সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা।

দুনিয়াতে আজ প্রচুর বৌদ্ধ আছে, কন্‌ফুসিয়ান আছে, হিন্দু আছে বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, বৌদ্ধধর্ম, কন্‌ফুসিয়ান বা হিন্দুধর্ম বড় একটা নজরে পড়ে না।

'জল আর জল সর্বত্র যে দিকেই তাকাই, কিন্তু পানীয় যে জল, তা এক বিন্দুও নাই।'

যদি কোন সমাজে নীতি-শাস্ত্র সম্পর্কিত ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত বিধি নিষেধ না থাকে, তাহলে সেখানে ভাবী-প্রজন্মের কাছে নৈতিকতা সব দিক থেকেই তার বাঁধন হারিয়ে ফেলবে, এবং সেই প্রজন্ম আর অন্ধভাবে সেই গতানুগতিক-ঐতিহ্যকে বিশুদ্ধ ও বৈধ বলে গ্রহণ করবে না। এই শ্রেণীর প্রজন্ম তখন শূন্যতার মধ্যে পতিত হয়ে একটা জটিল ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে বাধ্য হবে আর এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য একটা নূতন আগ্রহের সৃষ্টি হবে, এবং এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়াতে হয়তো-বা উন্নত এবং অধিকতর সন্তোষজনক একটা আচরণবিধি আবিষ্কার করা যেতেও পারে বা না-ও পারে। তবে অপরপক্ষে, এর দরুন সম্পূর্ণরূপে একটা বিশৃংখল-অবস্থা কিংবা একটা নৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে, এই পরবর্তী পরিস্থিতিটাই আধুনিক সমাজের কাম্য।

দুনিয়া জোড়া আজ একটা প্রবল হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে, তা সে হাওয়া প্রাচ্যের হোক আর প্রতীচ্যের হোক, ধর্মীয় হোক আর সেক্যুলার হোক। কিন্তু, এটা একটা অশুভ-হাওয়া, এবং তা সমগ্র জাগতের জলবায়ু থেকে দুষিত করে ফেলছে।

আমাদের সামাজিক-আবহাওয়ার দুষণের মাত্রা যে দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে দিকে আধুনিক-বিশ্ব যতটা সতর্ক ও সচেতন, তার চাইতে সে মনে হয় বেশী সতর্ক ও সচেতন বস্তুগত বা ভৌতিক-আবহাওয়ার দূষণ বৃদ্ধির ব্যাপারে। পবিত্র কুরআন স্পষ্টতঃই এমন একটা যুগের কথা বলতে গিয়ে ঘোষণা করেছে ঃ

'কসম সেই কালের। নিশ্চয় ইনসান (সামগ্রিকভাবে) বড় ক্ষতির মধ্যে আছে! তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে, এবং তারা একে অপরকে সত্যের উপরে দৃঢ় থাকবার এবং তা প্রচার করবার তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে এবং (এই পথে দুঃখ-কষ্টে ও আপদে বিপদে) একে, অপরকে ধৈর্যেরও তাকিদপূর্ণ ও উপদেশ দিতে থাকে।' (আল আসর-১০৩ঃ২-৪)

শোষণ, মুনাফেকী, ভন্ডামি, স্বার্থপরতা, নির্যাতন, লালসা, ভোগের উন্মত্ত-প্রয়াস, বিশৃংখলা, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, মানবাধিকার লংঘন, প্রতারনা, ধোকাবাজি, দায়িত্বহীনতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার অভাব, ইত্যাদি হচ্ছে আধুনিক সমাজগুলোর বৈশিষ্ট্য। এই কুৎসিৎ চেহারা, যা দিনে দিনে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে, তাকে সভ্যতার পাতলা আবরণ দিয়ে আর ডেকে রাখা যাচ্ছে না। অবশ্য, এটা বলা ঠিক হবে না যে, মানুষের অধঃপতনের এই জাতীয় ভয়াবহ অবস্থা অতীতে আর কখনোই হয় নি। বস্তুতঃ, অতীতের অনেক সভ্যতাই অনুরূপ সব ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল এবং অবশেষে মানবেতিহাসে তাদের অধ্যায়ের চূড়ান্ত-পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তবে নৈতিক-অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয়েছিল বলে পৃথিবীর বিশেষ কোন অঞ্চলকে এককভাবে চিহ্নিত করা হলে তা ভুল হবে।

সমাজ ভেঙ্গে পড়ছে সর্বত্রই। সর্বগ্রাসী (Totalitarian) দর্শনের দ্বারা শাসিত দেশগুলোর বিরুদ্ধে তথাকথিত মুক্ত-বিশ্বের ব্যক্তি-স্বাধীনতার চেতনার যে উত্থান ঘটছে, যা স্বয়ং একটা ভারসাম্যহী প্রবণতা হয়ে দেখা দিচ্ছে, তা-ই প্রধানতঃ ক্রমবর্ধমান সামাজিক-অসদাচরণের জন্য দায়ী।

সর্বগ্রাসী দর্শন দ্বারা শাসিত দেশগুলোর ব্যক্তি-স্বাধীনতার চেতনার যে ক্রমাগত উত্থান ঘটছে, তা বর্তমানে সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আদায়ের জন্য একটা ভয়ানক যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়ছে এবং সেনাবাহিনীর কোন উগ্র বামদলের পক্ষ থেকে যদি কোন অভ্যুত্থান না ঘটে, তাহলে বৃহত্তর স্বাধীনতার এই প্রবণতার আশু-বিজয় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। অতঃপর যা ঘটবে, তা সাবেক কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকদের নৈতিক-প্রত্যাশার ক্ষেত্রে মোটেই শুভ হবে না।

দু'দুটো প্রজন্মের প্রায় সবাই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছিল একটা নিরীশ্বরবাদী সমাজের শূন্যতার মধ্যে। তাদেরকে নৈতিক-আচরণের পথে পরিচালনার এবং সে

সম্পর্কে শৃংখলা শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ধর্মীয়-আদর্শের ভিত্তিতে তৈরী নৈতিক-মূল্যবোধের নীতিমালার অভাব তো আছেই, তদুপরি, বৃথা, আমোদ-প্রমোদপূর্ণ সুখের অন্বেষা এবং দায়িত্বহীনতার প্রবণতা, প্রভৃতির বিপদও পাশ্চাত্যের দিকে প্রবাহিত হয়ে আসছে এবং তা রাশিয়া এবং পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলোর যুবকদের ওপরে আছড়ে পড়ছে, যা আগামী বছরগুলোতে এই সব যুবকের নৈতিক-আচরণের ওপরে একটা ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য।

একই সঙ্গে, যে কেউ লক্ষ্য করতে পারবে যে, বহু যুগ ধরে ধর্মহীন জীবনযাপনের যে অভিজ্ঞতা, তা সমসাময়িক সমাজের জন্য শুধু যে অমঙ্গলই রেখে গেছে তা নয়, বরং তা পরিষ্কারভাবে কিছু কিছু সহায়ক-সুযোগও সৃষ্টি করে গেছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লব শুধু সাম্যবাদী দুনিয়ার সংগে ধর্মেরই বন্ধন ছিন্ন করেনি, বরং সেই সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও মতাদর্শ, যেগুলো আপনা-আপনি আগে থেকেই দূষিত ও বিকৃত হয়ে পড়েছিল, সেগুলোর সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিল। খৃষ্টধর্মই হোক বা ইসলামই হোক, খৃষ্টানরাই হোক বা মুসলমানরাই হোক এবং তারা যে কোন সম্প্রদায়ের বা ফের্কারই হোকনা কেন, তাদের নিজ নিজ ধর্মের ধারণার মধ্যে একটা মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল, যা বিশ্বাসের বহু ক্ষেত্রেই ধর্মীয় মতাদর্শ ও প্রাকৃতিক-বাস্তবতার সঙ্গে সাদৃশ্যহীন। দুটোই একই সঙ্গে সঠিক হতে পারে না। তাই ধর্মীয়-মতাদর্শ এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে অসামাঞ্জস্য দেখাবার জন্য একটা বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে, যা থাকলে আর বিচলিত হওয়ার কিছু থাকে না। পরস্পর-বিরোধী অবস্থার মধ্যে বাস করা সম্ভবতঃ সহজ নয়। তবে পরস্পর বিরোধী অবস্থাগুলো যদি জনগণের মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জন্ম নেয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। ক্রমান্বয়ে এমন এক সময় এই অবস্থাটার সৃষ্টি হয়েছিল, যখন ধর্মীয়-সম্প্রদায়গুলো পরস্পরবিরোধী অবস্থাগুলোর মধ্যে সেগুলোকে উপেক্ষা করেই কোনমতে বাস করতো। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লব তাদের জনগণের জন্য যে জিনিসটা করেছিল তা হচ্ছে, অন্য সব আদর্শ বা ধ্যান-ধারণা থেকে তাদের মগজ ধোলাই করে ফেলা এবং এদিক-সেদিক শোনা এবং দেখা বা দ্বৈতদৃষ্টি থেকে তাদেরকে নিরাময় করে তোলা।

এটা প্রতিদিনই তাদেরকে এক প্রকার নিরীহত্ব দান করেছিল, যা অর্জন করা তখনই সম্ভব, যখন আর কোন ভণ্ডামিই অবশিষ্ট থাকে না। এটা বলার সময় এখনও আসেনি যে, আগামীতে সংগ্রামের কঠিন সময় যখন আসবে, তখন এই নিরীহত্ব তাদের নৈতিক-উপকারে আসবে কি-না। তবে, একটা ব্যাপার একেবারেই নিশ্চিত যে, আজকের দুনিয়ার অন্য যে কোন জাতির লোকদের চাইতে তারা সত্যের বাণী শুনতে এবং তা গ্রহণ করতে অনেক বেশী নমনীয় হবে।

কিন্তু হায়! এই কথাটা আজকের দুনিয়ার তথাকথিত 'মুক্ত' জাতিগুলোর মধ্যে যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে খাটে না। এদের যে কেউ ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে স্বাধীনতার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বস্তুতঃ, যা খুশী তাই করতে পারে। এই প্রবণতাটার নেতা হিসেবে আমেরিকা ব্যাকপভাবে এবং কার্যকরভাবে প্রথম-বিশ্বের ইউরোপীয়-দেশগুলোর ওপরেই শুধু প্রভাব বিস্তার করছে না, দ্বিতীয় ও তৃতীয়-বিশ্বের জাতিগুলোর ওপরেও প্রভাব বিস্তার করছে। মানুষকে নৈতিক-জীবনের নিয়ম-শৃংখলা থেকে মুক্ত করে যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সেই বিকৃত-ধারণার প্রতিধ্বনি এখন শোনা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যবনিকার ওপার থেকেও।

দেহপশারিণী, সমকামী, মাদকাসক্ত, পতিতা, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর অপরাধীরা সংখ্যায় ও শক্তিতে বেড়ে চলেছে। তাদের উপদেশ দাতাকে 'নয় কেন?'- শুধু এতটুকু বলেই তারা তাদের আচরণ বা ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে এবং তাদের এই ধৃষ্টতা এখন এতটা বেড়ে গেছে যে, তা সমকালীন সমাজের জন্য রীতিমত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(চলবে)

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের প্রেক্ষাপট

সাব্বির আহমদ (মুত্তাকি)
শিক্ষার্থী জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আমরা আহমদী মুসলমানরা কারও জন্ম কিংবা মৃত্যু দিবস পালন করি না। কেননা, আঁ হযরত (সা.) কিংবা তাঁর খলীফগণের জীবনী থেকে এ ধরনের কোন সুন্নত পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, আমরা প্রতি বছরই কতক দিবস পালন করে থাকি। কিন্তু তা কোন প্রকার শির্ক কিংবা বিদ'আত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং যে সমস্ত দিবসগুলো আমরা পালন করে থাকি, তার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। কেননা, মসীহ্ মাওউদ দিবস, খেলাফত দিবস, মুসলেহ্ মাওউদ দিবস হিসেবে যে দিনগুলোকে আমরা উদযাপন করে থাকি, তার প্রতিটি দিনই খোদা তা'লার বিশেষ নেয়ামতের এক একটি ঝলক। এত মহান নেয়ামত রাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করলে আমরা নিতান্তই অকৃতজ্ঞ-বান্দা বিবেচিত হব। এছাড়াও এ দিনগুলোতে জলসার আয়োজনের মাধ্যমে আমরা ইতিহাসকে স্মরণ করে নিজেদের সংশোধনের জন্য আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্ম-বিশ্লেষণ করি যে, একজন আহমদী হিসেবে আমাদের করণীয় কি কি, আর আমরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কতটুকুই বা পালন করছি?

যা হোক, প্রতি বছর ২৩ মার্চ আমরা মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করে থাকি। আহমদীয়াতের ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এ যুগের মসীহ্ ও মাহদী হিসেবে পাঠিয়েছেন। ১৮৮২ সনে তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে "মামুরিয়্যাত" বা প্রত্যাদিষ্ট হবার সংবাদ লাভ করেন। এ সময় যুগের সংস্কারক ও হাকামান আদালান মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর আক্রমণকারীদের আপত্তি সমূহের অখন্ডনীয় জবাব দানের মাধ্যমে ইসলামের সেবা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি তখনও বয়আত বা দীক্ষা গ্রহণের কোন ইঙ্গিত লাভ করেন নি। অপরদিকে সত্যান্বেষী ও পুন্যাত্মাদের কেউ কেউ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সত্য উপলব্ধি করে তাদের বয়আত নেয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন লুধিয়ানা নিবাসী হযরত মুনশি সূফি আহমদ জান সাহেব। হযরত আকদাস (আ.)-এর বারাহীনে আহমদীয়া পাঠের পর তিনি মনে-প্রাণে তাঁর (আ.) প্রতি ফিদা হয়ে পড়েন এবং তার শত শত মুরীদকে পরিত্যাগ করে হুযূরের হাতে বয়আত নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে জবাবে বলেন যে, তিনি এখনও বয়আত বা দীক্ষা গ্রহণের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হতে আদিষ্ট হন নি।

অবশেষে খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় জামাতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার সময় এসে গেল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ সনে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বয়আত নেয়ার ঘোষণা দেন। তিনি (আ.) তাঁর একটি ইশতেহারের শেষ ভাগে "তবলীগ" শিরোনামে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে লিখেন ঃ

"আমি এখানে আরো একটি বার্তা সাধারণভাবে সকল মানুষকে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে পৌঁছাচ্ছি। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যারা সত্যের অনুসন্ধান করেন, তাঁরা প্রকৃত-ঈমান ও ঈমানের-প্রকৃত পবিত্রতা এবং ঐশী-প্রেমার্জনের পথ শিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং পাপী, অলস ও বিদ্রোহী-জীবন পরিত্যাগের জন্য আমার কাছে বয়আত বা দীক্ষা গ্রহণ করবেন। সুতরাং যারা তাদের আত্মার মধ্যে কোন প্রকার শক্তি অনুভব করেন, তাদের কতর্ব্য, তারা আমার কাছে উপস্থিত হোন। আমি তাঁদের জন্য চিন্তা করব এবং তাদের ভার হালকা করার চেষ্টা করব। যারা "মনে-প্রাণে ঐশী-শর্তাবলী পালন করতে প্রস্তুত থাকবে, আমার দোয়া এবং আমার মনোনিবেশে খোদা তা'লা তাঁদের জন্য বরকত দিবেন। এটি বিশ্ব-প্রতিপালকের আদেশ, যা আজ আমি পৌঁছালাম।" এ সম্পর্কে আমার ওপর আরবীতে ইলহাম হয়েছে। যার বঙ্গানুবাদ হল– "তুমি যখন সংকল্প কর, তখন আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর কর। আমাদের সামনে আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। যারা তোমার হাতে বয়আত গ্রহণ করবে, প্রকৃতপক্ষে তারা খোদা তা'লার হাতে বয়আত গ্রহণ করবে। আল্লাহ্ তা'লার হাত তাদের হাতের ওপর থাকবে। যারা হেদায়াত পালন করে, তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

এই ঘোষণা-পত্রে বয়আত গ্রহণের যেসব

শর্তবালীর কথা বলা হয়েছিল, তা হুযূর (আ.) ১৮৮৯ সনের ১২ জানুয়ারি প্রচারিত "তকমীলে তবলীগ" নামক ইশতেহারে বিশদভাবে প্রকাশ করেন। হুযূর (আ.) লুধিয়ান যাত্রা করেন এবং একটি ইশতেহারের মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, তিনি (আ.) ৪ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত লুধিয়ানা শহরে অবস্থান করবেন। এই সময়ের মধ্যে কেউ আসতে চাইলে তিনি যেন ১০ তারিখের পর উপস্থিত হন। আর কারও যদি কষ্ট বা সমস্যা হয়, তাহলে ২৫ মার্চের পর যে-কেউ কাদিয়ানে যেয়ে হুযূরের হাতে বয়আত নিতে পারবেন। হযরত আকদাস (আই.)-এর এই ঘোষণা শুনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সত্যান্বেষী ও পুণ্যাত্মাগণ লুধিয়ানায় পৌঁছাতে লাগলেন। হযরত মুন্‌শী আব্দুল্লাহ সানৌরি সাহেব, যিনি মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সফর সঙ্গী ছিলেন। তার বর্ণনানুযায়ী ২০ রজব ১৩০৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ মুন্‌শী সূফি আহমদ জান সাহেবের বাড়িতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রথম বয়আত নেয়া শুরু করেন। হুযূর (আ.) এর আদেশানুযায়ী সেই দিনই বয়াতের একটি রেজিষ্টার তৈরী করা হয় যাতে প্রত্যেক বয়আত গ্রহণকারী নিজ নাম ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এটিই যে, তখন মুন্‌শী সূফি আহমদ জান সাহেব এই ধরাধাম ত্যাগ করে পরপারে চলে গিয়েছিলেন। আর তাই মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে হাত রেখে বয়আত করার সৌভাগ্য তার হয়নি। এই জন্যই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রথম বয়আত নেয়ার জন্য সূফি আহমদ জান সাহেবের বাড়িটিকে নির্ধারণ করেন। ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সনে বয়আত নেয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সূফী আব্দুল্লাহ সানৌরী সাহেব বলেন,

"মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন প্রথম দিন লুধিয়ানায় বয়আত নেয়া শুরু করেন, তখন তিনি একটি ঘরে বসেন এবং দরজায় শেখ হামেদ আলীকে নির্ধারণ করে দেন আর তাকে বলেন যে, "আমি যার নাম বলব তুমি তাকে ভিতরে ডেকে দিবে"। সুতরাং প্রথমে তিনি (আ.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-কে ডাকলেন। এরপর মীর আব্বাস আলীকে, এরপর মুহাম্মদ হসাইন মুরাদাবাদীকে, এরপর চতুর্থ নাম্বারে আমাকে, অতঃপর আরো এক দুইজনকে নাম ধরে ধরে ডাকলেন। অবশেষে হামেদ আলীকে বললেন, তুমি নিজেই একজন একজন করে ভিতরে প্রবেশ করাও। (সীরাতুল মাহ্‌দী, প্রথম খন্ড, পৃ-৭৭)

এভাবে মোট চল্লিশ জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে হাত রেখে বয়আত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী "ফাবায়উহু" 'তোমরা তার হাতে বয়আত করবে'– এর সত্যায়নকারী হিসেবে পরিগণিত হন। বয়আত গ্রহণের পর খাবারের আয়োজন করা হয়। সবাই একত্রে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বসে খাবার উপভোগ করেন। খাওয়া-দাওয়ার পর দু-একজন তাঁর (আ.) কাছে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, "যারা যেতে চান যেতে পারেন"।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ দিনটিকে স্মরণ করে আমরা প্রতি বছর ২৩শে মার্চ জামাতে জামাতে জলসা বা আলোচনা-সভা করে থাকি। এ সভায় আমরা খোদা তা'লার এ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে, আমরা আজ সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছি, যারা সেদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে নিজেদের সবকিছু বিলীন করে দিয়ে বয়আত করেছিলেন। সুতরাং ১২৮ বছর পর আজ আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, আমরা কি নিজেদের মধ্যে সেই আন্তরিকতা রাখি, যা সেদিনের সৌভাগ্যবানরা রাখতেন? আমরা কি নিজেদেরকে খোদার রাস্তায় সেভাবে বিলীন করে দিতে পেরেছি, যা সেদিনের সৌভাগ্যবানরা করেছিলেন? আমরা কি বয়াতের দশটি শর্ত সেভাবে অনুধাবন করে যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করছি, যা সেদিনের সৌভাগ্যবানরা করেছিলেন?

বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ২৩ মার্চ ২০১২ সালে জুমুআর খুতবায় জামাতের সদস্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

"আজ থেকে ১২৩ বছর পূর্বে এই দিনে ইসলামের পুনঃজাগরণের প্রেক্ষাপটে কুরআন করীমের একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। একইভাবে, আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সকল অনুসঙ্গসহ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে এবং প্রতিশ্রুত, মসীহ্ ও মাহদী মাহুদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং বয়াতের সূচনার মাধ্যমে আখারীনদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যারা আওয়ালীনদের সাথে একীভূত হয়েছিলেন। অতঃপর আমরাও এই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি, যারা এ থেকে কল্যাণ লাভ করবো। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর, যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট বয়আতের দাবী করে, এ বিষয়টিকে ভালভাবে হৃদয়ে গেঁথে নেয়া উচিত যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়াতের অংশীদার হওয়া আমাদের ওপর অনেক বড় একটি দায়িত্ব অর্পণ করে। ইসলামের পুনর্জাগরণের যে মিশন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে, তা তাঁর (আ.) অনুসারীদের নিজেদের মধ্যে এক বিপ্লব সৃষ্টি করার দাবী রাখে, যেন আমরা সেই সমস্ত কল্যাণ লাভ করতে থাকি, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং প্রত্যেক বছর যখন ২৩ মার্চের দিনটি আসে, আমাদের আহমদীদের শুধু এটি মনে করে আনন্দিত হওয়া উচিৎ নয় যে, আজ আমরা মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করেছি অথবা আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা এই জামাতে অন্তর্ভূক্ত হতে পেরেছি। জামাতের সূচনার ইতিহাস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবী সম্বন্ধে আমরা অবগত হয়েছি, এতটুকুই যথেষ্ট নয়, অথবা জলসা উদযাপন করে নিলাম, এটিই সবকিছু নয়, বরং আরো এগিয়ে আমাদের এটি দেখা উচিত যে, আমরা এই বয়াতের দাবী কতটুকু পূরণ করতে পেরেছি?"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর খলীফাগণের আকাঙ্খানুযায়ী বয়াতের দাবী পূর্ণভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখেরুদ্দাওয়ানা আনিল হাম্‌দুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত যুগ-খলীফার সফরে আশিসমন্ডিত হলো কানাডা

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

(৪র্থ কিস্তি)

(১২) ২৪ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণ-প্রিয় নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে মিসিসাগার মেয়র মিঃ বনি ক্রম্বি কানাডার পিস ভিলেজস্থ মসজিদ 'বায়তুল ইসলাম'-এ আগমন করেন। সাক্ষাতকালে মেয়র মহোদয় হুযূর (আই.)-কে কানাডায় স্বাগত জানান এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণ কানাডাকে যেরূপ সার্থকভাবে সেবা দান করে চলছে, সেটার প্রশংসা করেন। এ ছাড়াও মিসিসাগার স্থানীয় খাদ্যভান্ডারগুলোয় বিশাল অনুদান দেয়া সহ আহমদীয়া মুসলিম জামাত কানাডায় যেসব দাতব্য সেবা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেজন্যেও তিনি হুযূর (আই.)কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মিসিসাগায় যুব-কর্মসংস্থানের অভাবের আধিক্যের কথা জানতে পেরে হুযূর (আই.) বলেন যে, যুবকদের দক্ষতা-বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্যে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, সেটা উন্নত করা জরুরী। তিনি বলেন যে, যুবকদের বেকারত্ব হচ্ছে দেশের নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। কারণ আর্থিক অভাব-অনটন হচ্ছে অপরাধ ও মৌলবাদের সহায়ক একটি অবস্থা।

মেয়র মহোদয় হুযূর (আই.)-এর কাছে তার সাম্প্রতিক-সফরের বিষয়ে জানতে চাইলে হুযূর (আই.) জানান যে, বিগত ৩ মাসে তিনি যুক্তরাজ্য ও জার্মানীর জলসা সালানায় উপস্থিত ছিলেন, আর অতি-সম্প্রতি মিসিসাগার আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৪০তম, জলসা সালনায় উপস্থিত হন।

(১৩) ২৮ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় নেতা ও ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কানাডার টরন্টোস্থ ইয়র্ক-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবদি, সংবাদ-মাধ্যমের কর্মী এবং চিন্তাবিদগণ সহ ১৮০ জনেরও অধিক শ্রোতার সামনে এক ঐতিহাসিক-বক্তব্য প্রদান করেন। ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ-সাজেসে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল 'ন্যায়হীন এক বিশ্বে ন্যায়বিচার'। হুযূর (আই.) তার বক্তব্যে বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সংঘাত এবং আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের আসন্ন-বিপদ সম্পর্কে কথা বলেন। বক্তৃতায় হুযূর (আই.) বলেন যে, মানুষের বুদ্ধিমত্তা যখন এর প্রায়োগিক ও বৈজ্ঞানিক-উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন একই সাথে কখনো এটা মন্দ এবং ধ্বংস করার শক্তি হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। হুযূর (আই.) বলেন ঃ "উন্নত প্রায়োগিক-বিদ্যার এ সক্ষমতাও আছে যে, একটি বোতামে টিপ দিলেই এটা অনেক দেশকে মানচিত্র থেকে নিমেষে মুছে ফেলতে পারে। আমি সেসব অস্ত্রের উন্নয়নের কথা বলছি, যেগুলোর ব্যবহার দ্বারা আতঙ্ক-জনিত কম্পন ও উৎসন্ন সাধন করা যায়। আজকাল এমন সব অস্ত্র প্রস্তুত হচ্ছে, যেগুলো কেবল আজকের সভ্যতাকেই ধ্বংস করতে সক্ষম নয়, বরং আগামী কয়েক প্রজন্মের দুর্দশা সাধনে সক্ষম"। সাম্প্রতিক সময়ের বৈশ্বিক-উত্তেজনার উদ্ধৃতি দিয়ে হুযূর (আই.) বলেন যে, একজন মুসলমান-নেতা হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্যে এটা এক দুঃখের কারণ যে, বিশ্বে আজ যে সংঘাত ও সন্ত্রাসবাদ বিদ্যমান, সেটার সাথে ইসলামকে অংশীদার করা হচ্ছে। এরপর হুযূর (আই.) ইসলামের প্রাথমিক- উৎস পবিত্র কুরআন এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (সা.) এর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলাম হিংস্রতা, চরমপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদে উৎসাহিত করার ভ্রান্ত-ধারনার অপনোদন করেন। পবিত্র নবী (সা.) এর প্রসিদ্ধ একটি হাদীস, যেখানে বলা হয়েছে যে, অপরের জন্যে কোন মানুষের এমনটাই আশা করা উচিত, যা সে নিজের জন্যে আশা করে। হুযূর (আই.) বলেন ঃ "মৌখিকভাবে এমনটি ঘোষণা করা খবই সহজ যে, 'হ্যাঁ, অন্যদের জন্যে আমরা উত্তম কিছু করি', তবে বাস্তবে এমনটি করা খুবই কষ্টকর ও দুঃসাধ্য। স্বার্থের সংঘাত যেখানেই আছে, সেখানে অধিকাংশ লোকই অন্যদের অধিকারের ওপরে ও উর্ধ্বে তাদের নিজেদের সুবিধারই প্রাধান্য দিতে আগ্রহী হয়"।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা নং-৪, আয়াত নং

৫৯ এর উদ্ধৃতি দেন, যেটা মুসলমানদেরকে সেসব লোকের কাছে তাদের জিম্মাদারী অর্পণের নির্দেশ দান করেছে, যারা সেগুলোর হক্‌দার। জিম্মাদারী অর্পনের উদাহরণ হিসেবে হুযূর (আই.) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন এবং বলেন ঃ "নির্বাচন কিংবা মনোনীত করণের ক্ষেত্রে কারো উচিত নয় যে, সে তার মিত্র অথবা দলের কোন সদস্যকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দেবে, বরং তার এ বিষয়টিরই অগ্রাধিকার দেয়া উচিত যে, নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে সবার চাইতে যোগ্য ও মানানসই ব্যক্তিটি কে, সেটি বিবেচনা করা। তারপর, যারা নির্বাচিত হবে এবং সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পাবে, তাদের উচিত সাধুতা, নিষ্ঠা এবং ন্যায়-বিচারের মাধ্যমে তাদের দায়িত্বাবলী পালন করা। এ শিক্ষাটিই হচ্ছে গণতন্ত্রের আদর্শ, যা ইসলাম সমর্থন করে। হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ " কোন প্রতিনিধি নির্বাচনে কিংবা কোন নীতি-নির্ধারণে কেবল দল কিংবা ব্যক্তিগত-সম্পর্ককে প্রাধান্য না দিয়ে এটাই হওয়া উচিত ভোটদানের মূল-নীতি"।

হুযূর (আই.) বলেন যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্বল-দেশগুলো যেহেতু প্রায়শঃই শক্তিশালী দেশগুলোর ওপর নির্ভর করে, সেহেতু শক্তিশালী দেশগুলোর উচিত, তাদের ওপর যে আস্থা অর্পণ করা হয়েছে, সেগুলো পূরণ করা। এ বিষয়ে হুযূর (আই.) বলেন ঃ "জাতিসংঘে এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, কতিপয় সেসব দেশ, যারা ক্ষমতা ও প্রভাবের অপব্যবহার করে, অথবা নিরাপত্তা-পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়ে কেবল নিজেদের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই ভেটো প্রয়োগ করে, যখন সেটা অধিকাংশ দেশের স্বার্থের বিরোধী হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সব সদস্যেরই উচিত, একত্রে কাজ করে তাদের অঙ্গীকার পালন করা, যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর তা হচ্ছে 'বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা"।

হুযূর (আই.) বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে, স্বার্থ-চিন্তাই হচ্ছে জাতিসংঘের শক্তিশালী সদস্যদের চরিত্রের উৎকর্ষ-নির্দেশক ছাপ। তিনি বলেন যে, নিরাপত্তা-পরিষদের স্থায়ী-সদস্যদের ভেটো প্রয়োগের যে ক্ষমতা, সেটা সন্দেহাতীতভাবে পক্ষপাত-দুষ্ট একটি বিষয়।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বৈদেশিক-নীতিতে বিভিন্ন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ২০০৩ সনে সংঘটিত ইরাক-যুদ্ধটি হচ্ছে এর এক 'প্রকৃষ্ট উদাহরণ', যার মধ্যে যুদ্ধটির সমর্থনকারীদের অনেকে, যারা প্রথম দিকে এটাকে সমর্থন করেছিল, এখন এটাকে 'এক গুরুতর-অন্যায় হয়েছে'–বলে স্বীকার করছে। এসব ত্রুটির পরিমাণ উল্লেখ করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এ ধরণের অবিচার বিশ্ব-শান্তির ভিত্তিকে টলিয়ে দিয়েছে এবং 'দায়েশ'-এর মত সন্ত্রাসী দলগুলোর সৃষ্টি ও বৃদ্ধিদানে সহায়তা করেছে। এসব দল এখন কেবল মুসলিম-বিশ্বের জন্যেই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্যেই হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে"।

হুযূর (আই.) বলেন, এমনটি মনে হয়না যে, বিশ্বের বৃহৎ-শক্তিগুলো অতীত থেকে কিছু শিখেছে। আর এ প্রসঙ্গে তিনি অস্ত্র-ব্যবসার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, আর্থিক কারণকে কী ভাবেই না নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের ওপর প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "বেশ কিছু সংখ্যক পশ্চিমা-দেশ সৌদি-আরবে তাদের অস্ত্র বিক্রী করছে, যেগুলো দিয়ে ইয়েমেনের মানুষদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে। মুসলিম কোন দেশেরই বৃহদাকারে অস্ত্র তৈরীর এমন কোন কারখানা নেই, যেগুলো বিশাল পরিমাণে মারণাস্ত্র প্রস্তুত করতে পারে, আর এভাবেই তাদের অস্ত্র-প্রাপ্তির প্রধান উৎসই হচ্ছে পশ্চিমা-বিশ্ব"।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন ঃ "পশ্চিমা লেখক-বৃন্দ এবং টীকাকার-বৃন্দও আন্তর্জাতিক অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের ভন্ডামি ও অনৈতিকতার কথা বলেছেন, তথাপি এ ধরণের অস্ত্র-বিক্রীর কথা যখন বলা হয়, সংশ্লিষ্ট সরকারগণ সে প্রশ্নটিকে হয় অগ্রাহ্য করে, নয়তো বা যেটা প্রকাশ্যভাবেই অযৌক্তিক, সেটাকে যৌক্তিক বলে চালিয়ে দেয়। যে বিষয়ে তারা উদ্বিগ্ন থাকে, তা হচ্ছে তাদের চেকগুলো যেন ছাড় পায়, যাতেকরে তাদের নিজস্ব জাতীয়-বাজেটে লক্ষকোটি ডলার যুক্ত হয়"।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ " সংক্ষেপে, অর্থই কথা বলে, আর নৈতিকতা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এমন এক পরিবেশে পৃথিবীতে শান্তি কিভাবে লাভ হতে পারে"? ন্যায়-বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামী-আদর্শের উদ্ধৃতি দিয়ে হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা নং-৪ আয়াত নং ১৩৬ এর উল্লেখ করে বলেন যে, মুসলমানদের উচিত, সত্য ও ন্যায়বিচারকে সমর্থন করতে গিয়ে প্রয়োজনে নিজেদের এবং তাদের প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে হলেও সাক্ষ্যপ্রদান করা। হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা নং-৫, আয়াত নং-৯ এর উদ্ধৃতি দান করেন, যাতে বর্ণিত আছে–'মানুষের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা ব্যতীত অন্য কিছু করতে প্ররোচিত না করে। সর্বদা ন্যায়পরায়ণ হও, সেটাই সততার অধিক নিকটবর্তী।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "এটাই হচ্ছে ন্যায়বিচারের সেই উন্নতমান, যা ইসলাম সমর্থন করে। আর তাই আজকের মুসলিম-সরকাররা যদি এ শিক্ষার অনুসরণ না করে, তবে এটা তাদের ত্রুটি। অতএব, তাদের অপকর্মের জন্যে ইসলামের ওপর দোষারোপ করাটা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবিচার"।

উপসংহারে হুযূর (আই.) বলেন ঃ "আমাদের সময়ে আমরা যদি সত্যিকারভাবেই শান্তি চাই, তবে আমাদেরকে অবশ্যই ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে হবে। সমতা ও নিরপেক্ষতাকে আমাদের অবশ্যই মূল্যায়ণ করতে হবে। ইসলামের পবিত্র নবী (সা.)

কত সুন্দরভাবেই না বর্ণনা করে গেছেন–'নিজদের জন্যে আমরা যা ভালবাসি, অপরের জন্যেও সেটাকে ভালবাসতে হবে। নিজদের অধিকার সম্পর্কে আমরা যতখানি সজাগ, অপরের অধিকার সম্পর্কেও আমাদেরকে ততটাই সজাগ থাকতে হবে'। আমাদের যুগে এগুলোই হচ্ছে শান্তির উপায়"।

ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর মিঃ গ্রেগ সর্বারা এবং ওন্টারিও-র গবেষণা, প্রবর্তন ও বিজ্ঞান মন্ত্রী মিঃ রেজা মরিদি এ অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। হুযূর (আই.) কর্তৃক মূল-বক্তব্য প্রদানের পূর্বে মিঃ সর্বারা এবং মিঃ মরিদি, উভয়েই হুযূর (আই.)কে ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে স্বাগত জানান, যখন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডা-র আমীর জনাব মালীক লাল খানও এক স্বাগত-ভাষণ দান করেন।

ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির চান্সেলর মিঃ গ্রেগ সর্বারা বলেন ঃ "অন্য যেকোন সংগঠনের মতই আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডা দ্রুততার সাথে এবং প্রগতিশীলভাবে এমন এক উদ্দেশ্য নিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেটার মর্মার্থ সমগ্র বিশ্বেই শ্রুত হওয়া প্রয়োজন, আর সেটা হচ্ছে–'সবার জন্যে শান্তি ও ভালবাসা এবং কারো জন্যে ঘৃণা নয়'–এর বাণী"। মিঃ রেজা মরিদি বলেন ঃ "আমরা এতোটাই সৌভাগ্যবান যে, মুসলিম-বিশ্বে আজ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর মত একজন নেতা আছেন, যিনি মুসলিম-বিশ্বকে তার শিক্ষা, তার বই-পুস্তক, তার খুতবা এবং তার সাক্ষাত দ্বারা পরিচালনা করছেন। সব মানুষের জন্য তিনি শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও সমতার সমর্থন করেন, আর তার মত একজন নেতা পেয়ে আমরা কৃতার্থ"। অনুষ্ঠানটির আগে ও পরে হুযূর (আই.) মিঃ সার্বারা এবং মিঃ মরিদিকে ব্যক্তিগত সাক্ষাত দান করেন।

(১৪) ৪ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় নেতা ও ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কানাডার সাসকাচিউন প্রদেশের রাজধানী-শহর রেজিনায় 'মাহ্‌মুদ মসজিদ'-এর উদ্বোধন করেন। সেখানে উপস্থিত হবার পর একটি স্মৃতিফলক উন্মোচন এবং সর্বশক্তিমান খোদার প্রশংসায় নীরব-দোয়ার মাধ্যমে হুযূর (আই.) মসজিদটি দাপ্তরিকভাবে উদ্বোধন করেন। এরপর হুযূর (আই.) নবনির্মিত এ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন, যার মধ্যে তিনি মসজিদগুলোর সত্যিকার এবং শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলো তুলে ধরেন। অধিকন্তু,হুযূর (আই.) স্থানীয় সেসব আহমদীর প্রচেষ্টা ও কুবরানীর প্রশংসা করেন, যারা এ মসজিদটি নির্মাণে অর্থের জোগান দিয়েছেন এবং এমনকি এর বাস্তব-নির্মাণেও মহান ভূমিকা পালন করেছেন। হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন যে, মসজিদ নির্মাণে যে অর্থ খরচ হয়েছে, সেটা অনেকটাই স্থানীয়-আহমদীদের স্বেচ্ছা-কুরবানীর কারণে হয়েছে। এছাড়াও এটার নির্মাণে সর্বমোট যে ৪১৫০০ man-hours খরচ হয়েছে, সেটা স্থানীয় আহমদীরা দান করেছেন।

চরমপন্থী মুসলমানদের কাজের সাথে আহমদী মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ কাজের বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ কতিপয় মুসলমান যে সময় বিশ্বে বিশৃঙ্খলা ছড়াতে ব্যস্ত, তখন আহমদী মুসলমানরা খোদার ঘর তৈরী করতে তাদের সম্পদ ও সময় উৎসর্গ করছে। আহমদী মুসলমানরা কাজ করছে পবিত্র নবী (সা.)-এর কথা মত, যিনি বলে গেছেন যে, জীবনে যারা আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণ করে, তারা বেহেশ্‌তে নিজেদের জন্যে একটি ঘর বানায়।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন যে, আহমদী মুসলমানরা যেসব কুরবানী করছে, সেগুলো তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই করছে এবং ইসলাম সম্পর্কে যেসব ভ্রান্ত-ধারণা প্রচলিত আছে, সেগুলো মোচন করার জন্যেই করছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "আহমদী মুসলমানরা যেসব কুরবানী করছে, সেগুলো বিশ্বকে একথা জানানোর জন্যেই করছে যে, মসজিদ এবং ইসলামের শিক্ষা বিশ্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যে তো নয়ই, বরং সেগুলো হচ্ছে এজীবনে ও আখেরাতেও আমাদের নিজেদের জীবনকে উন্নত করা। সৃষ্টিকর্তাকে ভালবাসতে এবং তাঁর সৃষ্ট-জীবদেরকে ভালবাসতেই তারা মানুষকে আকৃষ্ট করে"। হুযূর (আই.) মন্তব্য করেন যে, কানাডার আহমদী মুসলমানরা হোল খুবই ভাগ্যবান। কারণ, তারা এমনই এক দেশে বাস করে, যেখানে তারা মসজিদ নির্মাণ করতে এবং মুক্তভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে, অথচ পাকিস্তানে বসবাসরত আহমদী মুসলমানরা এমনটি করতে অক্ষম।

(চলবে)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৬৩)

পবিত্র কুরআনের আলোকে রূপক-বর্ণনার কিছু দৃষ্টান্তঃ

* সুরা–বনী ইসরায়েল:৭৩ আয়াতে বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকিবে, সে পরজগতেও অন্ধ হইবে এবং সে চরম বিপথগামী হইবে।"

এই আয়াতের শাব্দিক বা আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করলে তা হবে খুবই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। প্রকৃত-ব্যাখ্যা সাপেক্ষে ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ হলো এই যে, যারা ইহজীবনে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি–শক্তির সঠিক ব্যবহার করে না, তারাই পরকালে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হতে বঞ্চিত থাকবে। এই আয়াতে বিপথ-গামীতার প্রসঙ্গে অন্ধত্বের উপমা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে যারা ইহকালে চিন্তা–ভাবনা করে দেখে না, তারাই আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ এবং বিপথগামী। সুরা আনফাল-এর ১০৫নং আয়াতে সমাগত সত্যের প্রতি চক্ষু–বন্ধকারীদেরকে 'অন্ধ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

* হযরত আদম (আ.)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে (সুরা ৩:৬০, ৬:৩, ৭:১২-১৩, ১৫:২৭-২৮, ২১:১৭-১৮ এবং অন্যান্য আয়াত দ্রষ্টব্য)। কখনও মাটি, কখনও কাদা–মাটি, কখনও ঠন-ঠন বা শব্দকারি মাটির কথা বলা হয়েছে। মাটির পুতুল থেকে ফুৎকার দিয়ে আদমের সৃষ্টি হয় নাই। কথাগুলো ব্যাখ্যার মাধ্যমে বুঝতে হবে।

*মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক-পরিভ্রমণ (ইস্‌রা) এবং আধ্যাত্মিক স্বর্গারোহণ (মিরাজ) সম্পর্কিত দু'টি বিষয় উল্লেখযোগ্য (সুরা বণী ইসরাঈল এবং সূরা নযম)। প্রকৃত-পক্ষে ইস্‌রা এবং মে'রাজ ছিল কাশফ বা দিব্যদর্শন এবং মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক-অভিজ্ঞতা এগুলো দৈহিক অর্থে প্রযোজ্য নয়।

* মানুষকে তাড়া–হুড়া (স্বভাব) দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে (আম্বিয়াঃ ৩৮) কথাগুলোর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

* হযরত ইউসুফ (আঃ)–এর স্বপ্নে এগারোটি তারকা এবং সূর্য ও চন্দ্র দেখার তাৎপর্য বাহ্যিক-অর্থে পূর্ণ হওয়ার পরিবর্তে তাদের সঙ্গে পুনর্মিলনের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে (সূরা ইউসুফঃ ৪৭)।

* পবিত্র কুরআনে সাংকেতিক ভাষায় ২৮টি সুরার শুরুতে 'হুরুফে মুকাত্তাত'–এর ব্যবহার হয়েছে, যেগুলোর ব্যাখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

* 'মাসাল' (উপমা বা অনুরূপ হওয়া) দ্বারা শিক্ষা-মূলক বর্ণনা-রীতিকে বুঝায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতাআলা বলেছেন; "আর নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানব জাতির জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে"। (যুমারঃ ২৮)

আল্লাহ তা'লা কাফেরদের জন্য নূহ (আ.)-এর স্ত্রী এবং লূত (আ.)-এর স্ত্রীর উপমা (মাসাল) দিয়েছেন, পক্ষান্তরে মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তা'লা ফেরাউনের স্ত্রী এবং মরিয়মের দৃষ্টান্ত (মাসালা) প্রদান করেছেন (তাহরীমঃ ১১–১৩)

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে আরও বহু আয়াতে মাসাল বা উপমার কথা রয়েছে: সূরা বাকারা: ১৮-২৭, ইব্রাহীম: ২৫-২৭, নহল: ৭৬, হাজ্জ: ৭৪, রাদ: ১৭-১৮, কাহাফ: ৩৩–৪৫, নূর: ৪০, যুমার: ২৮-৩০, হাশর: ২২, ফাতহ: ৩০ দ্রষ্টব্য।

*পবিত্র কুরআনে আরো অনেক রূপক-বর্ণনা রয়েছে, যেগুলোর গূঢ়তত্ত্ব অনুধাবণ

করতে সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে শাব্দিক বা বাহ্যিক-অর্থ গ্রহণ করলে বিষবস্তুর প্রকৃত-উদ্দেশ্যকে অবহেলা করা হবে, যা কখনোই যুক্তিসিদ্ধ নয়। পবিত্র কুরআনে আখেরীযুগের বিশেষ নিদর্শনাবলী, ইসলামের বিশ্ব–বিজয়, পরকাল,দোযখ, বেহেশত, প্রভৃতি বিষয়ের রূপকাবৃত বর্ণনা রয়েছে। এসকল বিষয়ের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্য জন্য উপলব্ধি করতে হবে– শাব্দিক-অর্থ গ্রহণ করা সঠিক হবে না।

(ঙ) হাদীসের আলোকে রূপক-বর্ণনার দৃষ্টান্তঃ

হাদীসের বর্ণনা সমূহের মধ্যে নানা স্থানে রূপকের ভাষা ব্যবহার করে হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলোঃ

*কোন যুদ্ধের পর যখন সৈনিকরা উটগুলিকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেনঃ "তোমরা কাঁচের প্রতি খেয়াল রেখো, তোমরা কাঁচের প্রতি খেয়াল রেখো। তোমরা যদি উট দাবড়াতে থাকো, তাহলে তো উটের পৃষ্ঠের কাঁচগুলো (অর্থাৎ মেয়ে আরোহীরা) ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে" (বুখারী)।

রূপক এই বর্ণনার ক্ষেত্রে কাঁচ দ্বারা মেয়েদের মর্যাদা এবং সৌন্দর্য্য বুঝানো হয়েছে এবং তা সুরক্ষা করতে না পারলে প্রচন্ড বিপদের কথাই বলা হয়েছে এবং এই বিষয়টির দ্বারা নারী-জাতির প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং তাদের মর্যাদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, কোন সাধারণ বুদ্ধিমান লোক শাব্দিক অর্থে কোন মেয়েকে 'কাঁচ' বলে আখ্যায়িত করবে না।

* মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ বলেন, আমার কোন বান্দা যখন আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। যখন সে আমার দিকে দুই হাত অগ্রসর হয় তখন আমি তাঁর দিকে প্রসারিত বাহু পরিমাণ দৈর্ঘ্য অগ্রসর হই। সে যখন হেঁটে আসে, তখন আমি তার দিকে দৌড়াইয়া যাই" (বুখারী)।

বিষয়টি সম্পর্কে এ কারণে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই যে, আক্ষরিক অর্থে পরিমাপ করে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ার শাব্দিক-অর্থ গ্রহণ করা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর।

*মহানবী (সা.) বলেছেন, "মন্দ-ইচ্ছার পিছনে দোযখ লুক্কায়িত থাকে এবং বেহেশত থাকে কঠোর সাধনার দ্বারা আবৃত"(বুখারী)।

এই হাদীসের মর্মকথা হলো এই যে, মন্দ-ইচ্ছা পরিহার করতে হবে এবং কঠোর সাধনা করতে হবে, যাতে বিশ্বাসীগণ বেহেশত লাভ করতে পারেন।

*মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হলো– যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ এক মহাসাগরের মধ্যে নিজের আঙ্গুল ডুবিয়ে দেয় এবং এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক, তা কি পরিমাণ পানি নিয়ে আসে" (মুসলিম)।

এই হাদীস দ্বারা আখেরাতের জীবনের তুলনায় পার্থিব-জীবনের স্থায়ীত্ব কতোটা সামান্য, সেটাই বুঝানো হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আক্ষরিক-অর্থে পানির পরিমাণ মাপার কথা বলা হয় নাই।

*মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে" (বুখারী)।

রূপক-বর্ণনার এই অন্তর্নিহিত অর্থ হলো এই যে, আক্ষরিক-অর্থে কখনোই সূর্য পশ্চিম-দিক হতে উদিত হবে না, তবে সত্যের-সূর্য, তথা ইসলামের মহানবী (সা.)-এর আদর্শের মহাবিজয় কিয়ামতের পূর্বে অর্থাৎ আখেরী-যুগে পশ্চিমা-দেশগুলি হতে মহাসমারোহে সূচিত হবে এবং বিশ্বব্যাপী বাস্তব-রূপ লাভ করবে।

(চলবে)

বিনীত দোয়ার আবেদন

আমাদের একমাত্র কন্যা 'আফিয়া আহমদ সপ্তর্ষী' বয়স ৬ বছর (ওয়াকফে নও, নং ১৭৭৪৪-বি), সে আড়াই বছর বয়সে পায়ে ব্যাথা পেয়ে দেশের বিভিন্ন অর্থোপেডিক ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিল। এরপর গত বছরের নভেম্বর মাসে শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে ইন্ডিয়ার ভেলোরের 'সি.এম.সি' হাসপাতালে তার পায়ের অপারেশন হয়। মহান আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা, হুযূর (আই.)-এর দোয়া এবং সকল আহমদীর দোয়ার বরকতে অপারেশন ভালোভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ। এজন্য খাকসার মহান আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি এবং সকলের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আগামী মে ২০১৭-এর প্রথম সপ্তাহে পুনরায় সেখানে নিয়ে চিকিৎসককে দেখানোর কথা, সে অনুযায়ী হুযূর (আই.)-এর অনমতিক্রমে যথাসময়ে রৌনা দিব, ইনশাআল্লাহ্। আমাদের এ সফর যেন নিরাপদ হয় এবং সপ্তর্ষীর পূর্ণ সুস্থতা ও দীর্ঘায়ূর জন্য সকলের কাছে পুনরায় বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্ তা'লা সকল শিশুকে সুস্থ ও নিরাপদ জীবন দান করুন, আমীন।

দোয়াপ্রার্থী
মাহমুদ আহমদ সুমন
বাংলাডেস্ক, ঢাকা

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর সম্মানিত সদস্যদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, জামেয়া আহমদীয়া **বাংলাদেশ-এর ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সের ১২তম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি করা হবে**। আশা করা যাচ্ছে, এবছর ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। দরখাস্ত আগামী ১০/০৫/২০১৬ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণর্স, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ বরাবর পৌছাতে হবে। আগামী ২৩/৫/২০১৭ তারিখ থেকে ২৬/৫/২০১৭ তারিখ (রোজ মঙ্গলবার হতে শুক্রবার) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাল্লাহ্। **আবেদনকারীকে অবশ্যই ২২/৫/২০১৭ তারিখ বিকাল ৫.০০টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে রিপোর্ট করতে হবে।**

আবেদনকারীর যোগ্যতা হবে নিম্নরূপ : (১) এস.এস.সি/এইচ.এস.সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবে, তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, (৩) ভাল-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং স্বাস্থ্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্ব্বোচ্চ বয়স: এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ. এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর। (৫) ভর্ত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ওয়াকফে নও অগ্রাধিকার পাবে। (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে। (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে, (৮) ভাল আহমদী ও তাক্ওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (৯) আরবী, উর্দ্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়া'ত গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। (১১) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে। (১২) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে-অন্যথায় আবেদনপত্র গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ক) নিজের নাম, (খ) পিতার নাম, (গ) মাতার নাম, (ঘ) জম্ম তারিখ এবং বয়'আত গ্রহণকারী হলে বয়া'তের তারিখ উল্লেখ করতে হবে, (ঙ) শিক্ষাগত-যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি সাথে দিতে হবে। (চ) দরখাস্ত নিজ হাতে লিখতে হবে, (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে, নচেৎ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। (জ) জামাতি ও মজলিসি-চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মালের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে। (ঝ) ওয়াক্ফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ঞ) অন্য কোন বিশেষ-যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন। (ট) জামাতের এমন দুই জন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে, যিনি আবেদনকারী সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন। (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) ব্যক্তির এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তবে তা উল্লেখ করতে হবে।

প্রয়োজনে নিম্নের মোবাইল নম্বরসমূহে যোগাযোগ করা যাবে। ০১৭৭১৭০৫৫১৫, ০১৫৩১২৫১১৪০, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১। মহান আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের ও আমাদের সহায় হউন- আমীন।

মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ
সেক্রেটারী বোর্ড অফ গভর্ণর্স
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

সংবাদ

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন জামাত ও হালকায় মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত হয়

ক্রোড়া

গত ২০/২/২০১৭ তারিখ রোজ সোমবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্রোড়ার উদ্যোগে মসজিদে মাহমুদে জানাব আসাদুজ্জামান ভূইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব ফারুক আহমেদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব ইমদাদুল হক আদর। আলোচনা করেন জনাব এনামুল হক ইন্টু, জনাব আব্দুল হাকিম মোয়াল্লেম, ক্রোড়া। পরিশেষে সভাপতির মূল্যবান বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিল সন্তোষজনক।

গাজী মাজহারুল খোকন

বিষ্ণুপুর

গত ২১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বাদ যোহর বিষ্ণুপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে মজলিসের যয়ীম আমীর মাহমুদ ভূইয়ার সভাপতিত্বে ও মুহাম্মদ রূহানের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বায়তুল ফযল মসজিদে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালনের কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতা পর্বে মৌলবী আবদুস সালাম মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে জ্ঞানগর্ব ও প্রাণ সঞ্চারী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় খোদ্দাম, আতফাল, আনসার, লাজনা ও নাসেরাতের সদস্য ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সভার সভাপতি যয়ীম আমীর মাহমুদ ভূইয়ার সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া

খুলনা

গত ২০-০২-২০১৭ তারিখ বাদ মাগরীব স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব এস এম আনসার উদ্দীন সাহেব এর সভাপতিত্বে 'বায়তুর রহমান' মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব শেখ মুহাম্মদ ওমর প্রিন্স এবং নযম পাঠ করে শুনার জনাব তানভীর আহমেদ শোভন। অতঃপর মহান মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও এর পূর্ণতা এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ কর্মময়-জীবনের বিভিন্ন দিক, তাঁর রসূল-প্রেম বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং ইসলামের সেবায় তাঁর অবদান নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব আহসান জামীল, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা, জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, সেক্রেটারী ওসীয়্যত ও সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এবং মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মাওলানা রইস উদ্দীন সাহেব। পরিশেষে সভাপতি স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব এস এম আনসার উদ্দীন সাহেব মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর খেলাফতকালীন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় মোট ৪২ জন আহমদী সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

এন এ শাহীন আহমেদ

সিলেট সদর

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ রোজ সোমবার মাগরিব ও এশা জমা আদায়ের পর সিলেট সদর জামাতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসভবনে তারই সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মোহাম্মদ ফাহিম ইকবাল চৌধুরী। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লেখা উর্দু নযম পাঠ করে শুনান তানভীর আহমদ। এরপর উক্ত দিবসের তাৎপর্য, গুরুত্ব, কার্যাবলী, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সর্ব জনাব বদরুল ইসলাম, তসলিম আহমদ ভূইয়া, ও মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ ও জোনাল ইনচার্জ সিলেট। তারপর সভাপতি সাহেব সমাপনী-বক্তৃতা প্রদান করেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

জামালপুর (হবিগঞ্জ, সিলেট)

গত ২১-০২-২০১৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জামালপুর (হবিগঞ্জ) এর উদ্যোগে খাকসারের সভাপতিত্বে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠান শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মোহাম্মদ মোবাশ্‌শের আহমদ জুম্মান এবং নযম পাঠ করেন রফিক আহমদ চৌধুরী। অতঃপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের ওপর বক্তব্য রাখেন মৌ. হুমায়ুন কবির মোয়াল্লেম, ওয়াফি আহমদ চৌধুরী এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সভাপতি রফিক আহমদ চৌধুরী। সমাপ্তি-ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৪১ জন আহমদী সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

নূরনগর ঈশ্বরদী

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বাদ জুমুআ হতে আসর পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নূরনগর, ঈশ্বরদীতে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ

তৌফিক জামান (সহী), নযম (বাংলা) পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ মাসরুর আহমদ (শাওম) এবং উর্দু-নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ সাব্বির হোসেন। এরপর আলোচনা-পর্ব শুরু হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা মুসলেহ্ মাওউদ হযরত মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর জীবনের কর্মকান্ডের বিশাল অধ্যায় হতে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, মোহাম্মদ মাসরুর আহমদ, জনাব মাওলানা মোহাম্মদ বিপ্লব শাহ্ (সদর মুরব্বী) ও জনাব মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানের মাঝে আরও দুইজন লাজনার সদস্যা আসমা হাবিব ও রেজওয়ানা (জ্যোতি) নযম পরিবেশন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৬ জন আহমদী ভাই-বোন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

খাকদান

গত ২০ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খাকদানে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। এতে মেহমানসহ মোট ৪২ জন্য উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা নওশাদ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ খাকসার ও জালাল হোসেন এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সাদেক আহমদ

কটিয়াদী

গত ০৩/০৩/২০১৭ তারিখ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদীর উদ্যোগে এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে বায়তুল আহাদ মসজিদে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মৌলবী আব্দুল মান্নান এবং নযম পাঠ করেন আরাফ আহমদ। বক্তব্য রাখেন এড. মোহাম্মদ আজিজুল হক, মোহাম্মদ রুহুল আমীন, শোভন আহমদ। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৫১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রুহুল আমীন

বেতাল হালকা

গত ২০/০৩/২০১৭ তারিখ বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদীর উদ্যোগে ও স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে বেতাল হালকার মসজিদে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন এম এ মান্নান, নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ মিয়াচান এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বের, জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ও মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান। সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ১৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

রুহুল আমিন

শৈলমারী

গত ২০ ফেব্রুয়ারি রোজ সোমবার বাদ মাগরিব হতে ইশা পর্যন্ত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব জিহাদ আহমদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব শামীম আহমদ, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ও ২০ ফেব্রুয়ারি পটভূমি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন জনাব জামাল উদ্দীন সাহেব এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেবের বক্তৃতার পর সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রেসিডেন্ট, আ.মু.জা. শৈলমারী

শালগাঁও

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ শালগাঁও জামাতের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। জনাব ইব্রাহীম মিয়ার সভাপতিত্বে কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব শফিউল আলম খান আল্‌ভী এবং নযম পরিবেশন করেন মাসরুর আলম খান প্রভাত। বক্তৃতা পর্বে বক্তব্য রাখেন জনাব মৌলবী শাহ আলম খান হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পড়ে শোনান। জনাব আজিজুল হক, নাসির মৃধা, বিষয়বস্তু মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা; উর্দু নযম পারুল আলম খান, ৩য় বক্তা জনাব মৌলবী শামসুল ইসলাম (স্থানীয় মোয়াল্লেম) বিষয়বস্তু বিভিন্ন মনিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ৩১ জন সদস্য।

মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম

হোসনাবাদ

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ রোজ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হোসনাবাদ এর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন আব্দুর রহিম ভূইয়া, প্রেসিডেন্ট হোসনাবাদ। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব ফয়সাল আলম এবং নযম পরিবেশন করেন খাকসার জনাব জাকারিয়া আহমেদ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনী ও গুণাবলী নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সেক্রেটারী মাল হোসনাবাদ এবং জনাব আসাদুজ্জামান রাজিব মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জাকারিয়া আহমেদ

বটিয়াপাড়া

গত ২৪/২/২০১৭ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বটিয়াপাড়ার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চুয়াডাঙ্গা জামাতের সদস্যগণও অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সিরাজুল ইসলাম। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব স্বাধীন আহমেদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব আব্দুল্লাহ্ আল-বাসিত। আলোচনা পর্বে মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা করেন জনাব আক্তারুজ্জামান ওল্টু। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর উল্লেখ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব ডা: আশিকুর রহমান। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আল আমীন। মুসলেহ মাওউদ ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন নসিহত নিয়ে তরবিয়তী বক্তব্য রাখেন মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। এরপর সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোস্তফা আল আমীন

শাহবাজপুর

গত ২৪/০২/২০১৭ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শাহবাজপুরের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আবু নাসার সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব আহমেদুর রহমান। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও তার পূর্ণতা বিষয়ে খাকসারসহ ৩ জন বক্তৃতা প্রদান করি। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উপস্থিত সংখ্যা মোট ২৬ জন।

ফরহাদ আলী

তেরগাতী

গত ২০/০২/২০১৭ তারিখ রোজ সোমবার বাদ মাগরিব তেরগাতী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) পালন করা হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, নযম পরিবেশন করেন জনাব মাসরূর আহমদ উৎস। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র ২য় খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ আল মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর দীর্ঘ ৫২ বৎসরের খেলাফত কাল তাঁর (রা.) কর্মময় জীবন ও তাঁর বিভিন্ন দিক ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় বক্তাগণ বক্তৃতা করেন, সৈয়দ তোফায়েল আহমদ, জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ

ফাজিলপুর

গত ০৩/০৩/১৭ তারিখ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব নূর এলাহী জসিমের সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব সাইফুল ইসলাম এবং নযম পাঠ করেন জনাব আশেকে এলাহী। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন সেক্রেটারী মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খান। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার নিয়ে আলোচনা করেন সেক্রেটারী মাল, সাইফুল ইসলাম। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

বানিয়াজান

গত ২০/০২/২০১৭ তারিখ বাদ যোহর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল, নযম পাঠ করেন জনাব আব্দুল আজিজ, বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব আব্দুর রাজ্জাক, জনাব আব্দুল বারী ও মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল বারী। সভাপতি পরিচালিত দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। মোট উপস্থিত ছিলেন ৪৫ জন সদস্য।

প্রেসিডেন্ট

হেলেঞ্চাকুড়ি

গত ৩রা মার্চ, শুক্রবার বাদ জুমুআ ঐতিহাসিক মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আফসার আলী, প্রেসিডেন্ট। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মকসেদুল ইসলাম। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করা মানে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সা.) সত্যতা প্রমাণিত হওয়া এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা ও আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব প্রকাশিত হওয়া এসব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন– মৌ. শাহ আলম খান মোয়াল্লেম, জনাব পয়জার আরী কায়েদ, লিমন আহমদ ও আবু সাঈদ। দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়। এতে ৫ জন মেহমানসহ মোট ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

শাহ আলম খান

পুরুলিয়া

গত ২০/০২/২০১৭ তারিখ বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পুরুলিয়ার উদ্যোগে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব হাফিজুর রহমান। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন সালেহ্ আহমদ, নযম পাঠ করেন নূসরাত-ই রহমান এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম আব্দুর রহমান, সেক্রেটারী মাল আল-আমিন হক তুষার। সর্বশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা শেষ হয়। এতে মোট উপস্থিত ৩৭ জন সদস্য।

হাফিজুর রহমান

পঞ্চগড়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যকে ধারণ করে গত ৯ মার্চ ২০১৭, বৃহ:স্পতিবার রাত ৮টায় পঞ্চগড় জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স সভা কক্ষে জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক আয়োজিত এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন-এর উপস্থাপনায় মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেবের পবিত্র কুরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান। অনুষ্ঠানে পঞ্চগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবং পঞ্চগড় বার্তার সম্পাদক জনাব এ রহমান মুকুল, পঞ্চগড় মানবাধিকার কমিশনের নির্বাহী সভাপতি জনাব ইকবাল কায়সার, পঞ্চগড় জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব আবু সালেক, পঞ্চগড় সদর থানার পুলিস সুপার জনাব মোহম্মদ রবিউল ইসলাম, ৮নং ধাক্কামারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোহম্মদ আওরঙ্গজেব, বেঙহাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ, জেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রতিনিধি আকতারুন্নেসা, আহমদনগর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ তাহের যুগলসহ পঞ্চগড় জেলার প্রায় ৫০জন সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এতে 'পঞ্চগড় জেলায় আহমদীয়াত' শিরোনামে সূচনা বক্তব্য রাখেন জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। এরপর সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ এবং নায়েব ন্যাশনাল আমীর জনাব আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস এবং বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামা'তের কার্যক্রমের এক ঝলক তুলে ধরেন। এরপর সাংবাদিকগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উত্তর প্রদান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ। এতে আমন্ত্রিত অন্যান্য বক্তাগণ বলেন, ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নাই। সবাই সবার ধর্ম পালন করবে এটাই আমরা চাই। আমরাও মুসলমান, তারাও মুসলমান, ধর্মীয় বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে, যার যার ধর্ম সে শান্তিপূর্ণভাবে পালন করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শেষে সভার সভাপতি মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সকলের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তার নীরব দোয়ার মাধ্যমে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন

মীরগাং এর উদ্দ্যোগে, ২য় বার্ষিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস '১৭ অনুষ্ঠিত

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া মীরগাং এর উদ্দ্যোগে, ২য় বার্ষিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস '১৭ ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়:-

গত ০১ জানুয়ারি থেকে ৭ জানুয়ারি মজলিস আতফালুল আহমদীয়া মীরগাং এর উদ্দ্যেগে, ২য় বার্ষিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস '১৭ মীরগাং স্থানীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত মহতী তালিম তরবিয়তী ক্লাসে ৫০ জন আতফাল উপস্থিত ছিল।

উক্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাসে আতফালদের নামাজ, কুরআন শিক্ষা, নযম, বক্তৃতা ইত্যাদি ধর্মীয় শিক্ষা দান করা হয়। এবং তালিম তরবিয়তী ক্লাসের শেষের দুই দিন ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতা নেওয়া হয় এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে তাদের মাঝে পুরস্কার প্রদান হয়।

সুজন আহমদ, মীরগাং

কৃতি ছাত্র

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমার একমাত্র ছেলে আহমেদ তৌফিক জামান মাহি আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় ২০১৬ সালের JSC সাঁড়া মাড়োয়ারী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ইশ্বরদী, পাবনা থেকে GPA-5 (GOLDEN A+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে পঞ্চম শ্রেণীর পিএসসি পরীক্ষাতেও GPA-5 (GOLDEN A+) পেয়েছিল। আপনারা সবাই তার জন্য খাসভাবে দোয়া করবেন যেন আগামী পরীক্ষাগুলোতেও সে ভালো করতে পারে এবং জামাতের বেশি বেশি খেদমত করতে পারে। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্যও সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ জাসিদুজ্জামান মুক্ত

* আমার ছেলে সাব্বির আহমদ ২০১৬ সালের জেএসসি পরীক্ষায় মাজদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইশ্বরদী, পাবনা থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। জামাতের সকল সদস্যের নিকট খাস দোয়ার আবেদন, সে যেন তার প্রত্যেক ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে জামাতের একজন উত্তম খাদেম হতে পারে।

মোহাম্মদ আহসান হাবীব

মিরপুর-এ " সীরাতুন্নবী (সা.) আলোচনা ও তবলীগি প্রশ্নোত্তর সভা" সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

গত ২৭ জানুয়ারি, ২০১৭ রোজ শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহ্, মিরপুর ও খোদ্দামুল আহমদীয়া, মিরপুর এর যৌথ উদ্যোগে "সিরাতুন্নবী (সা.) আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সভা" মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, শিক্ষক জামেয়া আহমদীয়া। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আবু জাকির আহমদ, যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর। "মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর উত্তম জীবন আদর্শ " বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন হাফেয মোহাম্মদ আবুল খায়ের, মোয়াল্লেম।

অনুষ্ঠানে আগত অ-আহমদী মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ্। অনুষ্ঠানে ৬২ জন অ-আহমদী মেহমান উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং ৭ জন বয়াত গ্রহণ করেন। সভায় আনসার, খোদ্দাম, লাজনা ও মেহমানসহ ৪৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

সর্বশেষে দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মিরপুর

আনসারুল্লাহ মিরপুর এর সায়েক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ রোজ মঙ্গলবার মজলিস আনসারুল্লাহ মিরপুর এর সায়েক সম্মেলন মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। নবনিযুক্ত ২৪ জন হালকা সায়েক এর হাতে কলমে প্রশিক্ষণের জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে হালকা সায়েকগণ ছাড়াও মজলিস এর সাত হালকার যয়ীমগণ, হালকা নিগরানকারীগণ এবং মজলিসে আমেলার অন্যান্য সদস্যরাও এতে অংশগ্রহণ করেন। নায়েব সদর মোহতরম গোলাম কাদের সাহেব এর সভাপতিত্বে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার পর সম্মেলনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্থানীয় যয়ীম আলা জনাব আবু জাকির আহমদ। তিনি বিস্তারিতভাবে হালকা সায়েকগণের দায়িত্বাবলী এবং তাদের মাসিক রিপোর্ট প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব ইমতিয়াজ আলী সাহেবও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। তিনি নিয়মিত ব্যাক্তিগত তবলীগের উপর গুরুত্বারোপ ও তবলীগের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের কায়েদ উমুমী জনাব নঈম আলম খাঁন এবং ঢাকা বিভাগীয় নাযেম আলা জনাব মিজানুর রহমান। সভাপতি সাহেব তার বক্তব্যে সায়েক সম্মেলন আয়োজনের প্রশংসা করেন এবং আন্তরিকতার সাথে মজলিসের কাজে সকলের অংশগ্রহণ এবং হালকা সদস্যদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের খোঁজ খবর নেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

আবু জাকির আহমদ, মিরপুর

“জাতীয় কায়েদ সম্মেলনের রিপোর্ট”

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের উদ্যোগে গত ১৭ মার্চ ২০১৭ রোজ শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে জাতীয় কায়েদ সম্মেলন আয়োজন করা হয় আলহামদুল্লিাহ। দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠান সকাল ৮.৩০ এ বকশিবাজারস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদে কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। অতঃপর মোহতরম সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া আহাদ পাঠ করান। এরপর সারা দেশ থেকে আগত ৮৩ টি মজলিসের কায়েদ, কায়েদ সাহেবের প্রতিনিধিগন নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। মোহতরম মাহমুদ আহমদ সাহেব, সদর সাহেব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

এই কায়েদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় আমেলা, রিজিওনাল কায়েদ, জেলা কায়েদ ও স্থানীয় কায়েদসহ প্রায় শতাধিক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী এই সম্মেলন নানা আয়োজনসহ মজলিস ভিত্তিক নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট আলোচনা হয়। অংশগ্রহণকারী সকল কায়েদগণকে “কায়েদ হ্যান্ডবুক” প্রকাশ করে সরবরাহ করা হয়। অংশগ্রহনকারী সকলে বিপুল উৎসাহের সাথে সমগ্র অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর সকলে গ্রুপ ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

বিকাল ৩.০০টায় ২য় অধিবেশনে নযম পরিবেশনের পর ‘তাকওয়া পর্ব-০২’ বিষয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন, মু’আবিন সদর-০১, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ। এরপর নেতৃত্ব বিষয়ক একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন মোহতরম আবু রাসেল মোহাম্মদ মাসুম, নায়েব কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকা। ‘নেতৃত্ব’ বিষয়ক প্রেজেন্টেশনের একটি প্যানেল এ প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় যেখানে কায়েদদের বিভিন্ন প্রশ্নের উওর দেন। প্যানেলে অংশগ্রহণ করেন মোহতরম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (সাবেক খোদ্দাম প্রধান), মোহতরম এস.এম. ইব্রাহিম (সাবেক কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা ও রিজিওনাল কায়েদ, চট্টগ্রাম), মোহতরম লে. কর্নেল সৈয়দ রাকিব আহমদ এবং মোহতরম আবু রাসেল মোহাম্মদ মাসুম। এরপর উত্তম যোগাযোগ ও সময় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যৌথভাবে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন মোহতরম শাহানশাহ আজাদ জুম্মন, নায়েব সদর-০১, মোহতরম

মুনাদিল ফাহাদ, নায়েব সদর-০২ এবং মোহতরম আশরাফুল হোসেন, মোহতামীম তরবিয়ত।

সবশেষে সদর সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এতে ০৬ জন রিজিওনাল কায়েদ, ১২ জন জেলা কায়েদ ও ৮৩ জন স্থানীয় কায়েদ সহ সব মিলিয়ে ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ জাহেদ আলী
মোতামাদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া,বাংলাদেশ

১৯তম খুলনা বিভাগীয় ওয়াকফে নও তালিম-তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী খুলনার ১৯তম বার্ষিক বিভাগীয় ওয়াকফে 'নও' সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের 'বায়তুস সালাম' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন ওয়াকফে'নও সন্তান মুহাম্মদ রাকিবুল হাসান এবং নযম পাঠ করেন ওয়াকফে নও গাজী তাহের আহমদ, সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব এস, এম, রবিউল ইসলাম সাহেব। বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও ও অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব এস, এম রবিউল ইসলাম সাহেবের নসিহতমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। অতঃপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব এস,এম, রেজাউল করিম সাহেব। এরপর মাওলানা খুরশেদ আলম সাহেব ও মোয়াল্লেম শেখ আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব। ৫ দিন ব্যাপী ওয়াকফে নও এ সম্মেলনে প্রতিদিন বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায থেকে শুরু করে রাত ৮ টা পর্যন্ত নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক তালিম-তরিবীয়তী ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। তালিম-তরবিয়তী ক্লাসে শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদান করেন মাওলানা খুরশেদ আলম সাহেব, মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব, মোয়াল্লেম শেখ আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব, মোয়াল্লেম, জাহাঙ্গীর হোসেন সাহেব ও জনাব হাসান আহমদ সাহেব। প্রতিদিন বাদ মাগরিব ওয়াকফেনও ও উপস্থিত পিতা-মাতাদের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে তালিম-তরবিয়ত বিষয়ক বিভিন্ন নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারী সাহেব। বক্তব্যের বিষয় ছিল 'ওয়াকফে নও পিতামাতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' সম্পর্কে আলোচনা। মাওলানা খোরশেদ আলম মালী কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন, মোয়াল্লেম শেখ আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব, বক্তব্যের বিষয় ছিল 'নামাযের গুরুত্ব'। ওয়াকফে নওদের তালিম তরবিয়তী ক্লাসের শেষে উপস্থিত ওয়াকফে নওদের মধ্যে তিলাওয়াতে কুরআন, নযম দ্বীনি মালুমাত, বক্তৃতা, কুইজ, পয়গামে রেসানী, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে এবং পিতামাতাদের মধ্যে দ্বীনি মালুমাত বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ বিকাল ৩ টার সময় ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারী সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনীও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন ১ম স্থান অধিকারী ওয়াকফে নও মুহাম্মদ তালহা, নযম পাঠ করেন ১ম স্থান অধিকারী ওয়াকফে নও মুহাম্মদ তানভির আহমদ (শোভন) এবং ওয়াকফে নও পিতা ও মাতাদের মধ্য হতে বক্তব্য রাখেন এম এম, রজব আলী ও মিসেস ফাতেমা আহমদ। অতঃপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মাওলানা খোরশেদ আলম সাহেব, শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এস, এম, রবিউল ইসলাম খুলনা বিভাগ। নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন স্থানীয় আমীর এস, এম, রেজাউল করিম সাহেব। অতঃপর ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারী সাহেব সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য ইউকে ইজতেমায় ওয়াকফে নওদের উদ্দেশ্যে হুযূর (আই.) যে বক্তৃতা প্রদান করেন সেই বক্তৃতার ৫৩টি পয়েন্টের ওপর ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেব একটি বিশেষ ক্লাস নেন। ৫ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ১৯তম বার্ষিক ওয়াকফে নও সম্মেলনে সুন্দরবন, খুলনা, মীরগাং, ভেটখালী, সাতক্ষীরা জামাতের ৫১ জন ওয়াকফে নও ২৪ জন ওয়াকফে নও এর পিতা ও ৪৮ জন ওয়াকফেনও-এর মাতা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন স্থানীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন কমিটি।

এস, এম, রবিউল ইসলাম

জলসা পুনঃমিলনী অনুষ্ঠান

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে হেলেঞ্চাকুড়ি জামাতে একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান করা হয়, তাহল "জলসা পূনঃমিলনী অনুষ্ঠান"। ঢাকার সালানা জলসা ও আহমদনগর আঞ্চলিক জলসায় যেসকল আমন্ত্রিত মেহমান ইচ্ছা থাকা সত্বেও যেতে পারেনি এবং ঐ সকল আহমদী যারা আফসোস করেছেন, তাঁদেরকে নিয়ে বার মাইল কান্তাজী মোড়ে একটি চা-ষ্টলে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান করা হয় ১৪ মার্চ ২০১৭ তারিখ। এতে ঢাকার সালানা জলসার প্রতিদিনের কার্যক্রমের ওপর প্রকাশিত বুলেটিন ৩টি ও আহমদনগর জলসা উপলক্ষে প্রকাশিত "আলোকময় পঞ্চগড়" সচিত্র প্রতিবেদনটি প্রদর্শন করা হলে উপস্থিত দর্শকগণ আগ্রহভরে তা পাঠ করেন এবং আহমদীয়া জামাতের ইসলাম সেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এতে পূর্বগড়মান্নিকপুর মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব শ্রী গোবিন্দ রায় ঠাকুর, রফিকুল ইসলাম মাষ্টার, শ্রী ঈশ্বার দাস সহ ১০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শাহ আলম খান

ফাজিলপুরের উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফাজিলপুরের উদ্যোগে গত ২২/০১/২০১৭ তারিখ ন্যাশনাল তবলীগ সেক্রেটারী জনাব ইশতিয়াক আহমদ সাহেবের উপস্থিতিতে ফেনী শহরে মোহাম্মদ হানিফ সাহেবের বাসায় ৯ জন জেরে তবলীগের উপস্থিতিতে সুন্দর ১টি তালিম তরবীয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী, জোনাল ইনচার্জ ও স্থানীয় মোয়াল্লেম মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা এ অনুষ্ঠান চলে। পরে দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

নাসেরাতুল আহমদীয়া ফাজিলপুরের উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ০২.০৩.২০১৭ তারিখ হতে ০৩.০৩.২০১৭ পর্যন্ত ফাজিলপুর মজলিসের উদ্যোগে নাসেরাতদের ২ দিন ব্যাপী তালিম-তরবীয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ০২.০৩.২০১৭ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব ৬ঃ৩০ হতে ১০টা পর্যন্ত , ১ম অধিবেশনে ৩ জন নাসেরাত ও ৩ জন শিক্ষক ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। শুদ্ধ করে কুরআন পাঠ, হাদীস ও দোয়া ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরের ০৩.০৩.২০১৭ সকাল ১০ঃ৩০ হতে ১২ঃ৩০ মিনিট পর্যন্ত ২য় অধিবেশন চলে। উক্ত অধিবেশনে নামায শিক্ষার ক্লাস, উন্মুক্ত আলোচনা, ধর্মীয় জ্ঞান ও দ্বীনি-মালুমাতের আলোচনা ও ক্লাস করা হয়।

এই অধিবেশনে ৩ জন নাসেরাত ও ৩ জন শিক্ষক ছিলেন সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় ৩ঃ৩০ মিনিট হতে ৬টা পর্যন্ত কুরআন ক্লাস, পরীক্ষা ও হাদীসের পরীক্ষা নেওয়া হয়।

তারপর প্রজেক্ট এর ক্লাস করানো হয় উক্ত অধিবেশনে ৩ জন নাসেরাত ও ৩ জন শিক্ষক ছিলেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে এই অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আমাতুর মাতিন

বানিয়াজানের উদ্যোগেতালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ০৫/০১/২০১৭ তারিখ হতে ০৭/০১/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী বানিয়াজান জামাতের স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাসের উদ্বোধন করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। তিনদিনের ক্লাস পরিচালনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল বারী, মুরুব্বী সিলসিলাহ্। প্রথম দিন উপস্থিত ছিল ১৫ জন ২য় দিনের উপস্থিতি ৩৫ জন ৩য় দিনের উপস্থিতি ২৫ জন।

ক্লাসে কুরআন, হাদীস নামাযসহ জামাতী আরো অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয় তিনদিনই আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল। ৩য় দিন প্রেসিডেন্ট সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে ক্লাস সমাপ্ত করা হয়।

প্রেসিডেন্ট, আ.মু.জা. বানিয়াজান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর

গত ২০.০২.২০১৭ তারিখ রোজ সোমবার বাদ আসর লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর এর উদ্যোগে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মোস্তারিন আক্তার। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পরে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তব্য করেন সাজেদা আক্তার। ঐতিহাসিক ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে বক্তব্য রাকেন মোস্তারীন আক্তার। জামাতের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান এর ওপর বক্তব্য রাখেন আমাতুর মাতিন। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর অসাধারণ গুণাবলী ও কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন ফারহানা, রেজোয়ানা। সবশেষে সভানেত্রীর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে ১২ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

আমাতুর মাতিন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে মিনহাজুত্তালেবীন বই এর ওপর সেমিনার

গত ২০/০১/২০১৭ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে "মিনহাজুত্তালেবীন" বই-এর সেমিনার করা হয়। প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত করেন নুদরত জাহান, হাদিস পাঠ করেন তালাত মেহতাব। মিনহাজুত্তালেবিন বই থেকে আলোচনা করেন রিনাত ফৌজিয়া। এরপর মিনহাজুত্তালেবীন বই থেকে কুইজ প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি হয়। উক্ত সেমিনারে ৫১ জন লাজনা বোন উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রঘুনাথপুর বাগ

গত ০২/০৩/২০১৭ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুর বাগ লাজনা ইমাইল্লাহ্ মজলিসের উদ্যোগে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন সুইটি বেগম। নযম পাঠ করেন শিউলি বেগম, হাদীস পড়ে শোনান পরিনা বেগম। বয়াতের দশ শর্ত পড়ে শোনান নীলা। অমৃতবাণী পড়ে শোনান রিতা, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জন্ম ও শৈশব কাল আলোচনা করেন আয়েশা আতিয়ার। ২০ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়াতের ইতিহাসে কেন বিখ্যাত সে সম্পর্কে আলোচনা করেন নাজমা ইসলাম। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ২৬ জন সদস্যা।

নাজমা ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর

গত ২২/০২/২০১৭ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথমে কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন আক্তার জাহান, হাদিস পাঠ করেন নিশাত জাহান। নযম পাঠ করেন আমাতুস সামী। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর বাল্যকাল সম্পর্কে আলোচনা করেন বিলকিস তাহের। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করেন নাছিমা বশির। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন নাফিয়া শারমিন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে সার্বিক আলোচনা করেন আফরোজা মতিন প্রেসিডেন্ট (লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর)। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৮৫ জন লাজনা ১৮ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর

ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও মেডিকেল চেক-আপ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ভাতগাঁও-এর আয়োজনে ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পূর্ব মল্লিকপুর শিক্ষা নগরী শহীদ মিনার মাঠে হিউম্যানিটি ফার্স্ট ব্যানারে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও কেডিকেল চেকাপ সকাল ৯টার সময় শুরু করে বিকাল ৩.১০ মিনিটের সময় সমাপ্ত করা হয়। উক্ত ব্লাড গ্রুপিং ও মেডিকেল চেকাপ অনুষ্ঠানে সারিবদ্ধভাবে ছেলে ও মেয়েদের ব্যবস্থা আলাদা ভাবে করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জননেতা মনোঞ্জনশীল গোপাল এম পি (কাহারুল, বীরগঞ্জ-১) দিনাজপুর-৬ যিনি সংস্কৃতি ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও দিনাজপুর জেলা পরিষদ নবাগত নির্বাচিত মহিলা সদস্যা মীরা মাহবুব ও ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব শরীফ উদ্দিন মাষ্টার ও ইউপি সদস্য-সদস্যাগণ, সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নাসরুল ইসলাম, কাহারোল থানা ইনচার্জ মোহাম্মদ মনছুর আলী এবং উপজেলা আওয়ামী লীগ, ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সভাপতি, সেক্রেটারী ও বি এন পি ইউনিয়ন সভাপতি ও উপজেলা স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় ২টি কলেজের অধ্যক্ষ-শিক্ষকগণ, ৫টি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং বিভিন্ন প্রাইমারী ও মাদ্রাসার শিক্ষক বৃন্দ এবং সকলে ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে দিনাজপুর জেলা পরিষদ নির্বাচিত মহিলা সদস্যা মীরা মাহবুব ব্লাড গ্রুপিং করেন এবং ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মেডিকেল চেকাপ করেন। এরকম অনুষ্ঠান বিনা পয়সায় এর আগে কোন সংগঠন করেনি বলে এই প্রথম হওয়াতে সকলে আগ্রহের সাথে লাইন দাঁড়িয়ে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং করেন এত বড় লম্বা লাইনে যে কমপক্ষে ২ ঘন্টা ধৈর্য্য সহকারে সকলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও মেডিকেল চেকাপ প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি ছিল এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ভাতগাঁও এর সঙ্গে ২টি স্থানীয় দ্বীপনগড় যুব উন্নয়ন ক্লাব ও তরুন সংঘ তেরমাইল গড়েয়া হাট যুবকরা শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কাজ করেন। সর্বমোট ৩০২ জন ব্লাড গ্রুপিং ও অনেকেই মেডিকেলে চেকাপ করেন। কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রংপুর রিজিওনাল কায়েদ ও ভাতগাঁও জেনারেল সেক্রেটারী মোহাম্মদ আব্দুর রউফ নিরলস পরিশ্রম করেন এবং বাস্তবায়ন করেন। দিনাজপুর জেলা কায়েদ হাবিব আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। মেডিকেল টিম হিসেবে কাজ করেন ডাঃ আসিফ আহমেদ রনি ও তার বন্ধু ডাঃ মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম।

ইয়ামিন আহমদ, কায়েদ

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, দূর্গারামপুরের একজন প্রবীন আহমদী জনাব আব্দুস শকুর সাহেব গত ৯/২/২০১৭ তারিখ সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে নবীনগর হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি একজন মুসী ছিলেন তার ওসীয়্যত নম্বর ছিল ৬২৮২৩। তিনি পরহেজগার আহমদী ছিলেন। তিনি ছিলেন এক গ্রামে এক একজন আহমদী। মরহুম অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র মেজাজের আহমদী ছিলেন। তবলীগ করাকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। যেখানেই সুযোগ পেতেন সেখানেই তিনি তবলীগ করতেন। জামাতের সাথে তিনি সব সময় সুসম্পর্ক রেখেছেন। দোয়া করি, মহান আল্লাহ্ তা'লা তার বিদেহী আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদৌ দান করুন।

ডাঃ মোহাম্মদ তৌফিক-ই-ইলাহী

(২) অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি/১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বেলা ১১:৪০ মিনিটের সময় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পাগুলিয়া মৌলভী বাজার লাজনা সংগঠনের সভানেত্রী মোসাম্মাত জোহরা খাতুন আনুমানিক ৭০ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি একজন ধার্মিক পর্দানশিন মহিলা ছিলেন। নিয়মিত নামায ও চাঁদা প্রদানে সচেতন থাকতেন। তিনি সর্বদা পশু, পাখির সেবাযত্ন করতেন ও পরোপকারী ছিলেন। গত ৬ জুন-১৬ তার স্বামী মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে মরহুমা ৩ ছেলে ৪ মেয়ে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। তার আত্মার মাগফিরাতের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট বিশেষ দোয়ার আবেদন রইলো।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

(৩) আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শালসিঁড়ীর সদস্যা জরিনা বেওয়া গত ০৭/০৩/২০১৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ৮ঃ৩০ মিনিটের সময় নিজ বাসভবনে মেরুদন্ডজনিত সমস্যার কারণে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মরহুমা শালসিঁড়ী জামাতের সাবেক উমুমী জনাব মুরতুজ আলি সাহেবের খালাতো বোন ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মরহুমা একজন মুসীয়া ছিলেন। মরহুমা জামাতের একজন পুরাতন আহমদী সদস্যা। তিনি আহমদী হওয়ার জন্য অনেক মোখালেফাতের শিকার হয়েছেন। এমনকি মরহুমা আহমদী হওয়ার কারণে অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এবং অনেকে তার সাথে বিরোধিতা করেন। তিনি মৃত্যুকালে এক মেয়ে, এক মেয়ে জামাই, তিনজন নাতি, দুজন নাতি বউ একজন নাতনিসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি নিয়মিত নামায পড়তেন এবং ফরজ রোযাসমূহ হুযুরের তাহরীক অনুযায়ী রোযা খাতেন। তিনি খুব নেক মহিলা ছিলেন, জানাযার নামাযের পর শালসিঁড়ির আহমদী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা যেন মরহুমার আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন এজন্য জামাতের সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

হাফিজুল ইসলাম হাফেজ

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন

হুযূর(আই.)-এর ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের খুতবার আলোকে প্রস্তুতকৃত

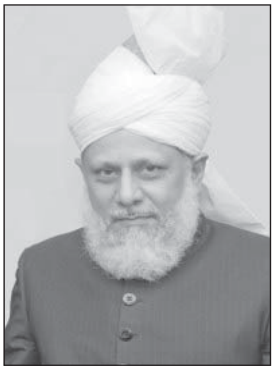

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.)

১। আমরা কি বয়াতের ১০টি শর্ত গত বছর যথাযথভাবে পালন করেছি?

২। আমরা কি শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পেরেছি?

৩। আমরা কি লৌকিকতামুক্ত আমল করতে পেরেছি? অর্থাৎ মানুষকে খুশি করার জন্য নয় কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য কাজ করতে পেরেছি?

৪। আমরা কি প্রবৃত্তির সুপ্ত লালসা ও বাসনামুক্ত আমল করতে পেরেছি?

৫। আমাদের নামায, রোযা ও সদকা-খয়রাত ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, মানবসেবার যাবতীয় কাজ বা ঐশী জামাতের কাজে প্রদত্ত সময় কি কেবল আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছিল? নাকি এসব নিছক লৌকিকতা এবং মানুষকে খুশি করার জন্য আমরা করেছি?

৬। আমাদের মনের সব সুপ্ত-বাসনা খোদাপ্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি তো?

৭। গত বছরটি আমরা কি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা পরিহার করে এবং সত্যে অবিচল থেকে অতিক্রান্ত করেছি?

৮। আমরা কি নিজের ক্ষতিসাধন করে হলেও সর্বাবস্থায় সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করতে পেরেছি?

৯। মনের মাঝে নোংরা ও অশ্লিল চিন্তাধারার উদ্রেক করে– আমরা কি নিজেদেরকে এমন সব আয়োজন ও অনুষ্ঠান থেকে বিরত রেখেছি?

১০। টিভি, ইন্টারনেটে পরিবেশিত অথবা এমনসব অন্যান্য অনুষ্ঠান যেগুলো দেখলে অন্তরে নোংরা চিন্তাধারা জন্ম নেয় আমরা কি এসব পরিহার করতে পেরেছি? (যদি এর উত্তর 'না' হলে আমাদের অবস্থা বড়ই করুণ)

১১। আমরা কি কুদৃষ্টি নিক্ষেপের বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বা করে চলেছি?

১২। আমরা কি বিগত বছরে দুষ্কর্ম ও পাপাচারের যাবতীয় উপলক্ষ্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি? [উল্লেখ্য, মহানবী(সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেয়াও দুষ্কর্ম ও অবাধ্যতা বলে গণ্য।]

১৩। আমরা কি নিজ নিজ গণ্ডিতে সব ধরনের অত্যাচার-অনাচারের পথ পরিহার করতে পেরেছি?

১৪। আমরা কি সব ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছি?

১৫। আমরা কি সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি? [চরম দুরাচারী এবং পর-নিন্দুক ও পরচর্চাকারীকেও মহানবী(সা.) নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়েছেন।]

১৬। আমরা কি সব ধরনের বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি?

১৭। আমরা কি গত বছর নিজেদেরকে রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি? (সর্বস্তরে অশ্লীলতা ও সর্বগ্রাসী নগ্নতার এ যুগে রিপুর তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করাও একটি জিহাদ।)

১৮। আমরা কি গত বছর দৈনিক পাঁচ বেলার নামায বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিতভাবে আদায় করতে পেরেছি? (কেননা নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে শিরক ও কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়।)

১৯। আমরা কি বিগত বছরে যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট ছিলাম? [মহানবী(সা.) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট থেকো, কেননা এটি খোদা তা'লার পুণ্যবান বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নৈকট্যলাভের উত্তম পন্থা এবং এর অভ্যাস মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে ও পাপমোচন করে। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকেও মানুষকে এটি রক্ষা করে।]

২০। আমরা কি হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর জন্য নিয়মিত বিনা ব্যতিক্রমে দরুদ পাঠ করেছি ও এখনও করে যাচ্ছি? (বিশ্বাসী মুমিনদের জন্য এটি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ আদেশ আর দোয়া গৃহীত হবার একটি কার্যকর মাধ্যম।)

২১। আমরা কি নিয়মিত ইস্তেগফার করার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২২। আমরা কি নিয়মিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা গাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২৩। আপন-পর নির্বিশেষে যে কাজ কাউকে সামান্যতম কষ্ট দেয়– আমরা কি এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে পেরেছি?

২৪। আমাদের কথায় বা কাজে কেউ যেন আঘাত না পায়– আমরা কি এমনভাবে বছরটি কাটিয়েছি?

২৫। আমরা কি মানুষের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনাসূলভ আচরণ করতে পেরেছি?

২৬। বিগত বছরে বিনয় ও নম্রতা কি আমাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল?

২৭। সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে বা বিপদে– সর্বাবস্থায় আমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছি?

২৮। বিপদাপদের সময় আমরা আল্লাহকে অভিযুক্ত করে ফেলি নি তো?

২৯। সামাজিক কদাচার ও প্রবৃত্তির মোহ থেকে আমরা কি নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি?

৩০। আমরা কি কুরআন শরীফ ও মুহাম্মদ(সা.)-এর নির্দেশাবলী ষোল আনা পালনে সচেষ্ট ছিলাম?

৩১। আমরা কি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পেরেছি?

৩২। আমরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহারের চেষ্টা করেছি কি? (কেননা শিরকের পর অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হল সবচেয়ে বড় আত্মিক পাপ।)

৩৩। গত বছরটিতে আমরা কি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী রপ্ত করার চেষ্টা করেছি?

৩৪। আমরা কি সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতার বৈশিষ্ট অবলম্বন করতে সচেষ্ট থেকেছি?

৩৫। গত বছরের প্রতিটি দিন কি আমরা ধর্মসেবায় এবং এর সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেছি?

৩৬। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করে থাকি তা সারশূন্য বা বুলি সর্বস্ব নয় তো?

৩৭। আমরা কি ধর্ম সেবাকে নিজেদের ধন-সম্পদের ওপর স্থান দিতে পেরেছি?

৩৮। আমরা কি ধর্মকে নিজ মান-সম্ভ্রমের চেয়েও বেশী মূল্য দিতে পেরেছি?

৩৯। আমরা কি ধর্মকে নিজ সন্তানদের চেয়েও প্রিয়তর জ্ঞান করতে পেরেছি?

৪০। আমরা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে সচেষ্ট ছিলাম?

৪১। আমরা কি আমাদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করতে সচেষ্ট ছিলাম?

৪২। আমরা কি নিজেদের মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৩। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততির মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৪। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সাথে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের ও আনুগত্যের সম্পর্ককে আমরা কি ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি যার তুলনায় জগতের সকল সম্পর্ক তুচ্ছ সাব্যস্ত হয়?

৪৫। আমরা কি গত বছর আহমদীয়া খেলাফতের সাথে নিবিড় ভালবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেছি?

৪৬। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে আহমদীয়া খেলাফতের সাথে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক গড়ার বিষয়ে বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি? আর এদিকে তাদের মন আকৃষ্ট হবার জন্য কি দোয়া করেছি?

৪৭। আমরা কি যুগ-খলীফা ও এ জামা'তের জন্য নিয়মিত দোয়া করেছি?

প্রকাশনায়: আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

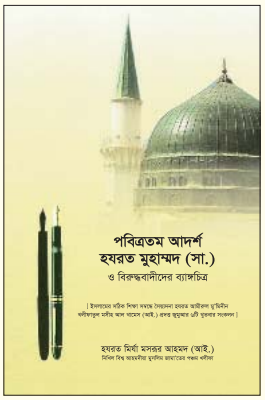

আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ রীতি অনুযায়ী আলো এবং সত্য সর্বদা জয়যুক্ত হয়ে থাকে। যারা অহংকারী এবং দাম্ভিক লোক তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলদের বিরোধীতা করে ঠিকই কিন্তু পরিণতিতে খোদার ক্রোধভাজন হয়। একইভাবে আজও কতক মানুষ এমন রয়েছে যারা আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরোধীতায় মত্ত আছে। তাদের পরিণতিও আল্লাহ্‌র সুন্নত অনুযায়ী লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনই কতক মানুষ বাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ২০০৬ সালে মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র মূলক কিছু কার্টুন আঁকে তাদের পত্র-পত্রিকায়।

২০০৬ সালের ঐ ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মীর্যা মসরূর আহমদ (আই.) একাধারে ৫টি খুতবা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর শান তথা মর্যাদার উপর প্রদান করেন। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০, ১৭, ২৪ এবং মার্চ মাসের ০৩ ও ১০ তারিখে উক্ত খুতবাগুলি প্রদান করেন। বইটিকে সমৃদ্ধ করার মানসে ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর আরো ১টি খুতবা সংযোজন করা হলো।

উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

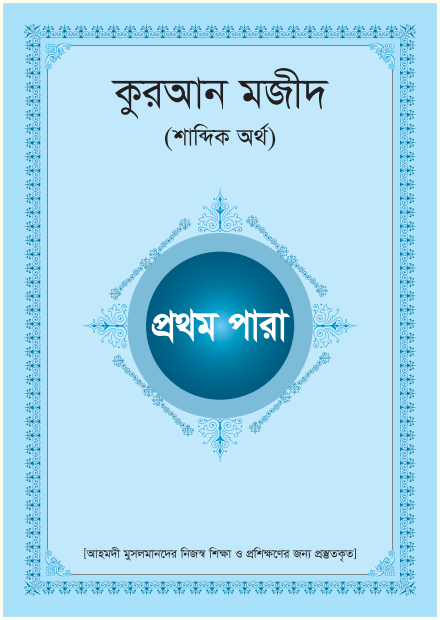

বর্তমান যুগে আমাদের নিকট কুরআন কেবল বাহ্যিকভাবে মূল্যবান রূপে পরিগনিত হচ্ছে। অধিকাংশই কুরআনের ভিতরে লুক্কায়িত মণি-মুক্তা আহরণের চেষ্টাই করে না। এ কারণে কুরআন মজীদের অর্থ পরিপূর্ণভাবে বুঝার স্বার্থে এই প্রথম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অনুবাদ আপনাদের সামানে উপস্থাপন করা হল। আশা করি জামা'তের সকলেই এ থেকে উপকৃত হবেন।

এটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক **"আহমদী"** পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহককে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের মধ্যে যাদের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে তাদেরকে অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার বিনীত আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

বিজ্ঞাপণের জন্য যোগাযোগ করুন

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

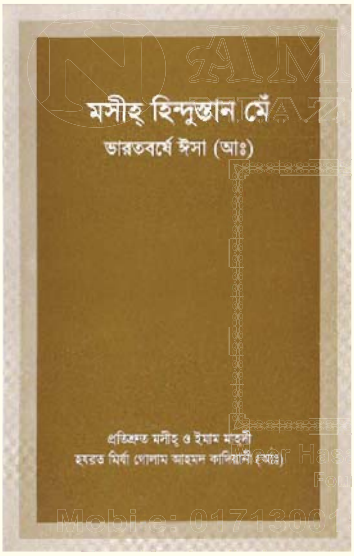

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৯ সালে প্রণয়ন করেন।

এখানে তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন, হাদীস, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ এবং তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে আগমন এবং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। এটি অত্যন্ত তথ্যবহুল একটি পুস্তক।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 79 | 19th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th April, 2017 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com